ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ পঁয়ষট্টি টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) [2017]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা,

বারাণসী-২২১০১০,

দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—

অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,

লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN–978-93-82043-48-5

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,

কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম

"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম

রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,

গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি

পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

পঞ্চত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮৩ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,—

(ক) সাময়িক পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—

পত্রগুলি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক,অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ-ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্যপুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও

নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিন্তু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই, আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি পৌষ, ১৩৮৪ বাংলা।

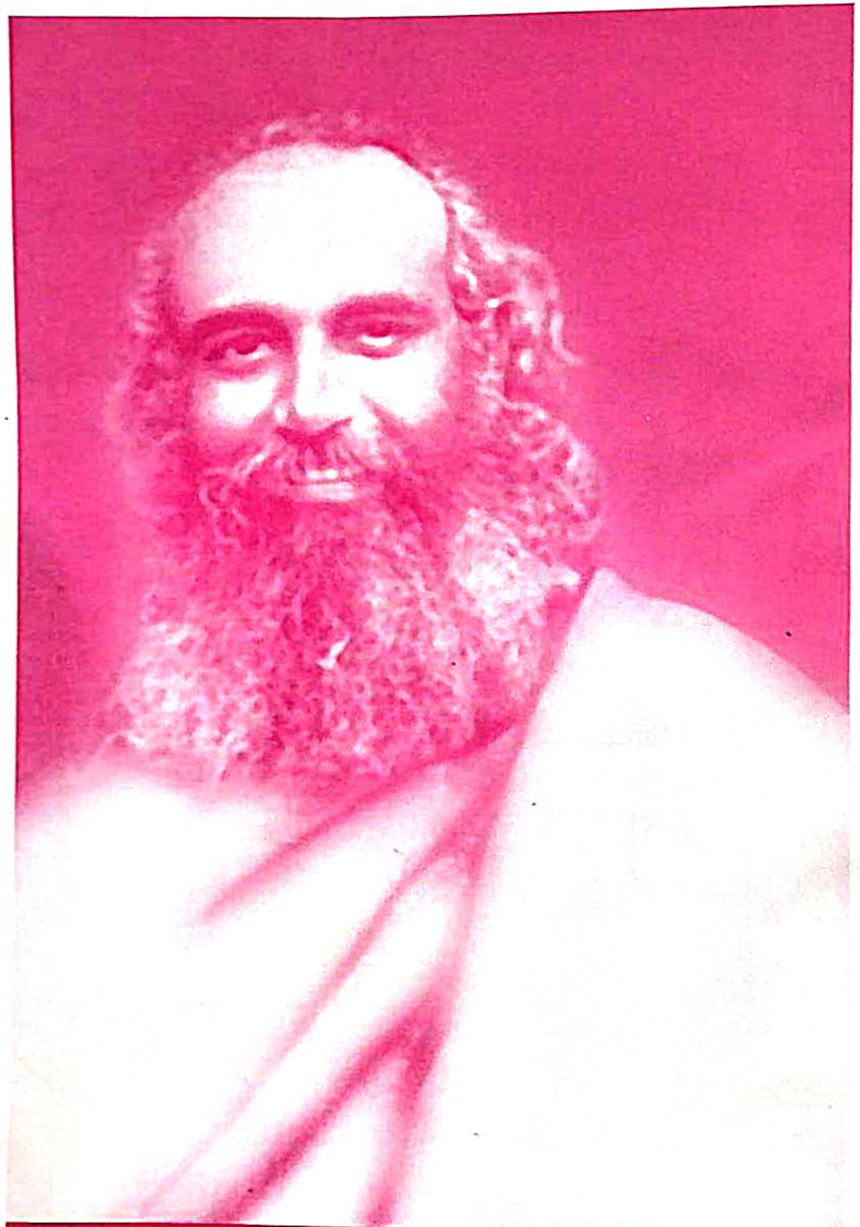
অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১

নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ধৃতং প্রেম্নার এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। ইতি—

প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড)

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৪ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮৩
(২৮-৬-৭৬ ইং)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেশটা তোমাদের বর্ষা-বাদল-বন্যায় একেবারে রসাতলে ডুবিয়া গিয়াছে, হাজার হাজার লোক বাস্তুভিটা ছাড়িয়া বৃক্ষে, পাহাড়ে, রেল-ষ্টেশানের উচ্চ ভূমিকে আশ্রয় নিয়া অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রতিটী মুহূর্ত্ত আতঙ্ক সহকারে গণিতেছে, তেমন সময়েও সমাধানযোগ্য অতি সহজ সমস্যা নিয়া স্থানে স্থানে দ্বৈরথ যুদ্ধ চলিবে, ইহা ভাবিতে বেদনা বোধ করিতেছি।

সমবেত উপাসনাতে আমি নিজে উপাসকদের অন্যতম হইয়া একটী আসন গ্রহণ করি, সুতরাং আমার প্রতিচিত্র বা পাদুকা পূজার বেদীতে রাখা অনাবশ্যক। ওঙ্কার-বিগ্রহ-মধ্যে

জগতের সকল দেব-দেবী, সিদ্ধ-সাধক, সত্য-তত্ত্ব পূর্ণতঃ নিহিত এবং স্বীকৃত, সুতরাং বেদীতে ওঙ্কার-বিগ্রহ স্থাপনের পরে ওখানের আমার বা অন্য কাহারও প্রতিচিত্র বা প্রতীক থাকাও নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চাহি যে, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তেরাই দলমত নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া বিশ্বের অধ্যাত্মচর্চ্চাকে উদার ও ব্যাপক করুন, সুতরাং তোমাদের গুরু যে আমি, সেই আমার প্রতিচিত্রটী ওখানে রাখিতে নিষেধ করিয়াছি। কারণ, আমি চাহি, গুরু-বন্দনার কালে প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ গুরুকেই মনে মনে ধ্যান করিতে পারে, আমাকে ধ্যান করিতে বাধ্য না হয় বা আমাকে ধ্যান করিতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারটীকে নিজ নিষ্ঠার পক্ষে হানিকর জ্ঞান করিয়া উপাসনার আসরে যোগদান করিতে বিরত না হয়। মানব-মৈত্রীর খাতিরে ইহা আমার ত্যাগ বলিতে হইবে। কারণ, এদেশে গুরুকে পূজা করাই সাধারণ লোকে ঈশ্বর-ভজন মনে করে এবং মানব-মনের এই প্রবণতাকে নিজ নিজ ঈশ্বরত্ব সৃষ্টি প্রধান সাধন বা উপায় জ্ঞান করিয়া প্রচলিত গুরুদেবেরা এই প্রবণতার পরিপূর্ণ অনুকূল ব্যবহার করিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করেন।—আমি প্রতিষ্ঠা চাহি না।

কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে মতভেদের দারুণ খাণ্ডবে আগুন লাগাইয়া তোমরা এই একটা ব্যাপার

নিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রমত্ত হইয়া যদুবংশের মূষল-পর্ব্বের সূচনা করিবে। তোমরা সময় থাকিতে সাবধান হও।

অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্পে কেহ আনিয়া আমার ছবি না বসাইয়া কি কার্লাইল বা কংফুচের ছবি বসাইবে? আমার ছবি না বসাইলে আমার ক্ষতি নাই কিন্তু আমার ছবি বসাইলে তোমাদের কাহারও লাভ আছে কি? বাণী পাঠ হইতেছে আমার, এই অবস্থায় আমার ফটোটা বসিলে বাহিরের লোকের আপত্তি আছে কিনা, তাহা শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমরা শিষ্য হইয়া গুরুর ছবি নিয়া এত তর্ক-বিতর্ক কর কোন্ সুরুচি বা সৎশিক্ষার গুণে? ভোগ-নৈবেদ্য সাজাইলে শ্রোতার সংখ্যা বাড়ে। বেশ ত', তোমাদের ভোগনৈবেদ্য চড়াইবার আর্থিক বল থাকিলে, তাহা করিতে পার বৈ কি! বাড়ীতে লোক আসিলে ডজনে ডজনে পেয়ালাতে চা ভরিতে পার, দোষ হয় না, লোককে প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করিলেই দোষ হইবে?

কোথাও গীতাপাঠ হইতেছে শুনিলে তোমাদের বলিয়া থাকি—"যাও, সেখানে, ভক্তিভরে পাঠ শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণের কোনও মূর্ত্তি সেখানে দেখিলে ভক্তিভরে প্রণামও করিও।" কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হইতেছে শুনিলে তোমাদিগকে বলিয়া থাকি,—"যাও সেখানে, ভক্তিভরে পাঠ

শ্রবণ কর, শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও মূর্ত্তি সেখানে দেখিলে ভক্তিভরে প্রণাম করিও।" আর তোমরা যখন দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের কোনও গুরুভাই বা গুরুভগিনী সকলকে শুনাইবার জন্য অখণ্ড-সংহিতার পাঠ-প্রকল্প শুরু করিয়াছে, তখন গিয়া খড়্গহস্তে সেখানে দাঁড়াইবে এবং বলিবে, —"সাবধান, যাঁহার বাণী পাঠ করিতেছ, তাঁহার ফটো যদি এখানে রাখ, তবে ত্রিশূল বিঁধিয়া বধ করিব।" আত্মহত্যার এর চেয়ে আশ্চর্য্যতর দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাইবে?

অহং খুব প্রমত্ত হইলে মেজাজ রুক্ষ হয়। তখন স্থির ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পায়। তখন এক সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হিতবাক্যকে কূটার্থে ব্যাখ্যা করিয়া সেই অপব্যাখ্যা সকলের ঘাড়ে চাপাইবার কুপ্রবৃত্তি আসে। এইগুলির বিস্তার বন্ধ করা প্রয়োজন। কি জন্য কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা না বুঝিয়া যাহারা উপদেশ-পালন করিতে যায়, তাহারা মক্ষিকা-বিতাড়ন-রত বানরদের দ্বারা নিদ্রিত রাজার সেবা করার মতন সেব্যকে প্রকৃত সেবা না দিয়া খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে। সেই রোগে তোমাদের ধরিয়াছে। নিজেদের চেষ্টায়ই নিরাময় হইবার চেষ্টা কর।

এক জায়গায় স্বরূপানন্দ-ভাবাদর্শের অর্থাৎ চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভা হইতেছে। পীড়া বশতঃ আমি যাইতে পারি

নাই। একজন হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—'দারুণ তর্ক চলিয়াছে। সভাস্থলে আপনার ফটো রাখা সঙ্গত কিনা।" আমি বলিলাম,—"ইহা যদি মহাত্মা গান্ধী বা ঋষি অরবিন্দের ভাবধারা প্রচারের সভা হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বে তাঁদের একটা বড় প্রতিচিত্র রাস্তা হইতে কিনিয়া নিয়া সভাস্থলে স্থাপন কর এবং ফটোখানাকে ফুলমাল্যে সজ্জিত কর, আর ধূপকাঠী লাগাও। ইহার দ্বারা উক্ত মহাপুরুষের বাণীগুলি শুনিবার ফলে লোকের মনের ভাব গভীরতর ও আস্বাদনযুক্ত হইবে।"

ভাবিয়াছিলাম যে, শিষ্যেরা আমার বাহু হইবে। বাহু সত্যই হইয়াছে। সেই বাহু দ্বারা তাহারা অকপট প্রযত্নে আমার সৃষ্ট মহামহীরুহটীর গোড়ার দিকের একটা একটা করিয়া শিকড় কাটিতেছে। ইহার ফল এই হইবে যে, একদা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প চালাইবে তাহারা, যাহারা আমাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়া অভিমান করিতে পারিবে না কিন্তু তোমরা যখন বাধা দিতে যাইবে, তখন বলিবে,—"মহাশয়গণ, সাবধনা! আমরা আপনাদের সগোত্র বা গুরুভাই নহি। তবু অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া মানুষকে শোনান ধর্ম্ম মনে করি। আমরা পাঠমণ্ডপে স্বরূপানন্দের ছবি রাখিয়াছি নিজেদের অধিকার হেতু, এই ব্যাপারে আপনাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহের কোনও প্রশ্ন ওঠে না, জানিবেন।"

ধৃতং প্রেম্না

তোমাদের মধ্যে প্রায় সকলকে বর্জ্জন করিয়াই যে আমাকে আমার কাজ করিয়া যাইতে হইবে, তাহা আয়ুষ্কালের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৮৩
(২৯শে জুন, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। পত্রে লিখিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাধ্য হইয়া এমন অনেক পত্র লিখিতে হইতেছে, যে বিষয়ে পূর্ব্বে বহুবার লিখিয়াছি।

লং-প্লেয়িং গ্রামোফোণ রেকর্ডে সমবেত উপাসনার যে সুর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বড় বড় ওস্তাদ অখণ্ডদের কাহারও সুরের সহিত যদি তাহার অমিল হইয়া থাকে, তবে রেকর্ডে উচ্চারিত আমার কণ্ঠকেই তোমরা অনুসরণ করিবে। যাহাকেই শিক্ষা দিবে, এই রেকর্ড অনুযায়ীই দিবে। অতীতের ব্যক্তিগত ভুলগুলিকে জোর করিয়া কেহ চালাইতে চাহিলে তোমরা

কলহ করিও না কিন্তু নূতন নূতন শিক্ষার্থীদিগকে রেকর্ড অনুযায়ী শুদ্ধ সুর আয়ত্ত করিতে সুযোগ, উৎসাহ এবং শিক্ষা দাও। এই সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত অহমিকার কোনও স্থান নাই।

সমবেত উপাসনায় বসিয়া খুব কতকক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া লোক জড় করিবার পরে পাঠ, স্তোত্র আদি শুরু করার বিরুদ্ধে পূর্ব্বেই রায় দিয়াছি। সমবেত উপাসনাতে কতবার কোন্ ঢংয়ে হরিওঁ কীর্ত্তন হইবে, তাহা রেকর্ডেই সীমিত রহিয়াছে। তোমরা সেই বিধান, সেই সুর ও সেই সীমা লঙ্ঘন করিও না। সমবেত উপাসনা-কালে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন করিলে বা দীর্ঘকাল ধরিয়া পাঠ চালাইলে উপাসনায় সময়নিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়, ফলে হট্টগোল ভালই হয় কিন্তু আসল বস্তুগুলি হইতে উপাসক বঞ্চিত হয়। এই সব ব্যাপারে বারংবার যুক্তি দেখাইতে হইতেছে কেন? আমার একটা আদেশই কি মানিয়া নিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়?

যে কর্ম্মসূচী তৈরী করিয়াছ, তাহা সাধ্যমত নিষ্ঠার সহিত পালন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ — মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বল লাভের, স্থৈর্য্য লাভের, সর্ব্বসঙ্কট-ত্রাণের শ্রেষ্ঠ উপায় উপাসনা। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীর প্রতি একটী প্রাণীও যেন অবহেলা না করে, এই দিকে প্রতি জনে লক্ষ্য রাখিও। সপ্তাহের সাতটা দিনের মধ্যে একটা দিন চেষ্টা করিয়া নিশ্চয়ই সমবেত ভাবে উপাসনা করিবার জন্য অল্প কিছু সময় বাহির করিয়া নেওয়া সম্ভব।

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় বিনয়-নম্রতা এবং ভক্তি সহকারে যোগদান করাকে শক্তি-সংগ্রহের উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিবে। সাত দিন ধরিয়া যে ইঞ্জিনটী রেল লাইনের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত বিক্রমে এবং তীব্র বেগে কেবলই মূল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে, তাহাতে ১নং ভাল কোক-কয়লা ভরিয়া নিবারই ইহা সামিল।

সমবেত উপাসনা ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ হওয়া উচিত। বিশেষ কোনও কারণে, বা বিরাট সমারোহপূর্ণ ব্যাপারে, অনিচ্ছা সত্ত্বে একটু দেরী হইয়া গেলে তাহা অবশ্য

মার্জ্জনার দৃষ্টিতে দেখা ভাল। নতুবা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার আরম্ভটী নিশ্চয়ই ঘড়ির কাঁটায় আরম্ভ হওয়া উচিত। রেলের ট্রেণ ধরা বা কলেজের ক্লাস ধরার ন্যায় এই ব্যাপারটীতেও সকলের কঠোর সময়-নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। সময়মত সকলে আসিলে এবং কাহারও কাহারও জন্য অন্যান্যদের অপেক্ষা করিয়া দেরী বাড়াইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উপাসনা সময়মত শেষ করিবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইবে। ইহার ফলে সকলের সময়মত আগমন যেমন আনন্দময় হইবে, সকলের একই সময়ে নির্গমনও তেমন আনন্দবর্দ্ধক হইবে। অন্ন-সমস্যার এই উৎকট প্রতিযোগিতার দিনে অনেককেই অন্য প্রয়োজনীয় কাজ ফেলিয়া রাখিয়া সাপ্তাহিক উপাসনায় বসিতে হয়। সুতরাং আমার বা তোমার খেয়াল-খুশীর ইজ্জৎ রাখিতে গিয়া আরম্ভটা যদি দেরীতে হয়, তাহা হইলে পরিসমাপ্তিও ত' অনেক দেরীতে বা অসময়ে হইয়া পড়িবে। সময়-নিষ্ঠা একটা সুমহৎ গুণ, যাহা থাকিলে মানুষ প্রতিটী কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিষ্ঠা পায়। ঘড়ির কারখানার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। যে দিকে তাকান যাইবে, প্রায় প্রত্যেক লোকের হাতে একটা হাতঘড়ি ঝুলিতে দেখা যাইবে। ঘড়ির দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেও কাহারও কসুর নাই। অথচ সময় মত কাজ করিতেই যত আপত্তি, ইহা কিন্তু সত্যই বিচিত্র!

সমবেত উপাসনা-উপলক্ষ্যে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ অনির্দ্দিষ্ট কাল চলিতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট কোনও লগ্ন আসিবার প্রতীক্ষায় কোথাও অনেক আগে হইতেই কেহ অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকিলে, তাহার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। উপাসনার প্রতি মনোনিবেশ বাড়াইবার উপযোগী নির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ অনধিক পনের বিশ মিনিট কাল পাঠের পরেই "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। অখণ্ড-সংহিতার যেখানে যে-বিষয়ে যতটুকু আছে, সমাগত উপাসক-উপাসিকাদিগকে তাহার সবটুকু এই সময়েই এক বৈঠায় শুনাইয়া দিতে হইবে, এইরূপ আগ্রহ বা জেদ থাকা উচিত নহে।

তোমরা যখন হরিওঁ-কীর্ত্তনকে একটী একক অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিণত করিবে, তখন সুর, তাল, সময়সীমা প্রভৃতি সম্পর্কে তুমি প্রায় নিরঙ্কুশ। কিন্তু যখন তোমরা সমবেত উপাসনায় বসিবে, তখন যে-কোনও সময়ে, যে কোনও সুরে, যে-কোনও তালে, যে-কোনও সময়-সীমা ব্যাপিয়া হরিওঁ কীর্ত্তন করিতে পার না। শুধু কীর্ত্তন যেখানে আসরের লক্ষ্য, সেখানে তোমার অধিকার প্রায় অবাধ কিন্তু সমবেত উপাসনা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে উপাসনার আগে দিয়া তুমি কীর্ত্তন করিয়া নিতে পার না। তাহা বিশৃঙ্খলতা হইবে। এই বিশৃঙ্খলতাকে সমর্থন করিবার জন্য যাহারা যুক্তি দেয়, তাহাদের প্রধান যুক্তি হইতেছে

এই যে, করতাল-মৃদঙ্গের আওয়াজ করিয়া কীর্ত্তন করিলে চারিদিকের লোক দ্রুত ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মুসলমানেরা নমাজে আসিবার জন্য আজান দেন, সে আজান একটী মাত্র কণ্ঠে, বহু কণ্ঠে নহে। আজানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নাচেন না, বাজনা বাজান না। তবু সময়মত ভক্ত মুসলমানেরা অধিকাংশেই ওজু করিয়া আসিয়া মসজিদে ঢুকিয়া পড়েন। খ্রীষ্টানেরা একটা ঘন্টা মাত্র বাজাইতে থাকেন, ভক্তিমানেরা নিঃশব্দে আসিয়া ভজনালয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন,—বহু কণ্ঠের চীৎকার, বহু জনের নর্ত্তন-কুর্দ্দন বা বহুবিধ মাদল-মৃদঙ্গের নিনাদ প্রয়োজন হয় না। এই সকল হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কর। পনের বিশ মিনিট যে তোমরা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিলে, তাহাই তোমাদের আজান। কীর্ত্তন করিয়া লোক জমাইতে হইবে কেন? অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে যে জয়গুরু শ্রীগুরু প্রেমানন্দে ধ্বনি দাও এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে কখনো কখনো শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়া থাক, তাহা কি জানানি দিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

হৈ-চৈ, রৈ-রৈ রাজসিকতার লক্ষণ। প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি তামসিকতার লক্ষণ। অথচ এই দিকেই তোমাদের রুচি বেশী। সমবেত উপাসনার ব্যাপারে সবাই রাজসিকতা ও তামসিকতা বর্জ্জন করিয়া চলিও।

সমবেত উপাসনার প্রতি কাহারও রুচি, শ্রদ্ধা ও আগ্রহ

বৃদ্ধি হইতেছে দেখিলে আমি বড়ই খুশী হই। আমি আরও খুশী হই তখন, যখন দেখিতে পাই যে, প্রতিজনে নিজ নিজ কাজ নিরভিমান চিত্তে করিয়া যাইতেছে।

সমবেত উপাসনা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে নির্ম্মল, নিষ্কাম, নিষ্কলুষ প্রেম প্রতিষ্ঠিত করুক, সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে অন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সমত্ব-বোধ-সম্পন্ন মমত্ব-বোধ-যুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলুক, সমবেত উপাসনা ভেদবুদ্ধির নিরসন করুক। সম্প্রদায়-সৃষ্টি বা সম্প্রদায়-পুষ্টি তোমাদের লক্ষ্য নহে। সর্ব্বসম্প্রদায়কে আপন করাই তোমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকে ব্রতী হও। যে-কেহ তোমাদের সংস্পর্শে আসুক, সে-ই যেন চরিত্রের কিছুটা উন্নতি লইয়া তবে নিজ গৃহে ফিরে। তোমার সহিত তাহার সাময়িক সংস্পর্শ যেন তাহার নিজের এবং তাহার সম্প্রদায়ের কল্যাণ বর্দ্ধন করে। আমাদের সাধন যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে নিখিল জগতের কল্যাণের জন্য, এই কথাটী তোমরা তোমাদের দীক্ষা লাভের দিনই স্পষ্ট রূপে শুনিয়াছ। সুতরাং আর সংশয়কে মনে স্থান দিবে কেন? নিঃসংশয়িত হইয়া প্রতিটি কল্যাণ-কর্ম্ম কর। একে অপরকে সৎকর্ম্মে প্রণোদিত কর। একে অপরকে সৎকর্ম্মে সহযোগ দাও। একে অপরকে অসৎ-কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত কর। প্রতি জনে প্রতি জনের বন্ধু ও রক্ষক হও। ঈশ্বরে একান্ত ভাবে মনোনিবেশ

করিলে তিনি সেই বল, সেই বুদ্ধি, সেই প্রতিভা দান করেন, যাহা ভাবী কালের সুমহতী বিনষ্টিকে নিবারণ করিতে সমর্থ। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর। তাঁহাতে নির্ভর কর। নিজ পুরুষকার তাঁহার পুণ্য অভিপ্রায় পূরণে প্রয়োগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৩
(১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দ্রুত সুস্থ হও। দেহের সুস্থতা ত' চাইই, মনের সুস্থতা কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজনীয়। মনকে বৃথা উতালা হইতে দিও না। গুরুকে যাহারা ভালবাসে, তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী এবং ইন্দ্রিয়াতীত ভাবিতে অসুবিধা বোধ করে না। তাঁহাকে রাগ, বিরাগ, ইন্দ্রিয়সুখ ও দেহজ কামের উর্দ্ধে জানিয়া এই সকল ভক্তের পক্ষে উচ্ছ্বাসহীন অনুরাগ পোষণ করিতে অসুবিধা হয় না। যেখানে শিষ্য ও গুরুর মধ্যে একজন মানব এবং অপর জন মানবী, সেখানে জড় জগৎকে ভুলিয়া

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

না গেলে সত্য পথে দীর্ঘকাল চলা অতীব দুষ্কর। গুরুর সম্পর্কে থালা, ঘটি, বাটি, লেপ, তোষক, মশারি প্রভৃতির দুশ্চিন্তা আসা এক প্রকারের সংসারী জঞ্জাল। যেখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একজন মানব এবং একজন মানবী; সেখানে সমাজ-প্রচলিত সদাচারগুলি ও নিষ্ঠাগুলিকে যক্ষের মতন সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। শিষ্যের অন্তরের উচ্ছ্বাস দেখিয়া অনেক মূর্খ গুরু তাহাকে বাহবা দিয়া প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু পরিণামের জন্য অধঃপতন অর্জ্জন করে। ইহা পল্লীগ্রামের ধর্ম্মজীবনে এক কলঙ্ককর ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্তরের অন্তরে গুরুকে চিন্ময় বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করিয়া বাহিরের যাবতীয় উচ্ছ্বাসকে অন্তর্ম্মুখ করিবার চেষ্টাই এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সদুপায়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি, প্রণয় ও কাম এই আটটী পৃথক্ পৃথক্ বস্তু একের সহিত অপরে এত সাদৃশ্যপূর্ণ যে, অত্যন্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ হিসাবী ও সতর্ক ব্যক্তিদেরও চখে হঠাৎ ধূলি পড়িয়া যায়। অনুরাগ হইতে শ্রদ্ধা জন্মে, শ্রদ্ধা হইতে অনুরাগ আসে। অনুরাগ প্রবল হইলে তাহা ভালবাসায় পরিণত হয়। জান্তব চরিতার্থতার দিকে ইশারা বা ইঙ্গিত বাড়িতে থাকিলে তাহা হয় প্রণয়ে পরিণত। প্রণয়ের ভাব লজ্জাশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদিকে উত্তেজিত করিলে তাহা হয় কাম। কাম তাহার ঘনীভূততম অবস্থায় পৌছিলে চাঞ্চল্যহীন, অন্ধকার-বর্জ্জিত, সুস্পষ্ট এবং

শাশ্বত প্রেমে রূপ পায়। কাম যে পরিপাক পাইতে পাইতে প্রেম হয়, এই সত্যটার উপরে বৈষ্ণব কবি ও সাধকেরা বেশী জোর দিয়াছেন। কিন্তু অসতর্ক মানুষের প্রেম-চর্চ্চা যে অধিকাংশ সময়েই কামের কূপে ডুবিয়া অকালে বিনষ্ট হয়, এই কথাটা অনেকের খেয়ালে আসে নাই। আমি কামের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী এক দুর্দ্ধর্ষ পদাতিক। অশ্ব আমার নাই, পায়ে হাটিয়া ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করি। তাই সকলকে সাবধানে চলিতে বলি।

কুলবতী নারী স্বামীর ঘরে বাস করিয়া স্বামীকে নিজের সাধন-পথের অনুকূল করিয়া গড়িয়া নিয়া পুত্রকন্যাদের সহিত একত্র মিলিয়া দিব্য জীবন-যাপন করিবার প্রয়ত্নে নামিবে, গৃহীদের নিকটে ইহাই আমার প্রত্যাশা। তোমার বিদ্যা নাই কিন্তু প্রখর বুদ্ধি আছে। তোমার মতন মেয়েরা নিশ্চয়ই আমার প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারিবে।

তুমি এত অল্প লেখাপড়া জানিয়াও লোককে "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া তাহারই প্রভাবে এত সব উচ্চ চিন্তার অনুশীলন করিতে সমর্থ হইতেছ দেখিয়া আমার বিস্ময়েরও সীমা নাই, আনন্দেরও অন্ত নাই। বিশ্বাস কর মা, "অখণ্ড-সংহিতা" যেখানে আছে, আমি নিজেও সেখানে আমার পূর্ণ স্বরূপে বিদ্যমান। তোমার ভিতরে যে সকল দিব্য ভাব জাগিতেছে, তাহার স্ফুরণ আমিই করিয়া

দিতেছি। তজ্জন্য মনে কোনও উদ্বেগ রাখিও না। নানা বিচিত্র আস্বাদন মনে মনে করিতে থাক। বাহিরে তাহা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নাই। নিষ্ঠা-সহকারে নাম কর এবং অন্যান্য সকলকে নাম করিতে উৎসাহ দাও। নামকে পরম সম্বল জ্ঞান করিয়া একান্ত ভাবে তাহার আশ্রয় লও। স্বামীর ঘরে বাস করিয়া, স্বামীর যোগ্য সেবা করিয়া, পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করিতে করিতেও নামের গুণে সর্ব্বসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কন্যা তাহার কলেজ হোষ্টেল হইতে যে পত্র দিয়াছে, তাহা তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। আজকাল শিক্ষার গুণের সঙ্গে অশেষ দোষ কালধর্ম্মেই মিশ্রিত হইয়া থাকে। চারিদিকে যে যাহাকে দেখে, তাহাকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন উদ্ধত উক্তি করিতে যাহারা নিয়ত শোনে, তাহারা নিজেদের

অনিচ্ছাতেও উদ্ধত হইয়া পড়ে। দোষটা নির্দ্দিষ্ট একটা ব্যক্তির নহে বা নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রতিষ্ঠানের নহে, পরন্তু কালধর্ম্মের এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার অপূর্ণতার। কাহাকেও দোষ না দিয়া নিজেরা কে কতটা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের সংশোধন করিয়া নিতে পার, তার দিকে তোমাদের লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার মহাপ্রয়াণের অর্দ্ধদিবস পূর্ব্বে এক শিষ্যকে বলিতে শুনিয়াছিলেন,—"প্রভো, আপনার জন্য আমি জীবন দিতে প্রস্তুত।" যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—"নিশি ভোর হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করিবে।" যীশুর বাণী ফলিয়াছিল।

আমিও আমার অনেক শিষ্য সম্পর্কে কাছাকাছি একটা উক্তি করিয়া রাখিয়াছি। তাহা এই যে, "আমাকে তোমাদের জীবনে অপরিহার্য্য জানিয়াও তোমরা আমার বিরোধ করিবে এবং অনেক দুঃখের অনলে জ্বলিয়া একদা খাঁটি সোনা হইবে।"—আমার এই উক্তিও একেবার মিথ্যা হয় নাই। তথাপি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক লোককে শিষ্য হইতে দিতে হয়। কি জানি, মলমূত্রের গামলা ঘাটিতে ঘাটিতে যদি নিষ্কলঙ্ক কাঞ্চন সমগ্র জীবনে মাত্র একটীও পাইয়া যাই! তোমাদেরই ওখানকার দীক্ষা-মণ্ডপ হইতে একবার আমি আশি জন দীক্ষার্থীকে যষ্টির তাড়নে মণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, এই দৃশ্য তোমাদের ভুলিয়া যাওয়ার মতন নহে। ঘটনাটা অনেক দিনের পুরাতন নহে।

তোমরা নিজেরাও ত' শিষ্য হইয়াছ। তারপরে পুত্রকন্যাদিগকে দীক্ষা-মণ্ডপে প্রেরণ তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে। বরং উহাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু দীক্ষা নিয়া তোমরা নিজেরা সত্য সত্য কি পাইলে বা কি হইলে, তাহা তোমাদের পুত্রকন্যাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পার নাই। ফলে এই সকল হুজুগে কাণ্ড ঘটিতে পারিতেছে। তোমরা নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদিগকে ভালভাবে গড়িয়া নিবার দায়িত্ব দ্রুত গ্রহণ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ৩১শে জুলাইয়ের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রখানার উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া মনে ক্লেশ রাখিও না। আজকাল পত্র লিখিতে আমার চখের ক্লেশ হয়। একখানা দুখানা যাহা লিখি, আপাততঃ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে মা। পত্র পড়িতে ক্লেশ তাহা অপেক্ষা অনেক

বেশী। পাত্‌লা কালীতে, কদর্য্য হস্তাক্ষরে, ঘিজিগিজি করিয়া পত্র লিখিলে, তাহা পাঠ করিতে অত্যধিক ক্লান্তি বোধ হয়। অনেকে নাম-ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখে না বলিয়া তাহার উত্তর দেওয়া বড়ই কষ্টকর।

প্রতীক্ষায় আছ, কবে দীক্ষা নিবে। প্রতীক্ষা করা ভাল। দীক্ষার মত জিনিষ হঠাৎ নিতে নাই, হঠাৎ দিতেও নাই। আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া আমি দীক্ষার্থীকে ফেরৎ দেই না কিন্তু আগে দিতাম। আগে যে ফেরৎ দিতাম, ইহা ভাল করিতাম দীক্ষার্থী দুই চারিবার প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিত যে, আমার মত গুরুর কাছে তাহার দীক্ষা নেওয়া উচিত কিনা। দীক্ষা নিলেই ত' আর হইয়া গেল না! দীক্ষা নিয়া সাধনও করিতে হয়। সাধন করিবার সঙ্কল্প যাহার মনে জাগে নাই, তাহার পক্ষে দীক্ষা নিতে আসিয়া হুজুগের বন্যায় স্রোত বাড়াইয়া কোনও লাভ নাই। আমার শরীর যখন বা যতক্ষণ কর্ম্মক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ দীক্ষাদানের মতন পবিত্র কাজ করিতে আমার আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাবী শিষ্য-শিষ্যের মনও তৈরী হইবে, তবে ত! দীক্ষার দায়িত্ব একতরফা নহে, দোতরফা। গুরু ও শিষ্য দুই জনকেই কাজটীর জন্য আত্মপ্রস্তুতি সাধিতে হয়।

তোমার মন নানা সময়ে নানা বিষয়ে চঞ্চল ভাবে প্রধাবিত হয় বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছ। প্রধানতঃ যুগধর্ম্মেই তোমার

মন চঞ্চল হইতেছে। কতকটা বয়সের ধর্ম্মেও বটে। এই চাঞ্চল্যকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিও না। ইহা স্বাভাবিক। তবে ইহাকে শাসন করিয়া চলিবার যোগ্যতা তোমাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা কর,—"সাধিয়া প্রলোভনের কাছে যাইব না, যাচিয়া চাঞ্চল্যের হেতুতে ইন্ধন ঢালিব না, নিজে গরজ করিয়া নিজ জীবনে কোনো নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিব না, আগুন দেখিলেই পতঙ্গের মত তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িব না।" প্রতিজ্ঞা কর,—"সত্য কথা বলিতে, সৎপথে চলিতে কদাচ ভীত হইব না। নিজ চরিত্রের ও অনুশীলনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে প্রাণ-বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইব না।" প্রতিজ্ঞা কর,— "নিজেকে ইন্দ্রিয়-লালসার অধীন করিয়া হেয় হইব না, অকারণ অশান্তি, জটিলতা ও কুটিলতা হইতে নিজেকে নিয়ত রক্ষা করিয়া চলিব।"

মনের চাঞ্চল্যকে দমন করিতে হইবে। তাহার উপায় নিয়ত সৎসঙ্কল্প করা। দেহকে সুস্থ রাখিতে হইবে। তাহার উপায় দেহকে নিয়ম মানিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োগের চেষ্টা করা। দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে নিয়মের জীবন যাপন করিতে হয়, লালসা ও লোভের ব্যাপারে সংযম পালিতে চেষ্টা করিতে হয়। পিচ্ছিল পথে পা পড়িলে চেষ্টা করিয়া থামিয়া যাইতে হয় এবং প্রয়োজন-স্থলে গতি-পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। রজ্জুর উপরে নৃত্যরতা সুনিপুণা নর্ত্তকীর ন্যায়

পায়ের এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য যত্ন নিতে হয়। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে ধীরতা অবলম্বন করিতে হয়। অধীর, অস্থির চিত্তের মানুষেরা কাম বা ক্রোধ, লোভ বা মোহ, ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ, কোনোটা হইতেই নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারে না। রিপুর তাড়না হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইলে ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস একান্তই প্রয়োজন। যাহা করিলে, যাহা বলিলে, যাহা ভাবিলে, যাহা পাঠ করিলে যাহাদের সৎসংসর্গ করিলে অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগে এবং দৃঢ় হয়, তাহাই বলিবে, ভাবিবে, পাঠ করিবে, তাহাদেরই সঙ্গ করিবে। সৎসংসর্গ এই পৃথিবীতে সুদুর্লভ এক শান্তির নীড়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হিতাহিত-বুদ্ধি হারাইয়া অবিবেকীর ন্যায় ভ্রান্ত আচরণ করিলেও তোমার প্রতি আমার ক্ষমা দিগন্ত প্রসারিত জানিও। আমি রাগ করি নাই। বরং তোমার পত্র পাইয়া হাসিলাম।

তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র কেন জলে ডুবিয়া মরিল, সেই অভিমানে তুমি ঠাকুরঘরের বেদী হইতে ওঙ্কারবিগ্রহ তুলিয়া আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। বেশ কাজ করিয়াছ। তোমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, ওঙ্কার-ব্রহ্মই প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা বিধাতা, অথচ তিনি তোমার ভাইপোকে ইচ্ছা করিয়াই রক্ষা করিলেন না। ইহা তাঁহার অন্যায়। সুতরাং তাঁহাকে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিয়াছ। বেশ করিয়াছ। কেহ যদি তাহার কর্ত্তব্য পালন না করে, তবে তাহাকে শাসন করাই ত' ভাল।

কিন্তু হঠাৎ তোমার মাতৃদেবীও মারা গেলেন। তিনি আবার বিচিত্র কাণ্ড করিয়া তবে ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। মরিলেন আত্মহত্যা করিয়া। এবার ঘরে ওঙ্কার-বিগ্রহ ছিলেন না। সুতরাং তোমার মাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁহার নহে। এবার দোষ কাহাকে দিবে এবং মনের ঝাল কাহার উপরে মিটাইবে, বলত? তোমার মনের এখনকার অবস্থাটী ভাবিয়া আমার হাসি পাইতেছে না,—পাইতেছে কান্না! তোমার ঘরে কোনও স্থানে আমার কোনও প্রতিচিত্র নাই। থাকিলে, তাহা আনিয়া ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে পারিতে। অনেক ছেলে-মেয়েরাই পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলে বছর বছর আমার দুই চারিখানা প্রতিচিত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। যেই প্রতিচিত্রকে আমি কখনও সাধিয়া তুলি নাই বা প্রচার করি নাই, তাহাই একদা ব্রিটিশ ভারতে পুলিশের অত্যাচারের লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল।

যতবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হইয়াছি, ততবারই পুলিশের প্রবীণ কর্ম্মচারীরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহাদের গৃহে রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহে তাঁহারা খানাতল্লাস করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদেরই বাড়ীতে ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ আর বিবেকাননন্দের ফটোর সহিত আমারও একখানা করিয়া ছবি অবশ্যই কেন পাওয়া যায় ভাগ্যে পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দ তখন পার্থিব দেহে ছিলেন না। থাকিলে পুলিশের শকুনি আর গৃধিনীর দল তাঁহাকে কি জানি উৎপীড়নই করিত।

সেই সময় অবধিই আমার ফটোর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে কিছুদিন পর পর বেশ ভাল রকম ধলাই-মলাই খাইয়া লওয়া। সুতরাং মাতৃশোকে আত্মহারা তুমি নিশ্চয়ই আমার ফটোখানা এই অভিমানে চূর্ণ করিতে পারিতে যে, আমাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি ব্রহ্মমন্ত্র ওঙ্কারে দীক্ষা নিয়াছিলে, অথচ তোমার মা মরিয়া গেলেন। আমি আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলাম না। এই সুখশ্রাব্য সংবাদটুকু শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, তুমি এতটা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অনুতপ্ত হইয়াছ।

সুখের বিষয় এই যে, তুমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছ। ভুল যখন ধরিতে পারিয়াছ, তখনই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। আর দুশ্চিন্তা করিও না। দুঃখ করিতে করিতে পাগল হইও না।

আমার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ভীতির ধর্ম্ম নহে। ভয় দেখাইয়া আমি ধর্ম্মপ্রচার করি না। আমার কথা না শুনিলে নরক হইবে, এই ভয় আমি কাহাকেও দেখাই না। আমাকে পূজা না করিলে নানা বিঘ্ন ঘটিবে, এসব অভিসম্পাত আমি কাহাকেও করি না। এই দেশে অনেক দেবতারই পূজা ত' নিছক্ ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারাই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীতলা, শনি, মনসা কি প্রেমের আকর্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন? অমুক মহাপুরুষের নাম প্রচার করিয়া দশটী পরিচিত লোককে দশখানা কার্ড ডাকে দিলে তোমার লটারির টিকিটে জয় হইবে, তুমি বড় চাকুরী পাইবে, আর না করিলে তুমি মামলায় হারিবে, তোমার পুত্রকন্যার মৃত্যু হইবে, তোমাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে,—ইত্যাদি প্রলোভন ও ভীতি প্রচারের দ্বারাও ত' কত মহাপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিবার হাস্যকর অপচেষ্টা হইতেছে। এইগুলি সত্যই মিথ্যার সহিত মিতালী। ধর্ম্মের ব্যাপারে মিথ্যার সহিত আপোষ আমার নাই। ধর্ম্ম চিরকাল অভয়প্রদ, ভয় দেখানোর প্রয়োজন সেখানে পড়ে না। জগতে অনেক দেবতা লোভ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যথা, মড়ক নিবারিত হইবে, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইবে, চিরযৌবন পাইবে। এরূপ লোভজ, ভয়জ, কামজ কারবার আমার কাম্য নহে। তাই আমার কাছে অপরাধের শাস্তি নাই, আছে ক্ষমা। তীক্ষ্ণ তিরস্কার দিয়া তোমাকে দুঃখদান আমার পক্ষে সম্ভব

নহে। ভুল করিয়াছ এবং ভুল ধরিতেও পারিয়াছ। সুতরাং তোমার স্বাধীন রুচির উপরে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

সত্য বস্তুকে হাতুড়ি পিটাইয়াও চূর্ণ করা যায় না। ওঙ্কার-উপাসনা ভারতের প্রাচীনতম গৌরব। ইহার চাইতে প্রাচীনতর কোনও সাধনা অতীতে কোথাও আবিস্কৃত হয় নাই। ওঙ্কার-সাধনা ভারতের শাশ্বত সনাতন সাধনা। সুতরাং এই সাধনাকে আধুনিকতমও বলিতে পার। ইহার চাইতে আধুনিকতর অন্য কোনও সাধনার আবিস্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই ইহা নবযুগে নবীন তাৎপর্য্য বহন করিয়া আমার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। আমি মনগড়া কল্পনার আলেয়াকে অনুসরণ করিতেছি না। আমি সত্যই জানিয়াছি, বুঝিয়াছি, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি এবং তাই দুঃসাহস সহকারে প্রচার করিতেছি যে, একদা আমার স্মৃতি ধরিত্রী-বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে কিন্তু ওঙ্কার-সাধনা নিত্য-বিরাজমান রহিবে। একথা দেশে কিছু কিছু চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে কিছু সুবিদগ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও আছেন। তাঁহারা মনে করেন, আমি ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে আসি নাই, রক্ষা করিতেই আসিয়াছি। এই প্রসঙ্গে একটী স্পষ্ট কথা বলিতে চাহি যে, ধর্ম্মকে বিনাশ করা বা রক্ষা করার ক্ষমতা আমার কিছুই নাই, যাঁহার হাতে রক্ষা করার ভার, তিনিই নিজ গরজে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম নিজের বলেই রক্ষিত হইবেন।

অবশ্য একদল সনাতনী সজ্জন সদাচার ও সচ্চিন্তা প্রচার

অপেক্ষা আমার মতন তুচ্ছ ব্যক্তির মূর্খতা এবং বর্ব্বরতা প্রতিপাদিত করিবার জন্য যথেষ্ট বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহাদের প্রচারণার ফলে তোমাদের ন্যায় দোলাচল-চিত্ত চঞ্চল ব্যক্তিরা একবার আসিয়া আমার দীক্ষা-মণ্ডপে ভীড় জমাইয়া প্রণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছ, আবার পরক্ষণেই ওঙ্কার বিগ্রহ রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতেছ। তোমাদের এই বিসদৃশ আচরণের ফলে তোমরাই ধিক্কৃত হইতেছ, ওঙ্কার-বিগ্রহ কিন্তু চিরকালের জন্য অটল হইয়াই রহিবেন। ঝাঁটাই মার আর লাঠিই গুতাও, জনমানস হইতে তিনি আর দূরে সরিবেন না। তাঁহাকে সহস্র গোবধ করিয়া রক্তে স্নান করাইলেও তাঁহার অকাট্য পবিত্রতা কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবার সাধনা আমি দিয়াছি। এই সাধনা নির্ভুল। এই পথনির্দ্দেশ নিষ্কলঙ্ক। এই পন্থা-প্রদর্শন বিদ্বেষ-বর্জ্জিত ও প্রেমাভিষিক্ত। তোমরা যদি কাজ না কর, তবে প্রণবমন্ত্রের দোষ কি? জাতি-ব্রাহ্মণের ছেলেরা স্বাধিকার বলে গায়ত্রীও পায়, প্রণবমন্ত্র পায় কিন্তু সাধন করে না, তাহারা চিরজীবন শূদ্রই রহিয়া যায়। তোমরা শূদ্রের ঘরে জন্মিয়াছ বলিয়া শূদ্র হইয়াছ রহিবে; উহারা জন্মগত অধিকার সদ্ব্যবহারে আনিল না বলিয়া শূদ্র রহিয়া গেল। ভারতবর্ষ শূদ্রের এক মহাদেশ হইল বা মহাশূদ্রের এক দেশ হইল। ভারতবর্ষের ভাগ্যে এত

কলঙ্ক যে ছিল, একথা কি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র কখনও জানিতেন? একথা কি ভরদ্বাজ শাণ্ডিল্য কদাচ কল্পনা করিয়া- ছিলেন? কুকুর বলিল,—"হে অশ্ব, আমি ত' জাবর খাইব না, তোমাকেও খাইতে দিব না, তাই ঘেউ ঘেউ করিব।" ঈশপের গল্পের এই কাহিনীটি স্মরণ কর। ব্রাহ্মণের এত অধঃপতন হইবে, এ কথা কেহ স্বপ্নেও ত' ভাবে নাই। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের হত্যারুদ্র নিষ্করুণ মূর্ত্তি নিতে পারেন, তবে শূদ্র তাহার শূদ্র-স্বভাব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের তপস্যা গ্রহণ করিলে দোষ কি? কবীর সাহেবের দোহা আছে—'বাহমন টাহমন মুরখ ভঁয়ে শূদ্র পঢ়ে গীতা।' ব্রাহ্মণেরা মূর্খ হইয়া রহিল, শূদ্রেরা গীতা পড়িল,—ইহা এক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। ব্রাহ্মণেরা যদি মূর্খ থাকেন অর্থাৎ ওঙ্কার-মন্ত্রের সাধনা না করেন, তবে উহা তাঁহাদের মনখুশি ব্যাপার। কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? কিন্তু শূদ্র গীতা পড়িলে অর্থাৎ ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করিলে তাঁহাদের এত গায়ে লাগে কেন? এই মন্ত্রের কোনও মর্য্যাদা ইঁহারা নিজ নিজ সাধন-জীবনে দিবেন না কিন্তু অন্যেরা এই মন্ত্র জপে বসিলেই অভিসম্পাত করিবেন, ভয় দেখাইবেন, বলিবেন অনন্ত নরক হইবে, গুরুসহ সদলে কুম্ভীপাকে আর রৌরবে জ্বলিবে বা পচিবে। ভীতি মানুষের একটা আদিম বৃত্তি। সুতরাং ভয় দেখাইয়া কিছু লোককে ঘাবড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

কিন্তু মানুষ কেবল ভয় আর কামেরই অধীন নহে। মানুষ যুক্তিও মানে। ওঙ্কার শাশ্বত মন্ত্র, অতএব তোমার শাশ্বত অস্তিত্ব এই মন্ত্রকে চিরকাল চাহিবেই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৩

(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার খামে অন্যান্য যাহাদের নামীয় পত্র দিলাম তাহাদের পত্রগুলি একবার নিজে পাঠ করিয়া তারপরে যথাপাত্রে দিবে। উদ্দেশ্য, উহাদের সহিত তোমার ভাবের আদান-প্রদান হউক। মণ্ডলীর সভ্য, সদস্য, পৃষ্ঠপোষক বা পদাধিকারী যাহারা নহে, তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতপূর্ণ ভাবের আদান-প্রদান হিতকর। একটী মানুষের কাছে আমার একখানা পত্র বিলাইতেছ, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, আমাকেই যেন সশরীরে তাহার গৃহে পৌছাইয়া দিতেছ। আমি ত' ঘরে ঘরে যাইতে চাহি, জনে জনে আত্মীয়তা স্থাপন

করিতে চাহি। বর্জ্জন-নীতি আমার নাই, আমি আপাদমস্তক গ্রহণ-নীতির সমাদরকারী। তোমরা অখণ্ডেরাও পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক, ইহা আমি চাহি না। মণ্ডলীতে সম্প্রতি যে-সকল ওলট-পালট হইয়াছে, তাহাতে তোমার ব্যক্তিগত ভাবে যদি ক্ষুব্ধ হইবার কারণও ঘটিয়া থাকে, তবে সেই সকল অপ্রীতিকর চিন্তা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেল এবং নূতন উদ্যমে নূতন উৎসাহে প্রিয়াপ্রিয় সকলের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার কর। চরিত্র-আন্দোলনটিকে যেভাবে আরম্ভ করিয়াছিলে, তার শতগুণ সাফল্যের সহিত পরিণতির দিকে নিয়া যাইবার চেষ্টায় অবহিত হও। ব্যক্তিগত মান-সম্মান, গোষ্ঠীগত জেদ ও দাবী প্রভৃতির সকল বালাই পরিহার করিয়া এমন ভাবে চলিতে চেষ্টা কর, যেন সবাই বুঝিতে পারে যে, অতীতের কটু স্মৃতি তোমার এক কণাও নাই, অপ্রীতিকর বিষয়-সমূহ তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সেই ক্ষেত্রে সত্যই মহত্তম সদ্‌গুণ, যেই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণের দাবী সত্য সত্যই স্ফুটনোন্মুখ। ভবিষ্যতের দিকে তাকাও এবং যে যতটা পার উদার-দৃষ্টি হও।

তোমাদের হাতে অনেক কাজ। আমার মুখে অনেক কথা। সারা জীবন কথা কহিলাম বলিয়াই কাজ কিছু করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইহা হইতে তোমরা দৃষ্টান্ত আহরণ কর। অর্থাৎ, তোমাদিগকে কথা কমাইতে হইবে এবং কাজের পরিমাণ

বাড়াইতে হইবে। সম্প্রতি কোনও একটা জিলায় দেড়শতাধিক-তম প্রতিনিধি-সম্মেলন হইতেছে। তাহাদের লিখিয়াছি,—প্রত্যেক সম্মেলনে কথা ত' প্রচুর হইতেছে। এক দেড় শত অধিবেশনে বহু রামায়ণ, বহু মহাভারত, বহু পুরাণগ্রন্থ, বহু ভাগবতকে টেক্কা দিয়া তোমরা কথা কহিয়াছ, প্রতিবাদ করিয়াছ, সিদ্ধান্ত নিয়াছ, কিন্তু কাজ কতটুকু হইয়াছে, ভাবিয়াছ কি?" যাহা সত্য সত্য প্রয়োজন, তাহার নাম কাজ। যাহার প্রয়োজন কিছু থাকিলেও তাহার পরিমাণ অল্প, তাহা হইতেছে কথা। তোমাদের সম্মেলনগুলির কার্য্য-বিবরণীতে যদি বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী ভরিয়া যায়, আসল কাজের স্থান কোথায় হইবে? কথা কমাও, কাজ বাড়াও। যত পার কাজ বাড়াও, যত পার কথা কমাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা
২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বিস্মিত হই নাই। আজকাল এমন পত্র মাঝে মাঝে পাই। লেখক বা লেখিকাদের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই কিন্তু কল্পনাতীত ভাবে আমার সহিত পরিচিত হইয়াছে। কেহ আমাকে দেখিয়াছে স্বপ্নে, কেহ আমার সম্পর্কে অর্থাৎ আমার কাজকর্ম্ম সম্পর্কে শুনিয়াছে লোকমুখে, কেহ কেহ না জানিয়া না শুনিয়া হঠাৎ ঝোঁকের বশে চলিতে চলিতে নিজের জীবন-পথে আমাকে সাথী-রূপে পাইয়াছে ভাবিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছে। ইহাদের বিবৃত ইতিবৃত্তকে আমি পূর্ব্বে কল্পিত বা ভ্রান্ত বলিয়া ধারণা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, এগুলি মিথ্যা নহে, অলীক নহে, ভ্রান্ত নহে। কাহারও কাহারও সূক্ষ্মানুভূতির শক্তি বা দূরদর্শনের ক্ষমতা সহসা স্ফুরিত হওয়াতে তাহারা এমন ভাবে আমাকে দেখিয়াছে বা পাইযাছে, যেমন ভাবে আমাকে দেখা বা পাওয়া হয়ত অনেক চিরপরিচিতের পক্ষের সম্ভব নহে। এসব ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনও অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া-বিক্রিয়া নাই, কারণ আমি অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন নহি। আমি অত্যন্ত সাধারণ একটী নগণ্য মানুষ, যে অপর নগণ্যকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া মনে মনে সর্ব্বদা সম্মান করে।

তোমরা আমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ, ইহা ত'

সুখের কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে আমার শরীর ভ্রমণ-যোগ্য নহে। নিদারুণ বৈষয়িক প্রয়োজনে যে মাঝে মাঝে কলিকাতা, পুপুন্কী ও বারাণসী যাতায়াত করি, তাহা না করিলে সংঘ বা সংগঠন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই করিতে হইতেছে। নতুবা, স্বাস্থ্য- পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনের দিক হইতে তাকাইতে গেলে এই অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণগুলিও এখন বৎসরেক কাল বন্ধ থাকা উচিত। তাই, কবে সশরীরে তোমাদের অঞ্চলে আসিতে পারিব, এখন তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না। প্রতীক্ষা কর এবং যে কাজ যে ভাবে করিয়া যাইতেছ, ভক্তি-সহকারে এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক সে কাজ দৃঢ়তার সহিত চালাইয়াই যাও। বেশ কয়েকজনে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালনের সৎসংকল্প গ্রহণ করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত খুশী হইলাম। ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড। আমার সন্তানদের ব্রহ্মচর্য্য সহজে সিদ্ধ হয়, অন্তরে এই বিশ্বাসটী অটুট রাখ এবং যে যতটা পার, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাও। ওঁকার-বিগ্রহই ঈশ্বর-ভজনের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ, ওঁকার-মন্ত্রই ঈশ্বর-সাধনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, এই বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে ওঁকার-মন্ত্র জপের পূণ্য অধিকার প্রদান করিতেছি। নির্ভয়ে জপ কর। যদি 'অখণ্ড-সংহিতা' সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে উহার নিয়মিত পাঠকে শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায় বলিয়া জ্ঞান করিও। অখণ্ড-সংহিতাতে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেজাল

নাই, সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকদের হিতপ্রদ প্রসঙ্গগুলি ইহাতে উপস্থাপিত রহিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪
২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাকে যখন দারুণ ভাবে চেন, তখন অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার শাশ্বত সন্তান-রূপে গ্রহণ করিলাম। এখন হইতে যতবার তোমরা আমাকে স্মরণ করিবে, আমার পিতৃত্বের গুণে তোমরা প্রত্যেকে আমার তেজ, বল, শক্তি, সামর্থ্য ও তপস্যার উত্তরাধিকারী হইবে। আমার প্রতিচিত্র একখানা যখন পাইয়াছ, তখন উহাকেই আমার প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লও এবং নিজেদের কাজ করিয়া যাও। আমার ফটো লইয়া মানুষ তার সামনে বসিয়া ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া, শঙ্খ-ঘন্টাদি বাজাইয়া, আরতি করিয়া কলরোলে ও কোলাহলে পাড়া মাৎ করিয়া ফেলুক, ইহা আমি কখনও চাহি না। এমনকি, আমি আমার

ফটো প্রকাশের বা প্রচারের একান্ত বিরোধী ছিলাম। হজরৎ মহম্মদের কোনও ফটো নাই বলিয়া মুসলমানদের ধর্ম্ম-চর্চ্চার কোনও অসুবিধা ঘটে নাই। আমাদেরও তাহাই হইতে পারিত। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের যে শৈলী মুসলমানেরা গ্রহণ করিয়াছেন আমাদের পক্ষে তাহাতে অসুবিধা আছে। কারণ, আমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন এবং মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে দেখিয়া যাঁহারা পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত নহেন, এই শ্রদ্ধাটুকু আমরা রাখি। ইহা ভারতীয় জীবনের প্রথাগত সংস্কার। সুতরাং কেহ আমার ফটো ঘরে রাখিলে দণ্ডার্হ হইবে, এইরূপ ধারণা আমাদের নাই। ফলে আমার ফটোর প্রচার, প্রসার প্রতিরোধ করিতে যাইয়াও বারংবার বিফলকাম হইয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার একখানা ফটো সমক্ষে রাখিয়া, আমার সহিত অপরিচয় সত্ত্বেও কিশোর-কিশোরীরা, যুবক-যুবতীরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ওঁকার-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে এবং আমার সন্তানত্বের দাবীতে সংযম-ব্রত শুরু করিতেছে, তখন সকল ক্ষেত্রেই ইহাকে নির্ব্বিচারে একটা হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই। সুতরাং তোমরা জীবনের উন্নতি-সাধন-কল্পে আমার প্রতিচিত্রকে একটা আলম্বন করিয়াছ দেখিয়া আমি রুষ্ট হইতে পারিতেছি না।

তরুণ কিশোর এবং যুবকদিগকে আড্ডা মারার পথ হইতে টানিয়া আনিয়া জীবহিতকর্ম্মের যোগ্য হইবার জন্য আত্মগঠন করিতে উৎসাহী কর। ইহারা সকলেই আমার সন্তান। একজনকেও আমি বর্জ্জন করিতে পারি না। ইহারা সকলেই আমার অন্তরের অন্তর, আপনার আপন। যে চেষ্টা করিবে, সে-ই যেন সফলতা অর্জ্জন করে, এই আশীর্ব্বাদ আমি করি। কুমারী মেয়েদিগকে "কুমারীর পবিত্রতা" বারংবার পড়াও। নারী জাতির প্রতি আমার দৃষ্টি অতীব শুচি, অতীব শুদ্ধ, অতীব স্বচ্ছ এবং অতীব উদার। একটী কুমারীর কর্ণকেও আমার উপদেশগুলি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিও না। কুমারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া যে কথা এই দেশে সাহস করিয়া কখনও কেহ বলে নাই, আমি তেমন সব কথা ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগকে শুনাইয়াছি। দেশের সর্ব্বস্থান হইতে কুমারীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, বৎসরের পর বৎসর কেবল চিঠি লিখিয়াছি। নিজের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করি নাই। স্বাক্ষর করিয়াছি— "তোমার পাগলা ছেলে।" লিখিয়াছি,—"পবিত্র হও, পবিত্র থাক, পবিত্র কর। শুচি হও, শুচি থাক, শুচি কর। নিষ্কলঙ্ক হও, নিষ্কলঙ্ক থাক, নিষ্কলঙ্ক কর।" তাহাদিগকে আত্মগঠন করিতেও বলিয়াছি, অপরকে সুগঠিত হইবার সাহায্যে করিতেও বলিয়াছি। পরিচিত ক্ষেত্র ব্যতীত সধবা এবং বিধবাদিগকে পত্র লিখি নাই। আমার

তখন অনুলিপি রাখিবার প্রথা ছিল না, সাধ্যও ছিল না। কুমারীদের নিকট লিখিত সব পত্রের নকল রাখিলে তাহা আজ পাঁয় ছয় হাজার পৃষ্ঠার ছাপান একটা বিরাট গ্রন্থ হইতে পারিত।

আমি কুমারীদের জন্য লেখনীর দ্বারা যে শ্রম করিয়াছি, তাহা বৃথা হইয়াছে মনে করি না। কারণ তখন যাহা লিখিয়াছি, তাহারই দুই চারিটি ছিটাফোঁটা পড়িয়াই তো মা তুমি বিদ্যুন্ময়ী এক নব-চেতনার উদ্বুদ্ধ হইয়াছ।

তুমি তোমার ভ্রাতাকে দিয়া কিশোরদের ভিতর কাজ করাও। তুমি নিজে কিশোরীদের ভিতর কাজ করিতে থাক। তুমি কিশোরী কর্ম্মী সুতরাং তোমাকে কিশোরীদের মধ্যেই কাজ করিতে হইবে,—অকারণে কিশোরদের মধ্যে দিয়া ঝাঁপঝাঁপি করিও না। যদিও তুমি শুদ্ধ, অনাঘ্রাত, নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ, তথাপি লোকে যাহাতে নিন্দা করিবার সুযোগ পাইবে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তা করিও না। মিথ্যা নিন্দা মিথ্যাই এবং নিন্দকেরা নিন্দার সুযোগ কখনও ছাড়িবে না। তুমি নিষ্পাপ হইলেও, মিথ্যা প্রচার নিন্দককে সুযোগ কেন দিবে? চারিদিকে নিন্দা ছড়াইতে থাকিলে বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে দৃঢ়চেতা সৎলোকেরাও সহজে কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না। নানাস্থানে অখণ্ডমণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড-মহিলা-সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে; স্থানে স্থানে অখণ্ড-সেবা-দলের সঙ্গে সঙ্গে

অখণ্ড-সেবিকা-দলও গঠিত হইতেছে। নীতিভ্রষ্টতার অপবাদ যাহাতে আমাদের না আসিতে পারে, তাহা করা প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ গুরুধাম, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা-৫৪

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সশরীরে আমাকে দেখ নাই বলিয়া আফ্‌শোসের কিছু নাই। যতদিন সশরীরে আমাকে না দেখ, ততদিন আমার ফটোখানা দিয়াই কাজ চালাও। আমাকে দেখিয়া প্রেরণা পাইবে, ইহাই তো আমাকে দিয়া প্রয়োজন। সেই প্রেরণা আমার প্রতিচিত্র দেখিয়াও পাইতে পার।

আমার সমগ্র জীবনের প্রচারিত বিষয়,—"চরিত্রবান্ হও, স্বাবলম্বী হও, আত্মগঠন কর, সর্ব্বজীবহিতকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করিবার যোগ্য হও।"

এই কথাগুলি আমি ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া বলিয়া

আসিতেছি। কণ্ঠ এখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তবুও ইহা আমি বলিতেছি। লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরীকে ইহা আমি শুনাইতেছি।

আমার ফটোর মধ্যে আমি আছি,—স্থূলভাবে নয়, সূক্ষ্ম-ভাবে আমার মন্ত্রের ভিতর আমি আছি, আমার উপদেশের ভিতর আমি আছি। যে আমার উপদেশ পালন করে, আমি তাহার ভিতরও আছি।

আমি যাঁহার উপাসনা করি, আমি তাঁহার ভিতর আছি। তুমি আছ ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, আমি আছি ইহাও তেমন ধ্রুব সত্য আমি তোমার জন্য আছি, আমার জন্য আছি, সমস্ত জীবকুলের জন্য আমি, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি অণুপরমাণুর জন্য আছি এবং ব্যক্তাব্যক্ত পরমেশ্বরের জন্য আছি। তিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, আর আমাকে বাদ দিয়া তিনিও সম্পূর্ণ নহেন।

আমার ফটোর মধ্যে আমি আছি। তুমি প্রাণঢালা বিশ্বাস দিতে পারিলে ফটোখানা সজীব হইবে।

আমার ফটোর সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা কর,—"ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।"

আমার ফটোর সমক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা কর,—"সৎ জীবন-যাপন করিব।"

ইহাতেই আমার সান্নিধ্য-লাভের ফল পাইবে। আমি নিয়ত

তোমাদের সঙ্গে আছি, একথা বিশ্বাস করিও।—নূতন কুসংস্কার সৃষ্টি করিতেছি না। তোমার চিরপোষিত সংস্কারের মধ্য দিয়া তোমাকে বিশ্বহিতকল্পে আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

বারাণসী

২রা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৮৩

(১৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল বারাণসীতে পৌছিয়াছি। গয়ার পরে ডুন-এক্স্প্রেস পাটনা জংশান দিয়া ঘুরিয়া মোগলসরাই আসিবে বলিয়া শুনিয়াছিলাম পরশু রাত নয়টায় হাওড়া ষ্টেশানে। কিন্তু গয়া আসিয়া শুনিলাম যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সব কয়টা গ্র্যাণ্ড-কর্ডের গাড়ী পাটনা ঘুরিয়াই গিয়াছে কিন্তু দেরাদুন এক্স্প্রেস সোজা পথেই যাইবে। তাহাই সে গেল। কিন্তু কি দৃশ্য দেখিলাম? দুই দিকে দুই মহাসাগর, ঝটিকাক্ষুব্ধ বাতাসের চাপে দিকে দিকে তরঙ্গ খেলিতেছে, শত সহস্র ঘরবাড়ি জলে মগ্ন, মানুষ-জন কোথা হইতে কোথায় পালাইয়াছে ঠিক নাই, দুই একটী বাড়ীর ছাদে

দুই একটী মানুষকে কদাচিৎ দেখা গেল। দেখা গেল, মরা গরু ভাসিয়া চলিয়াছে জলের স্রোতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে। ট্রেনখানা শম্বুকগতিতে চলিল, বেলা এগারটায় বারাণসী না পৌছিয়া পৌছিলাম বিকাল চারিটায়। শুনিলাম, পাটনা জংশান হইয়া বারাণসী বা মোগলসরাই আসিবার জন্য যে ট্রেনগুলি গয়া হইতে পথ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারা সবাই পাটনার কাছেই আটক পড়িয়া আছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেহ মোগলসরাইও আসিতে পারে নাই।

শরীর যে ক্লান্ত, ইহা ত' বুঝিতেছ। তবু পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, তোমার পত্রের বিষয় বড়ই গুরুতর।

এইযুগে পুরুষকে বাদ দিয়া নারীর এবং নারীকে বাদ দিয়া পুরুষের চলিতে পারে না। ট্রেণে, প্লেইনে, ট্রামে, ষ্টীমারে, বাসে, শেয়ারের মটরে, রিকশায়, নৌকায়, স্কুলে, কলেজে, আদালতে, চাকুরীস্থলে, জনসভায়, শোভাযাত্রায়, নাটক বা সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে প্রভৃতি হাজার জায়গায় কখনো একটী মেয়েকে অনেক পুরুষের মধ্যে এবং কখনো বা একটী পুরুষকে অনেক মেয়েদের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া স্বল্প কাল বা দীর্ঘকাল একত্র থাকিতে হইতেই পারে। এইরূপ অবস্থা বর্জ্জন করিয়া চলা খুবই শক্ত। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় মধ্য দিয়া নৈকট্য ঘটিয়া অনেকের জীবনে অনর্থের সঞ্চার হইতে পারে। এস্থলে কর্ত্তব্য কি?

এই জিজ্ঞাসা কেবল একা তোমার নয়। আরও বহুজনের। তাই কলম ধরিতে হইয়াছে।

সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ঘনিষ্ঠতা যেখানে ঘটে, সেটা হইতেছে, সঙ্ঘ, সমিতি, দল বা প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যনির্ব্বাহের প্রয়োজনে আহুত পরামর্শ-সভাগুলিতে বা গৃহীত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্যক্রম অনুসরণ করিবার কালে সহকর্ম্মী ও সহকর্ম্মিনীদের মধ্যে নিত্য বা বারংবার ঘন ঘন মিলিত হইবার অবকাশগুলিতে। সমলক্ষ্যতা অনেক সময়ে মনের মিলও আনিয়া দেয়, যাহার ফলে পারস্পরিক যে স্বাভাবিক ব্যবধান-বোধ দুইটী প্রাণকে সর্ব্বদা একটু দূরে দূরে রাখিয়া চলিত, তাহার অবলোপ ঘটে। তখন "আপনি" সম্বোধনটী "তুমি"তে পরিণত হয়, কোনও জ্যেঠামিতে অভ্যস্ত গুণ্ডা ছেলের মুখের "তুমি" দেখিতে না দেখিতে "তুই" হইয়া যায়। ভদ্রতাজ্ঞানসুলভ নম্রতাকে তখন বশ্যতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং অসতর্ক মুহূর্ত্তে আক্রমণকারীর আচরণ সামাজিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলে। তারপরেই হয়ত একটা অট্টহাস্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে উপদেশ,—"সাবধান, কাউকে ব'লো না যেন।" ব্যস্।

বিপদটা শুধু এক জনের দিক হইতেই আসিবে, তার স্থিরতা নাই। দুই দিক হইতেই আসিতে পারে। সবল জন আক্রান্ত হইল এবং দুর্ব্বলেরই জয় হইল এরূপ ঘটনাও বিরল নহে।

কদাচ অপরাধী ব্যক্তির উপরে নিরীহ নিষ্পাপ ব্যক্তিটি গর্জ্জিয়া উঠিল এবং তাহার সংস্পর্শ চিরতরে পরিহার করিল। এরূপ ঘটনাও ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই নাটক যবনিকার বাহিরে প্রচারিত হয় না বলিয়া প্রতীকারের কথা কেহ ভাবিতে পারে না।

এগুলি ত' হইল হিংস্রতার নির্লজ্জ প্রকাশ। উভয় পক্ষের কেহই কিছু জানিল না, অথচ কামদেব তাহার ফুলধনুতে অতীব সঙ্গোপনে শর-সন্ধান করিতে থাকিলেন এবং তুচ্ছ তুচ্ছ আচরণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া মৃদু মৃদু আঘাত হানিতে লাগিলেন এবং প্রবল ঝটিকাকারে আত্ম-প্রকাশ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহা মৃদুতম মলয়-হিল্লোল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল,—এরূপ ঘটনা অজস্র।

তোমার তাহাই চলিতেছে। তবে আশার কথা এই যে, তুমি টের পাইয়া গিয়াছ। সুতরাং সাবধান হইবার উপায় আছে।

হিতলাল নামে একটী ব্যক্তিকে তাহার মনোমোহন-কৈশোরে আমি দেখিয়াছিলাম। একদা সন্ধ্যাকালে সে তাহার পড়ার ডেস্কের উপরে ছোট্ট একখানা স্লিপ দেখিতে পাইল। লেখা আছে,—"রাত্রে দুয়ার খোলা রাখিও। আমি আসিব।" হিতলালের কর্ত্তব্য স্থির করিতে দেরী হইল না। সে সময়-মত নৈশ আহার সারিল, আহারের পরেও ঘণ্টা দেড়েক পড়াশুনা করিল এবং নিজের দরজা খোলা রাখিয়াই পাটা ভেজাইয়া

দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাহিরে চলিয়া গেল। সারারাত্রি সে মাইল খানিক দূরবর্ত্তী শ্মশানে বসিয়া কাল কাটাইল এবং সূর্য্যোদয়ে নদীর জলে স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিল। প্রেমপ্রার্থিনী সুযোগ-মত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঘরে ছিলে না কেন?" হাসিয়া হিতলাল বলিল,—"যাহা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে, তাহা ত' ঠিকই করিয়া রাখিযাছি। আমি ঘর খোলা রাখিয়াছি।" প্রেমার্থিনী বলিল,—"তুমি ঘরে ছিলে না কেন;" হিতলাল হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। বলিল,—"আমাকে ঘরে থাকিতে ত' আর অনুরোধ কর নাই।"

প্রগল্‌ভা কিশোরী বুঝিল, এই ঘাড় মটকান যাইবে না। সুতরাং হিতলালের পিছন ছাড়িল।

এই ঘটনা হইতে কিছু ইঙ্গিত পাও কি?

তবে, তোমার সমস্যা আরও জটিল। প্রতিদিন তোমার টেবিলে হয় গোলাপ ফুলের গুচ্ছ, নয় বেলফুলের মালা কে রাখিয়া যায়, তাহা তুমি ধরিতে পারিতেছ না কিন্তু অনুমান করিতে যেন পারিতেছ। মন যখন সশঙ্ক হইয়াছে তখন তোমাকে বর্ম্ম পরিধান করিতেই হইবে। নিজের বাহ্য ব্যবহার কোনও রমণীর প্রতিই, সে কিশোরী হউক, যুবতী হউক, প্রৌঢ়া হউক, বৃদ্ধা হউক, সে কুমারী হউক, সধবা হউক, বিধবা হউক, বয়সে সে তোমার ছোট হউক, সমান হউক বা বড় হউক, সে

উচ্চকুলের হউক, সমকুলের হউক বা নীচ কুলেরই হউক, সে শিক্ষিতা হউক, অর্দ্ধশিক্ষিতা হউক বা অশিক্ষিতা হউক, সে সম্পন্না হউক, নিরাপদা হউক বা বিপন্না হউক,—কোনও রমণীর প্রতিই তুমি আকারে, ইঙ্গিতে, ভাষায়, ভাবে, ব্যবহারে, বা কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে এমন কিছু করিবে না, যাহার কোনও প্রকার গর্হিত অর্থ কেহ কদাচ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান্ হইবার চেষ্টা না করিয়া বোকা থাকা ভাল। কাহারও দিক হইতে কোনও লালসা-বর্দ্ধক ইঙ্গিত আসিলে, বুঝিলেও তাহা বুঝিতে নাই, বুঝিয়াও তাহা বুঝিয়াছ বলিয়া টের পাইতে দিতে নাই। এই সব ক্ষেত্রে নির্ব্বোধের ন্যায় উপেক্ষাই একান্ত প্রয়োজন। এই উপেক্ষা আক্রোশযুক্ত হইলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। এই উপেক্ষা যেন সম্পূর্ণতঃ অজ্ঞানকৃত, এই অভিনয়টুকু তোমাকে করিতে হইবে। অভিনয় সাধারণ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দূষণীয় কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে নিজেকে একেবারে অবুঝ, অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা লাভজনক। স্বর্গীয় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষা-জীবনের সুবিস্তারিত ইতিহাস একদা আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহাতে জানিয়াছি যে, রামপুর থাকা কালে তিনি এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন এবং কিছুই যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়া নিজের চরিত্রকে কলুষপঙ্কে নিমজ্জন হইতে রক্ষা

করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল। এইরূপ আচরণ নিশ্চয়ই অনুকরণীয়।

অনেক সময়ে মেয়েদের অতীব নির্দ্দোষ এবং সরল আচরণকে পুরুষেরা ভুল বুঝিয়াও উন্মাদিত হয়। ইহা তাহার নিজের বোকামির ফল, নারীর ত্রুটি নহে। নারী সম্পর্কে পুরুষের কল্পনা অনেক সময়ে একান্তই অবান্তর ও অবাস্তব থাকে। ওদিক হইতে কোনও প্ররোচনা আসে নাই, তথাপি নিজেকে পাগল করিয়া তোলা এক-শ্রেণীর পুরুষদের একটা বাতিক। এইরূপও আবার হইয়া পড়িও না। মধ্যযুগে ইয়োরোপে যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম ভক্তিমানদের মনকে সন্ন্যাস ও চিরব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শের প্রতি প্রবল বেগে টানিতে লাগিল, সেই সময়ে সন্ন্যাসব্রতী অনেক ত্যাগীকে দিবারাত্রি কামের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায় উদ্বেগের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা লিখিতেছেন। কোনো কোনো নামী চিত্রকর এই আতঙ্ক-গ্রস্ত সাধুসন্তদের আতঙ্ককে চিত্রিত করিয়া মনে হয় যেন তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপই বর্ষণ করিয়াছেন। কামাতঙ্ক যদি সাধক-জীবনকে উদ্বাস্তু করিতে চাহে, তবে তাহা বিপজ্জনকই বটে। এই বুঝি মরিলাম, এই বুঝি পড়িলাম, এই বুঝি কামের দশন-পংক্তির দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড হইলাম,—কেবল এই ভাবনাই যদি কাহাকেও ভাবিতে হয়, তবে বড়ই পরিতাপের কথা।

কিন্তু অদৃশ্য কাম যেন দৃশ্যমান সাধককে বিপথে না টানিয়া নিতে পারে, তাহার জন্য সাবধানতা দোষেরও নহে, নিন্দারও নহে। ভোগবাদ যাহাদের অস্থিমাংসমেদমজ্জা চর্ব্বণ করিয়া, লেহন করিয়া, শোষণ করিয়া খাইতেছে, তাহাদের ঠাট্টা বিদ্রূপকে এক কানাকড়ি মূল্যও দিবার প্রয়োজন নাই। সাবধান তুমি থাকিবে কিন্তু তুমি যে সাবধান আছ, তাহা এমন কাহাকেও জানিতে দিবে না, যে তোমার সাবধানতার খবরটা পাইয়া গেলে তোমার সুরক্ষিত দুর্গে অলক্ষিত প্রবেশ করিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে।

শাস্ত্রকারেরা নারীকে দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছেন। তাঁরাই আবার তোমাকে নরকের দ্বার সম্পর্কে সর্ব্বদা সচেতন করিয়া দিতেছেন। স্ত্রীদেহধারী জীব-মাত্রেই যে তোমার জননী,—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,—এই কথা ঐ শাস্ত্রকারেরাই আমাদের শিখাইয়াছেন। পঙ্কিল জল পান করিলে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড হইতে পারে,—বলিলে জলের নিন্দা করা হয় না। সাবধান তোমাকে পূর্ণমাত্রায়ই থাকিতে হইবে। চারিদিক হইতে সঙ্গত বা অসঙ্গত যত রকম ঘটনাই তোমাকে ঘিরিতে থাকুক, তুমি অচঞ্চল ও নির্লালস থাকিও।

কোনও স্ত্রীলোকের যদি কোনও পুরুষ সম্পর্কে বা কোনও পুরুষের যদি কোনও স্ত্রীলোক সম্পর্কে একবার একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া যায়, তাহা হইলে এই ভিত্তিহীন অপবাদটাই আস্তে আস্তে অকামুক মনে কামুকতা ও স্বচ্ছ মনে পঙ্কিলতার

সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ ঘটনা জগতে অনেক ঘটিয়াছে। যে বাস্তব তোমার বাঞ্ছনীয় নহে, যে ঘটনা তোমার সহনীয় নহে, তদ্রূপ এক অলীক অপবাদ যাহাতে তোমার নামের সংশ্রবে সৃষ্ট না হইতে পারে, তৎকল্পে সাবধান হইয়া চলা ক্লীবতাও নহে, কাপুরুষতাও নহে। অপবাদ কল্পিত বা প্রচারিত হইবার সুযোগ কাহারও জন্যই সৃষ্টি করিয়া দিবেনা। নিজের দিক হইতে এতটুকু সর্তকতা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। "ঐ মেয়েটাকে কব্জা কত্তে পারলি না। তুই আবার একটা কি পুরুষ" অথবা "ঐ ছেলেটার ঘাড় মটকাতে পারলি না, তুই আবার একটা কি মেয়ে,"—এই জাতীয় উত্তেজক উক্তি বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনিয়াও অনেক তরল-মস্তিষ্ক ছেলেমেয়ে খেপিয়া যায়, এরূপও দেখা গিয়াছে। এমন বন্ধুদের বা এমন বান্ধবীদের সংসর্গ ত্যাগ করা আবশ্যক। এই জগতে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ থাকিতে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে তোমার কষ্ট হওয়া উচিত নহে। তল্লাস করিলে অনেক সৎলোক পাইয়া যাইবে। একটু খোলা চখে চলা চাই। কলিযুগ বলিয়াই যে সকল সৎলোক হারিকিরি করিয়া মরিয়াছেন, এমন নহে।

একটী সৎলোক কেবল দেশের বল, গৌরব এবং ভরসাই নহেন, তিনি তাঁহার সচ্চিন্তার শক্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকের দশজনকে বিনা উপদেশেও সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন। এইরূপ লোক অতীতেও ছিলেন, এখনো আছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু এমন সৎলোকও আছেন, যাঁহাদের

সৎকথা এবং সদনুষ্ঠান কেবল অন্য মানুষের মাথায় নিজের কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া লইবারই মাত্র প্রয়োজনে। সুতরাং সৎলোকের সঙ্গ করিতেও নিজের মনের ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সংসর্গে আসিয়া আমি আমার উন্নতিমুখিনী প্রবৃত্তিতে সত্য সত্যই ইন্ধন পাইতেছি ত'? যাঁহার সঙ্গ করিলে মন নিম্নগামী হয় না, তাঁহারই ত' সংসর্গ কামনীয়।

পরমেশ্বরের নামের সঙ্গ এইরূপ একটী সৎসঙ্গ, যাহার সংস্পর্শে আসিলে আস্তে আস্তে চিত্তমালিন্য দূর হয়। এই জন্যই ঈশ্বরপ্রেম বিতরণকারীদিগকে মানুষ অত শ্রদ্ধা করে। নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রেমিক পুরুষ বা নারী জগতের পরমপূজার এক একটি স্নিগ্ধ সুন্দর বিগ্রহ। এস, জগতের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকল ঈশ্বর-প্রেমিককে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

বারাণসী
১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৩
(৩রা নভেম্বর, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীর সঙ্গীতের কয়েকজন ওস্তাদ ব্যক্তি সহ

একজন প্রখ্যাত-পণ্ডিত কাল দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ধর্ম্মে ইঁহারা প্রত্যেকেই হিন্দু এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। কেহ উত্তরপ্রদেশের লোক, কেহ মহারাষ্ট্রের। ওস্তাদেরা চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ কি। তিনি একেবারে আমার মুখ হইতেই উচ্চারণটী শুনিয়া লইতে চাহিলেন। আকারে ইঙ্গিতে বলিলে চলিবে না। আমি উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ ত' ওষ্ঠে বা জিহ্বায় হইতে পারে না। ইহা এমনই এক আশ্চর্য্য আওয়াজ, যাহার অনুভূতি মাত্র প্রথমে প্রাচীন আর্য্য ঋষির অন্তরে জাগিয়াছিল এবং এই অনুভূতিকে অনুসরণ করিয়া নিকটতম ধন্যাত্মক সাদৃশ উৎপন্ন করিতে গিয়া মানুষের কণ্ঠ কাছাকাছি একটী অনির্ব্বচনীয় আওয়াজের পরিচয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাইল। বেদশাস্ত্র যখন ঋষিগণের কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, বেদমন্ত্রের একটীও যখন কোনও ঋষির দ্বারা পরিদৃষ্ট হয় নাই, ইহা সে যুগের কথা, সেই স্মরণাতীত অতীতের ইতিবৃত্ত। যাহা হইতে সকল ধ্বনির উৎপত্তি। বিকাশ, বিস্তার, যাহাতে সকল ধ্বনি বিধৃত, যাহাতে গিয়া সকল সুর, সকল মূর্চ্ছনা, সকল মীড়, সকল গমক, সকল ভাষা-বৈচিত্র্য, সকল তত্ত্ব হইবে একদা লীন অথবা অন্য ভাষায় বলিলে মহাসৃষ্টি যাহার দৌলতে এবং মহাপ্রলয় যাহার ভিতরে সংঘটিত শত কোটি বার হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহা

বেদশাস্ত্রেরও আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বের কথা হইলে, বিস্ময়ের কি আছে? ইহাতে বিস্ময়ের কিছু না থাকিলেও ইহা বিস্ময়কর, কেন না, যাহারা বেদ পড়ে নাই, বেদের নাম শোনে নাই, বেদের কথা চিন্তাও করে না, তেমন নিরক্ষর অজ্ঞ মূর্খ অশিক্ষিত কত গ্রাম্য ও অতি সাধারণ লোক যে কতবার এই সত্যকে নিজ নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, জানিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। শুধু ভারতভূমিতেই নহে, আমার বিশ্বাস, ভারতের বাহিরেও নানা যুগে নানা জন ওঙ্কারকে দেখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুভূতি একটী গুহ্যাতিগুহ্য ব্যাপার বলিয়া সাহস করিয়া প্রচার করেন নাই। ভারত-ভূখণ্ডেও যে অনেক কৃতবিদ্য ধীমান্ ব্যক্তি ওঙ্কারের উপরে সর্ব্বসাধারণের নির্বিচার অধিকার-সম্ভাবনা দেখিলে বিরক্ত হন, তাহারও অন্যতম কারণ এই গুহ্যাতিগুহ্যতা। যাহা আপনা আপনিই গুহ্য, যাহা নিজ স্বভাবেই অতীব নিগূঢ়, তাহাকে চাপাচাপি জেদাজেদি করিয়া সর্ব্বসাধারণের অধিকার-সীমা হইতে টানিয়া নিবার অসাধারণ চেষ্টার মধ্যে এই একটী দিক্ স্বাভাবিক বলিয়াও মনে করা চলে।

কিন্তু তোমরা ওঙ্কার জপ করিতে ভয় পাইও না। ওঁ, ওং, ওম্, ঔঁ, ঔং, ঔম্ ইত্যাদির প্রত্যেকটাই প্রণব, প্রণব হইতে একটী উচ্চারণও আলাদা নহে। তবে খেয়াল রাখিও যে,

অম্, আম্ ইত্যাদি উচ্চারণ না আসিয়া যায়। উপরিলিখিত ছয়টী উচ্চারণের যে-কোনও একটী উচ্চারণে লাগিয়া থাকিয়া নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদা ওঙ্কারের প্রকৃত ও অতীব গুপ্ত উচ্চারণটী নিশ্চয়ই তোমার উপলব্ধিতে জাগিয়া উঠিবে। উহা মুখে উচ্চারণ করা যায় না। ভগবান্ জিহ্বা ও ওষ্ঠকে, দন্ত ও কণ্ঠকে, তালু এবং মূর্দ্ধাকে যেটুকু শক্তি দিয়াছেন, ওঙ্কারের প্রকৃত উচ্চারণ বাহির করার পক্ষে তাহা অসম্পূর্ণ। প্রণব তোমার শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রণব তোমার হৃৎস্পন্দনের প্রতিটি আওয়াজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রণব তোমার প্রতিটি রক্তকণিকার মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। পৃথিবী, চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র, শনি, বুধাদি সহ কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল ধরিয়া নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেরই অন্তরের অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে প্রণব। এই প্রণব সব মন্ত্রের মধ্যে আছে, সব মন্ত্র এই প্রণবেরই মধ্যে আছে। একমাত্র প্রণব জপ করিলে এইজন্যই সর্ব্ব-মন্ত্র জপ করার ফল হইয়া যায়।

প্রণবের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপ বিধৃত হইয়া আছে। কিন্তু এই কথাটী আগের কথাটীর মতন সহজবোধ্য নহে। এই কথাটী বুঝিবার জন্য গোড়ায় গুরুবাক্যে একটু দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। বিশ্বাস লইয়া কাজ করিতে করিতে কাজ করিয়া

যাইবার পথে আস্তে আস্তে ইহার সত্যতা উপলব্ধিতে আসে। তাই এই কথাটী যদি একটু দেরীতে বুঝিতে সমর্থ হও, তবে তার জন্য আমার ধৈর্য্যচ্যুতি বা অসহিষ্ণুতা আসিবে না। প্রণব জপ করিবার সময়ে যদি তোমার কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা রূপ ধ্যান না করিলেই না চলে, তবে প্রণব-জাপকের পক্ষে তাহারও বাধা রাখা হয় নাই। ধীরে ধীরে কালক্রমে তোমার রূপাভিনিবেশের রুচি পরিবর্ত্তিত হইলেও দোষ নাই কিন্তু জপনীয় নামটার পরিবর্ত্তন করিবে না। এই বিষয়ে দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনে অগ্রসর হইবার বিঘ্ন উপজাত হইতে পারে। সাধনে বিঘ্ন-সৃষ্টির সম্ভাবনা হইতে তোমাকে দূরে রাখা আমার কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি কাহারও প্ররোচনায় এই কথা বুঝিয়া থাক যে, তুমি স্ত্রীলোক বা তুমি শূদ্র বলিয়া প্রণব জপ করিলে তোমার নরক হইবে বা কামুকের কাম বাড়িবে, ক্রোধীর ক্রোধ বাড়িবে, লম্পটের লাম্পট্য বাড়িবে, চোরের চৌর্য্য-প্রবৃত্তি বাড়িবে, তবে তোমার আর কষ্ট করিয়া প্রণব জপ করিবার প্রয়োজন নাই। তদবস্থায় তুমি যদি ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আমার প্রদত্ত প্রণব মন্ত্রের সহিত আমাকে খালে বা বিলে, খানায় বা ডোবায়, গঙ্গায় বা যমুনায়, পদ্মায় বা মেঘনায়, সুবর্ণরেখায় বা দামোদরে, কপোতাক্ষীতে বা ময়ূরাক্ষীতে বিসর্জ্জন দাও, তবে তাহাতেও আমি অখুশী হইব না। দোলাচলচিত্ত-চঞ্চল-স্বভাব অবিশ্বাসী

শিষ্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াতে আমি বরং একটু স্বস্তি, একটু আরামই আস্বাদন করিব। পণ্ডিতেরা বা ধার্ম্মিকেরা যে প্রণব-প্রচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটী কটূক্তি করিবারও আমার রুচি নাই। বিরুদ্ধে প্রচারিত হাজার হাজার ছাপান কাগজ দেখিয়া তোমরা ভড়কাইয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ভয় পাই নাই। কারণ, প্রণব প্রচারেচ্ছু অনেক সাধু ব্যক্তির মৃতকঙ্কাল আজও কাশীধামের অনেক কূয়াতে কাঁটা ফেলিলে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এখানকার বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাই অনেকে আমাকে বিবরণ দিয়াছেন। ধর্ম্ম তাঁহার নিজের মহিমায় বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তোমরা যদি দলে দলে পুত্রকন্যারা আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়া প্রণবমন্ত্র জপ শুরু করিয়া না দিতে, তাহা হইলে এই সকল সাধু-মহাত্মাদের মনে অন্য কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিকার আসিত না। কিন্তু একটী বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

সেই বিষয়টী নরনারীদের চরিত্র, যুবকযুবতীদের সংযম, কিশোর-কিশোরীদের দেহমনের পবিত্রতা। আমার ছত্রচ্ছায়া ছাড়িয়া যদি চলিয়াও কেহ যাও, ভুলিও না যে, চারিত্রিক সাধনা তোমরা ত্যাগ করিতে পার না। এই ব্যাপারে কাহারও পক্ষে আমার শিষ্য হইবার প্রয়োজন পড়ে না। যে যাহারই শিষ্য থাকুক, চরিত্রবান্ হউক। কারণ, দেশের সম্মুখে আজ

যত প্রকারের বিপদ আছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ হইতেছে চরিত্রহীনতা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ
বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৩
(৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রাদ্ধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হাঁ, নিশ্চয়ই পিতামাতা ও অন্যান্যদের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ দ্বারা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই শ্রদ্ধা শ্রাদ্ধকারীর পক্ষে ত' নিশ্চয়ই হিতকর হইয়া থাকে। আমি শ্রাদ্ধ না করিলে আমার পিতার মুক্তি বা শান্তি হইবে কি না, এই বিষয়ের অভ্রান্ত বা নিশ্চিত প্রমাণ কিছু দিতে পারি না কিন্তু আমার যে মনে শান্তি আসিবে, শোক কমিবে, বিপদকে ধৈর্য্য সহকারে বরণ করিবার স্থিরতা ও সাফল্য আসিবে, ইহা নির্ভুল ও নির্ভেজাল সত্য। সুতরাং শ্রাদ্ধাধিকারীর নিজের কল্যাণের জন্যও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রয়োজন।

এদেশের শ্রাদ্ধের সনাতন পদ্ধতিতে একটী জিনিষ লক্ষ্য করিবার যে, সপ্ত পুরুষের নাম স্মরণ করিতে হয়। ইহা নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু পিতৃপুরুষদের সাত পুরুষের নাম কণ্ঠস্থ রাখিবার চেষ্টার মধ্যে জাতিভেদপ্রথাকে চিরস্থায়ী করিবার একটা পাকা বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং জাতিভেদপ্রথাকে যাঁহারা ভারতের অবনতির শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা স্বভাবতই এই সপ্ত পুরুষের নামটি স্মরণ করার-ব্যাপারে খড়্গহস্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা না করিতে পারিলে জাতিভেদের জড় মারা অসম্ভব ব্যাপার।

জাতিভেদ-সম্পর্কিত নানা মতবাদ আমি উৎকর্ণ হইয়া শুনি কিন্তু কোনো পক্ষেই আমার আসক্তি নাই। কিভাবে বা কেন জাতিভেদ এদেশে আসিল, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অতি অল্প লোকেরই আছে এবং হাজার বছরের বিধর্মি-দাসত্বের পরেও এই প্রথা কেন ডালে মূলে বিনষ্ট হইল না, ইহাও গভীর গবেষণার বিষয়। যতক্ষণ মানুষ পিতৃপরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাতিভেদের প্রতি সমর্থন দূর করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গই হইল পিতৃকুলমাতৃকুলের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্মরণ। অতএব জাতিভেদ-বিলোপে অগ্রণীরা অনেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটিকে অতীব গর্হিত এবং ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেও পারেন। কিন্তু জাতিভেদ-প্রথার প্রতি মনের কোনও আসক্তিপূর্ণ প্রবণতা না

থাকিলেও আমি শ্রাদ্ধ-কার্য্যকে গর্হিত মনে করি না। বরং আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি। শ্রাদ্ধ দ্বারা তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছ। ইহাদ্বারা তুমি লাভবান্ হইতেছ। কেননা, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণাবলি ছিল, তাহার ব্যাপক বিকাশ এই বংশে যাহাতে ঘটে, তাহার অনুকূল পরিবেশ তুমি সৃষ্টি করিতে যাইতেছ। তুমি তোমার পিতাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে বলিয়াই তোমার পুত্র তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে আগ্রহী হইবে এবং ইহার ফলে তোমার পিতামহের সদ্‌গুণ হয়ত তোমার প্রপৌত্রে গিয়া ষোল কলায় বিকশিত হইবে। এইরূপ একটা শুভ সম্ভাবনা শ্রাদ্ধের ভিতরে রহিয়াছে। কে কোন্ প্রথায় শ্রাদ্ধ করিল, তাহার নির্ণয়ের দায়িত্ব শ্রাদ্ধকারীর উপর ছাড়িয়া দাও কিন্তু তাহাকে শ্রাদ্ধ করিতে দাও। যে যেভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করে, সে সেই ভাবেই ভগবানকে তুষ্ট করে, একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি, যে যেভাবে শ্রাদ্ধ-কার্য্য করে, সে সেই ভাবেই পিতৃপুরুষগণকে তৃপ্ত করে, এইকথাটিও তেমন সত্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। কারণ, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের সকল মানুষের প্রথা কদাচ এক হইবে না কিন্তু সবাইকে একই পরলোকে যাইতে হইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজ তক্ কেহ কহে নাই যে, সত্য সত্য পরলোকটা কেমন এবং

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বা ভিন্ন ভিন্ন প্রথাবলম্বীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কিনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ বারাণসী

২০শে পৌষ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রত্যেকে তোমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ চরিত্রের মধ্যে শুদ্ধি-সম্পাদনের চেষ্টায় নাম। পুপুন্‌কীতে মালটিভারসিটির তরুণ ছাত্রেরা প্রত্যহ দিনলিপি লিখিতেছে। শিক্ষক ও বর্ষীয়ান্ গুরুভাইদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের দিনলিপি অনুযায়ী চলিবার কাজে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া যাইতেছে। দুই চারিটি ছাত্রের ভিতরে সত্য সত্য মানুষ হইবার জন্য আগ্রহ জন্মিতেছে। "কাল আমি কি ছিলাম, আজ আমি কি হইলাম,"—ইহার হিসাব প্রতিজনে নিজ নিজ অন্তরের কাছে নিতেছে। তোমরাও তাহাদের সদ্দৃষ্টান্তটীর অনুসরণ কর। দিকে দিকে তোমরা সচ্চরিত্রতার ব্যাপক প্রসার-সাধনে যে আন্দোলন করিয়া যাইতেছ, তাহার দরুণ

তোমাদের মত কর্ম্মী ও কর্ম্মিণীদের ভিতরেও নিজেদিগকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ জন্মুক। আমার নাম ভাঙ্গাইয়া লোকমান সংগ্রহের চেষ্টা কেহ করিও না। নিজ নিজ জীবনে সত্য, সংযম ও সততাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় কেহ ঢিলা দিও না। ভারত-সরকার যেই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন করিবার অনুকূলে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিরাট আন্দোলন চালাইতেছেন, সেই সময়ে তোমরা মুদ্রা ব্যয় না করিয়া শুধু সংযমের বলে ঘরে ঘরে জন্মশাসন করিবার উদ্যোগ চালাইয়া যাইতে থাক। কারণ, এরূপ চেষ্টার ফলে কাম-কাতর সাধারণ মানবদের দ্বারা বসুন্ধরার পূর্ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে একদল দেবমানবের স্বাভাবিক আবির্ভাবকে সম্ভব করা হইবে। তোমাদের এই আত্মশুদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যেন বিজ্ঞাপন বা নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা প্রবেশ করিতে না পারে। দাম্পত্য সংযম অতীব গোপনে পালনীয়।

স্থানে স্থানে ছোট ছোট জনসভা, যত অধিক পার, করিয়া যাইতে থাক। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানীয় সংবাদ-পত্রের প্রচারানুকূল্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিও, কলিকাতা বা বড় শহরের বড় বড় কাগজের প্রত্যাশা রাখিও না। লক্ষ পিপীলিকা মিলিলে এক দুই বা দশটা মত্ত হস্তীর চেয়ে বেশী বল সংগ্রহ করিতে পারে। ধনী-ব্যক্তিদের আনুকূল্যের প্রত্যাশা করিয়া দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে "এরিণা"র মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও

না। চরিত্র-গঠন-আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে ভেজাল মালের উপর হইতে লোভ তুলিয়া আনিতে হইবে। জনসাধারণের কাছে এই ব্যাপারে কদাপি চাঁদা তুলিতেও যাইও না। স্বভাবের পথে আপনা আপনি তোমাদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইয়া যে যাইবে, আমার এই আপ্তবাণীতে বিশ্বাস ন্যস্ত কর। ছোট বড় সকল শ্রেণীর মানুষেরই এই আন্দোলনে যোগদানের অধিকার আছে। তবে, কেহ যদি রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য তোমাদের মঞ্চ ব্যবহার করিয়া তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তোমরা এমন ভয়ঙ্কর লোকদের কাছ হইতে একটু দূরে দূরে থাকিও। তোমরা কোনও রাজনৈতিক কর্ম্ম-তালিকা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়া ক্ষেত্রে নাম নাই। তোমরা রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের লেজুড় হইয়া কাজ করিতে পার না। পঞ্চাশাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যখন "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" বহিখানার প্রথম সংস্করণ লিখিতেছিলাম, তখনই আমি সেখানে বলিয়া রাখিয়াছি যে, দেশের মধ্যে একটার পর একটা করিয়া কত প্রকারের রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতে থাকিবে, কিন্তু আমাদের কাজ সর্ব্ব সময়েই হইবে একমাত্র মানুষ-গড়া।—এই কথাগুলি কেহ তোমরা ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ বারাণসী

২৬শে পৌষ, সোমবার, ১৩৮৩

(১০ই জানুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কি ভাবে কি কাজ করিবে, তাহার ঠাহর পাইতেছ না। আমি যতগুলি চিঠি লিখিয়াছি, তাহার দুইচারি দশখানা কি পড়িয়াছ? আমি যেকয়টা অতি সাধারণ পুঁথি লিখিয়াছি, তাহার দুই দশ পাতার প্রতি কি কখনও নজর দিয়াছ? একটা একটা করিয়া যতগুলি পার একবার এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেল না! শুধু পড়িলেই অনেক কাজ হইবে। কারণ, তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে শরীর আপনা আপনি বাগে আসে।

আমার আদর্শ সত্যিকারের আদর্শ। ইহাতে মিথ্যার ভেজাল নাই। ভিক্ষা ও অর্থিক সাহায্যের প্রার্থনা পরিহার করিয়া আমি অতি সহজে অনেক ভেজালের সম্ভাবনাকে মিটাইয়াছি। সেই জন্যই ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া একই আদর্শ ও একই কর্ম্মসূচী নিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারিতেছি। চাঁদাদাতার ভরসায় বসিয়া থাকিলে আমাকে দাতাদের খেয়াল-খুশী মতন ঘন ঘন কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন করিতে হইত। কোনও বিরূপ অবস্থাকেই আমি আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া মনে করিতে চাহি নাই এবং এই

জন্যই কদাপি আমার আশাভঙ্গ ঘটিতে পারে নাই। মানে, দুঃখে পড়িয়াও আমি হতাশ হই নাই। আমি একথা বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি,— বসিয়া নহে, কাজ করিয়া যাইতেছি—যে, তিনশত বৎসর পরে হইলেও আমার স্বপ্ন সার্থক হইবে। বিশ্বাস আমার অটল না হইলে এতদিন আমি এত বাধা-বিঘ্ন-দুর্য্যোগের পাহাড় অতিক্রম করিয়া কেবলই চলিতে পারিতাম না। তোমরাও এভাবে চল না! যুদ্ধে নামিয়া পড়িলে হারিতেও হয়, জিতিতেও হয়। হয় মৃত্যু, নয় জয়, এই জিদ লইয়া যাহারা নামে, তাহাদের আর পরাজয় ঘটে না।

জানিও, জয় তোমাদের ভাগ্যলিপি। এই জন্য নহে যে, তোমরা অদৃষ্টে নির্ভর করিতেছ। বরং এই জন্য যে, তোমরা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই দিবে, তোমরা পুরুষকারে বিশ্বাসী। কিন্তু ঐক্য ছাড়া এই যুগে পুরুষকার মূল্যহীন।

প্রতিটি কর্ম্মে সকলকে মিলাইয়া কাজে নামাইবার কৌশলের চর্চ্চা কর। কথায় বলে, একা বৃহস্পতি মিথ্যা। এই যুগে একথাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একা বিশ্বকর্ম্মাও মিথ্যা। অনেককে কাছে টানিয়া আনিবার যোগ্যতা যাহার নাই, এই যুগে তাহার দ্বারা কোনও সুবৃহৎ সুমহৎ মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

নিরহঙ্কার-ভাব, নিরভিমানত্ব, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে দেখিবার ও সমব্যবহার করিবার যার যোগ্যতা আছে, সে পারে লক্ষ লক্ষ লোককে একটা সত্য আদর্শের দিকে অকপটে

আকর্ষণ করিতে। এই সকল সদ্‌গুণের যাঁহাতে সমাবেশ, তাঁহাকে বলিব চরিত্রবান্। নির্লোভিতা এবং আত্মসংযমের ক্ষমতা চরিত্রের দুই প্রকটতম লক্ষণ।

নিজেদের চরিত্রের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব-সাধারণের চরিত্রের উন্নতি-বিধান কর। ইহাই আমার প্রবর্ত্তিত চরিত্র-আন্দোলনের মর্ম্মকথা। ঢং করিবার জন্য নহে, pose করিবার জন্য নহে, নিজেরও সকলের অন্তরের শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলন।

একই স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে বারংবার সফলতার সহিত আন্দোলন-সম্পর্কিত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইয়া গেলে সেই অঞ্চলের পরিবেশ এত দ্রুত পরিশোধিত হয় যে, ধীরে ধীরে সেই অঞ্চল হইতে অনেক নূতন নূতন সংগঠন-কর্ম্মীর আবির্ভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। আধারশুদ্ধি ব্যতীত সৎকর্ম্মী প্রত্যাশা করিও না। শুদ্ধি মানে সাবান দিয়া কাপড় কাচা। অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র বারংবার লগুড়াহত হইলে তবে পরিষ্কৃত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ কাজ করাকে অতীব আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিও।

দল বাড়ানই বড় কথা নহে, বল বাড়ানই বড় কথা। দল বাড়ে প্রচারে আর কৌশলে, বল বাড়ে চরিত্রে আর আচরণে। তোমরা প্রতিজনে চরিত্রের সাধনা কর এবং তাহার প্রভাব দিকে দিকে প্রসারিত কর। কৃত্রিম সাফল্য যেন তোমাদের কদাপি

লক্ষ্য না হয়। বহু লক্ষ শিষ্যের গুরু হওয়ার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই, যদি এই সকল শিষ্যেরা মানুষ না হইয়া অমানুষই থাকে। চরিত্রবল-সমৃদ্ধ ব্যক্তি যে গুরুরই শিষ্য হউক, সে আমাদের সকলের আদরণীয় এবং দেশের আপৎকালে পরম আশ্রয়স্থল। বিপদে যাহারা বুক পাতিয়া দেশকে রক্ষা করিতে আগুয়ান্ হইবে, তাহাদেরই আমরা চাহি। তাহারা কদাচ তাহাদের মহদ্‌ব্রত পালনে সমর্থ হইবে না, যদি তাহারা চরিত্রবান্ না হয়।

অন্য নানাবিধ আন্দোলনে লোকের মনকে আকর্ষণ করিবার মত কত উপাদান, উপকরণ, প্রলোভন থাকে। চরিত্র-আন্দোলনে তাহার কিছুই নাই। এই কারণেই এই আন্দোলনে তোমরা হুজুগের দ্বারা কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তাহার জন্যই ত' তোমাদের একই স্থানে বারংবার এবং একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়। পরিণামে সিদ্ধি তোমাদের করায়ত্তা হইবেই, এই বিশ্বাস নিয়া কাজ কর।

একটী দুইটী সভা সফল হইয়াছে বলিয়াই আহ্লাদে গলিয়া যাইও না। একটা সভাতে বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার লোক হইয়াছিল, ইহা সুখের সংবাদ কিন্তু এমন লোক যদি একটীও আসিয়া থাকেন, যাঁর কাণে ও প্রাণে তোমাদের কল্যাণ-কথা

সত্য সত্যই প্রবেশ করিয়াছে, তবেই ত' হইল। একটী মাত্র ব্যক্তি যদি তোমাদের সদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তবেই তোমাদের পারিশ্রম সার্থক। এই জন্যই ত' তোমাদের হিসাব গণিবার প্রয়োজন নাই যে, তিন কুড়ি লোক, না ত্রিশ হাজার লোক তোমাদের কথা শুনিতে আসিয়াছিলেন। দশ জনকে শুনাও, বিশ জনকে শুনাও, দশ-বিশ-পঁচিশ হাজার লোককে কেবলই শুনাইয়া যাইতে থাক যে, তিনশত বৎসরের পরে আমাদের যে প্রজন্ম আসিবে, তাহাতে আমরা দেবমানবত্বে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চাহি। জ্ঞানীর মতই বল আর পাগলের মতই বল, তবু বল। বলার যেন বিরাম না ঘটে। আর বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা নিজেদের অন্তরস্থিত অপরিচ্ছন্নতাগুলিকে প্রাণপণ যত্নে সুস্থ, সবল, সুশোভন পরিচ্ছন্নতায় পরিণত কর। যাহা আজ কাম, কাল তাহাই প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে। যাহা আজ স্বার্থপরতা, তাহা কাল পরার্থে আত্মোৎসর্গের রূপ নিতে পারে। প্রত্যহ মানব-জীবনে এমন দিব্য ঘটনা বারংবার ঘটিতেছে। তোমরা আত্মোন্নতি সাধনের জন্য, আত্মোৎকর্ষ বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী থাক। কেবল ভাল কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

বারাণসী

৪ঠা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৮৩

(১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি অমনিতেই তোমাদের প্রতিজনকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই পত্রে বিশেষ ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এই জন্য যে, তোমরা বহু জনে বহু স্থানে ছোট, বড়, মাঝারি ঢং-এর নানা অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বসাধারণের মনকে এমন একটা আন্দোলনের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, যেই আন্দোলনটী আমি বিগত ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া স্ববলে এবং প্রকাশ্যে ধারাবাহিক প্রযত্নে চালাইয়া যাইতেছি। আমার কাজে কোনও সহযোগী বা উল্লেখযোগ্য সহকারী নাই বলিয়া একাকিত্বের বায়ুচাপে আমি দমিয়া যাই নাই। একাকী কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া বরং অন্য দিকে আর একটী সুফল হইয়াছে। তাহা এই যে, তোমাদের এই আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি আমি আমার অজ্ঞাতসারেই রচনা করিয়া রাখিয়াছি। আমার লিখিত একটী বাক্যও কোনও প্রাক্-সঙ্কল্পের ফল নহে। আমার মুখোচ্চারিত একটী শব্দেও আমার কোনও

পূর্ব্বকল্পিত অভিলাষ বা অভিসন্ধি নাই বা ছিল না। ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করিয়া কাজ করিতে নামিয়াছি, যেখান দিয়া যেমন সুযোগ বা দুর্য্যোগ আসিয়াছে, নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে কাজে লাগাইয়া গিয়াছি। আপনা আপনি কাজ করিতে করিতে বিঘ্নবাধাহীন একটা ছক্ নিজে হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে, যেইটার তোমরা নাম দিয়াছ স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত এবং স্বরূপানন্দ-ভাবাদর্শ। এগুলি তোমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তির কাজ করিয়া যাইতেছে এবং আরও কিছুকাল করিয়া যাইবে। ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যাহাকে অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ পরমায়ু নিয়া বাঁচিতে হইবে, তেমন আন্দোলন কদাচ হঠাৎ-ঝোঁকের-বশে-তৈরী করা কর্ম্ম-তালিকার দিকে নজর দিতে পারে না। তোমরা যে কাজ ধরিয়াছ, তাহার প্রকৃত সত্যতার বিষয়ে তোমরা জনে জনে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বাগ্রে নিঃসংশয় হও। তবেই খোলা মনে খোলা প্রাণে কাজে রত রহিতে পারিবে। তোমাদের আন্দোলন এমনই এক আন্দোলন, যাহার প্রসার ঘটিলে একমাত্র চোর, ডাকাত, লম্পট, দুশ্চরিত্র, উন্মার্গ-গামিত্বের আড়কাঠি ও লোক-প্রবঞ্চক ছাড়া আর কাহারও মনে কোনও বিরক্তি বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবে না। এই আন্দোলনের সকল মতের সকল পথের সকল সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তীদের অশেষ কল্যাণ ঘটিবে। অতএব চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে তোমরা গভীর হইতে গভীরতর এবং ব্যাপক

হইতে ব্যাপকতর করিবার চেষ্টায় প্রতিজনে প্রাণপণে যত্ন করিও।

চরিত্রহীন জাতিকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর সমষ্টি বলিয়া জানিও। আমি ভারতীয় জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করিবার জন্যই আজীবন তপশ্চর্য্যা করিতেছি। আমার সহিত সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করিলে ইহা তোমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। আমি আত্মপ্রচার কখনও চাহি নাই। তোমরা আমাকে প্রচার কর, ইহা আমি চাহি না। তোমরা প্রতিজনে প্রতিদিন নিজ নিজ জীবনকে চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে উন্নীত কর এবং চরিত্রগঠন-আন্দোলনকে সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত করিতে থাক। এইটাই তোমাদের কাছে আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

দেশের কল্যাণের চিন্তা অনেকেই করিয়াছেন। দেশের সেবার জন্য কি কি করা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে চিন্তা, চেষ্টা, উদ্যোগ ও অধ্যবসায় অনেক হইয়াছে। প্রত্যেকটির প্রতি আমার চিত্তের শ্রদ্ধাসিক্ত অভিনন্দন রহিয়াছে। কিন্তু মৌলিক প্রয়োজন হইতেছে দুইটি। একটি এই যে, এক দেশের সহিত অন্য দেশের, এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের, এক আদর্শের সহিত অন্য আদর্শের ব্যবধান ঘুচাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এমন একটি দেবমানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভব করিতে হইবে, যাহারা তামসিকতার তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সাত্ত্বিকতার শান্তিময়ী শক্তিকে স্বভাবধর্ম্মেই বিজয়িনী করিতে পারিবেন। তাহারই জন্য চাই

বংশানুক্রমিক চরিত্র-আন্দোলন-সঞ্চালন। তোমরা যে কাজে হাত দিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছ, সেই কাজটা একদিন দুইদিন বা এক বৎসর দুই বৎসর চালাইলেই হইল না; চালাইতে হইবে তিনশত বৎসর ধরিয়া। সুতরাং তোমাদের আন্দোলনের দীর্ঘায়ুতার প্রয়োজনেই ভিত্তি-রচনাকে নির্ভুল করিতে হইবে। আমার নিজ শক্তি-সামর্থ্যের যতটুকু তোমরা চাও, আমি তোমাদিগকে দিব, ইহা নিশ্চিত জানিও।

আমি যে আমার প্রতিটি সন্তানের সঙ্গেই আছি, এই বিশ্বাস আমার প্রতিটি সন্তানের থাকা প্রয়োজন। পরমেশ্বরের নামে একাগ্র মনে সাধন করিতে করিতে ইহার সুস্পষ্ট অনুভূতি একদা তোমাদের অন্তরে জাগিবে। তখন তোমরা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। ঐ শক্তিটুকুরই নাম দৈববল। দৈববল কোনও ম্যাজিকের ব্যাপার নহে। তোমার নিজ শক্তিই তোমাকে এমনভাবে প্রভূত পরিমাণে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে যে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রাণী অবাক্ হইয়া ভাবিতে বসিবে যে, এই শক্তি কোথা হইতে আসিল। বিশ্বাস হারাইও না। চরিত্র-আন্দোলনকে তোমাদের অনেক দূরে টানিয়া নিয়া যাইতে হইবে। বিশ্ববাসী সকল মানবের তামসী প্রকৃতির মধ্য দিয়া রূপান্তর ঘটানই যে তোমাদের লক্ষ্য, এই কথাটি কদাচ ভুলিও না। এই একটি কাজ করিবার জন্যই যুগে যুগে দেশে দেশে মহতেরা আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু কাজ বাকী

রহিয়া গিয়াছে। তাই, তোমাদের দিতে হইবে শ্রম, অকপট শ্রম, নিরলস শ্রম, নিরভিমান শ্রম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ বারাণসী
৪ঠা মাঘ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চরিত্রগঠন-আন্দোলনে পুরুষ কর্ম্মীরা যে সহায়তা দিতেছে, তার শতগুণ সহায়তা তোমরা যে দিতে সমর্থ, এই সত্যটুকু একজনেও ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইও না। পুরুষেরা পারে বাহিরের কাজ করিতে। ভিতরের কাজটুকুর দায়িত্ব মা তোমাদের। এযাবৎ তোমরা অনেকেই অনেক প্রকার সেবা এই পবিত্র আন্দোলনকে দিয়াছ। প্রচার-প্রসার-মূলক শোভাযাত্রাতে তোমরা পতাকা ধারণ করিয়াছ, বাণী বহন করিয়াছ, উলুধ্বনি দিয়াছ, হরিওঁ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ অতীব সুশৃঙ্খল-ভাবে পর্য্যটন করিয়াছ, ক্ষুৎপিপাসা সহিয়াছ, মূল্যবান্ সময়ের অনেক ব্যয় করিয়াছ। কেহ কেহ সপ্তাহে সপ্তাহে পুণ্য-ভাণ্ডারে অর্থ দান করিয়াছ। কেহ কেহ সাপ্তাহিক

পাঠ-চক্রে নির্ব্বাচিত পাঠ্য-সমূহ পাঠ করিয়া সমাগত মানুষদের শুনাইয়াছ, ঘরে ঘরে গিয়া ত' বটেই, তোমরা বড় বড় শহরের রাজপথের প্রান্তে বসিয়াও নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ করিতে ত্রুটি কর নাই। তোমাদের মধ্যে দুই একজন ত' নানাস্থানের বিশেষ বিশেষ জনসভায় নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া একেবারে অনভ্যস্ত একটী কাজ করিয়াছ যাহার নাম বক্তৃতা দান, এবং সে কাজটী তোমরা করিয়াছ নিখুঁত সুন্দরতায়। তোমাদের সুনিপুণ পরিবেশন সকল শ্রোতাকে তৃপ্ত করিয়াছে, ভাবাবিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমরা যেখানে যে যাহা করিয়া আসিয়াছ, তাহা আমার চিত্তকে স্নেহ ও তৃপ্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। তোমরাই ভারতীয় নারীজাতির প্রকৃত রক্ষাকর্ত্রী। তোমাদের মহিমাকেই আমি নিরন্তর বন্দনা করি।

তোমাদের একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার যখন কল্পনাতীত ছিল, আমরা কতিপয় ব্যক্তি সেই সময়েই নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সহানুভূতিশীল ছিলাম। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ ও নারীর অবিরাম মিলন-মিশ্রণের ফলে কোথাও কোথাও অনৈতিক ব্যাপারও ঘটিয়া যাইতেছে। সমবেত উপাসনায় আসার ফলে বা চরিত্র-আন্দোলনের কাজ করিতে থাকার ফলে যদি কোনও পুরুষ বা কোনও নারীর অধঃপতন বা পদস্খলন ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে এই উপাসনার আসরের আর এই

আন্দোলন-মঞ্চের পবিত্রতা এবং উচ্চতা কি কমিয়া যাইবে না? এই বিষয়ে কি আমাদের সাবধানতার প্রয়োজন নাই? এই ক্ষেত্রে কি বিভ্রান্তবুদ্ধি পুরুষ বা নারীকে সংযত করিয়া রাখিবার কোনও ব্যবস্থা সর্ব্বদাই সঙ্গত হইবে না? আমরা মহৎ আদর্শের দোহাই দিবার পরে এই সকল ভুল-ভ্রান্তির আমদানীর পথ অবারিত রাখি কি করিয়া? দুনিয়ার সেরা চোরেরা আর বাট পাড়েরা যখন সততার বক্তৃতা দেয়, তখন কি কেহ সেই বক্তব্য কাণে তোলে?

কথাটী অত্যন্ত জরুরী বলিয়াই লিখিতে হইল। নতুবা এই প্রসঙ্গ তুলিতামই না। প্রতিটি কর্ম্মীর উপরে ভারার্পণ কর যে, আমরা পৃথিবীকে যদি পবিত্রতর নাও করিতে পারি, তথাপি এমন কিছু করিব না বা কাহাকেও করিতে দিব না, যাহা দ্বারা পৃথিবী হেয়তর, জঘন্যতর ও কদর্য্যতর হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ বারাণসী

৫ই মাঘ, বুধবার, ১৩৮৩

(১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা কাজ চালাইয়া যাও কিন্তু ক্লান্ত হইও না। আস্তে আস্তে বারংবার চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভা-সমূহ করিয়া যাইতে থাক এবং মনে মনে স্থির কর যে, বর্ত্তমান অনুষ্ঠানটির চাইতেও অধিকতর সফলতার মণ্ডিত করিতে হইবে ইহার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানটীকে। প্রত্যেক বারের অনুষ্ঠানকে সফল করিবার জন্য উপযুক্ত উদ্‌যোগ, আয়োজন ও সংগঠন করিতে চেষ্টার ক্রুটি রাখিবে না। কিন্তু তারিখ বিঘোষিত হইয়া গিয়াছে অথচ পূর্ণ আয়োজন হয় নাই বলিয়া কোনও অনুষ্ঠানকে স্থগিত করিতে সহজে যাইও না। অবশ্য, কোনও দুর্ঘটনা আদি ঘটিলে তাহার বিষয় আলাদা। অসফল অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠান এবং তাহার উদ্দেশ্য সৎ বলিয়া উহা পবিত্র। পুণ্যের একটী কণিকাংশও পুণ্যময়। তাহা পাপ নহে, দোষ নহে, অপরাধ নহে। অসফল অনুষ্ঠানও যদি একই স্থানে কিছু দিন পরে পরে বারংবার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তবে একদা ইহা দেখিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিবে যে, ক্ষুদ্র নিম্ববৃক্ষের শিকড় অনেক গভীরে চলিয়া গিয়াছে। কাজ কখনও বৃথা যায় না, যাইতে পারে না। সৎকাজের ও সৎচেষ্টার সৎফল আছেই আছে। এককণা সৎকাজ করিলে বা একবিন্দু সৎচেষ্টা থাকিলে, তাহার পরিণতি সাগরসম বিরাট আকারও কখনো কখনো নিয়া থাকে। যাহারা জীবন ভরিয়া সৎকাজ করিয়াছে, একথা তাহাদের স্বোপলব্ধ সত্য। ইহা কাব্য নহে, অতিরঞ্জন নহে। ইহা বাক্যবিশারদের

শব্দালঙ্কার নহে। ইহা স্বপ্নবিলাসীর অর্থহীন বর্ণনাও নহে। ইহা সত্য, ইহা যথার্থ, ইহা নির্ভুল। তোমরা যদি প্রতিজনে একটু একটু করিয়াও নিজেদের শরীর, মন, শ্রম ও চিন্তাকে সৎকাজের সহিত সংযুক্ত কর, তবে তাহার ফলে কেবল সৎকাজই সুসফল হইবে, তাহা নহে, তোমরাও ধন্য হইবে। একটী দুইটী লোক মাত্র কাজে লাগিল আর বাকী গ্রামবাসীরা কেবল দোষ ধরিল বা ঠাট্টা করিল, এইরূপ দৃশ্য আমার নয়নমনোহর হইতে পারে না। আমি চাহি যে, প্রতি জনে কাজে লাগুক এবং বেশী না পারে ত' অল্প অল্প করিয়া কাজে নিজের হিস্যা বসাউক। অর্থাৎ গৌরব অর্জ্জিত হউক গ্রামের সকলের জন্য। তোমরা নিজেদের মধ্যেকার সকল ভেদাভেদবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া, অতীত আত্মকলহের পূর্ণ অবসান ঘটাইয়া সম্মিলিত ভুজবীর্য্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা কর।

মহাপ্রতিভাবান্ ব্যক্তিরও একক চেষ্টায় কোনও অতি বড় মহৎ কাজ সম্পূর্ণ হওয়া এযুগে বড় শক্ত ব্যাপার। এই জন্যই শতাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া যেখানে যে সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটিতেছে, তিনিই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, যাহাতে বিচ্ছিন্ন-স্বভাব ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত মানুষগুলি উদ্দেশ্যের একতানতার মধ্য দিয়া মিলিত হইয়া কাজ করে। আমি অতি সাধারণ মানুষ হইলেও আমার দিক দিয়া এইরূপ চেষ্টার কখনো ক্রুটি ঘটে নাই। এক এক সময়ে এক একটী গ্রাম ধরিয়া ঝুড়িতে ঝুড়িতে পত্র লিখিয়াছি। শত শত পত্রপ্রাপকের

মধ্যে দুই চারি জনেও যদি পত্রের অর্থ বুঝিত, তবে আমার বাহুতে অযুত হস্তীর বল আসিত। কিন্তু প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই আমি অরণ্যে রোদনই করিয়াছি বা শূন্যে পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছি। তখন অঙ্গুষ্ঠা, তর্জ্জনী ও মধ্যমার হাড়ে হাড়ে তাকত ছিল। চখের দৃষ্টিশক্তি অনিন্দ্য ছিল। এখন আর তত জোরে তত ভাল করিয়া তত সময় দিয়া একাজ করিতে পারি না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতেছি যে, আত্মকলহে যদি জলাঞ্জলি দিতে না পার, তবে তোমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। অতীতের ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত-প্রত্যাঘাত ও কলহ-কোন্দলের স্মৃতি মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া তোমাদের প্রতিস্থানে কাজে লাগিতে হইবে।

যেখানে আত্মকলহের অবসান ঘটে নাই, সেখানে মহাপ্রতিভাবান্ পুরুষেরাও কোনও মহৎ কাজ সমাপন বা সম্পাদন করিতে পারেন না। ঐক্যহীন মানুষদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবই মিথ্যা হইয়া যায়। ভেড়ার পাল এক পথে চলে—এই গুণটী তাহাদের কাছ হইতে শিক্ষণীয়। সিংহ চলে নির্ভয়ে— এই গুণটী তাহার কাছে শিখিতে হইবে। গর্দ্দভ বা অশ্বতর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে পারে, কিছুতেই ক্লান্ত হয় না, এই গুণটী তাহার নিকট হইতে শিখিতে হইবে। পিপীলিকা কাজ করে অবিশ্রাম আর চমৎকার সঙ্ঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, এই গুণটী তাহার কাছ হইতে নিতে হইবে। মৌমাছি মধু আহরণ করে, দিগ-দিগন্তের

জানা অজানা সর্ব্বস্থানের প্রস্ফুটিত পুষ্পের কেশরের ঘ্রাণ লইতে লইতে, এই গুণটী তাহার নিকটে শিখিতে হইবে। মহাযোগীরা তপস্যা করেন, সর্ব্বজীবের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়া, এই গুণটী তাঁহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে। সকলকে লইয়া কাজ করিতে হইলে এই সকল সদ্‌গুণের যুগপৎ সমাবেশ চাই। কাজ সুদীর্ঘকাল ধীর-প্রযত্নে এবং দৃঢ়তার সহিত চালাইবার জন্যই শত শত বাহুকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে। দুর্ব্বল বলিয়া, দরিদ্র বলিয়া, নীচবংশোদ্ভব বলিয়া কাহারও সাহায্য হইতে নিজেকে তোমরা বঞ্চিত করিতে বসিও না। তবে দুশ্চরিত্র, আদর্শভ্রষ্ট, ব্রতচ্যুত, পরানিষ্টকারী, পরপীড়ক ও দুষ্টবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গী করিলে বিপদে পড়িবে, একথা মনে করাইয়া দেওয়া সঙ্গত জ্ঞান করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ বারাণসী

১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৩৮৩

(৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ বক্তব্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। অনেক কথায় নিজেকে লাভবান্ মনে করিলাম। সত্যই আমাদের সঙ্ঘপত্তনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অনানুগত্যের বিশেষ কতকগুলি ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে সর্ব্বব্যাপারে স্বাধীনতা দিবার পরে জিদ্ করিয়া ত' আর বলিতে পারি না যে, আমার নির্দ্দেশ তোমরা পালন কর। কেহ যদি নিজগুণে পালন করে, তবে ত' খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু পালন না করিলে আমি ত' আর ঘাড়ে ধরিয়া পালন করাইতে পারি না।

তোমার কথিত বিষয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইলেও তোমার লেখাটী 'প্রতিধ্বনি'তে প্রকাশের জন্য অনুমোদন দিতে পারিলাম না। কারণ, ইহাতে আমার অজস্র প্রশংসা রহিয়াছে। প্রতিধ্বনি আমারই কাগজ। ইহাতে যদি কেবল আমারই প্রশংসা ছাপা হইতে থাকে, তবে অন্য লোকেরা ইহা পড়িবে কেন? পৃথিবীতে যত মহাপুরুষের যত প্রকারের প্রশংসা প্রাপ্য আছে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবার পরে স্থান থাকিলে আমার প্রশংসা দেওয়া যায়। তথাপি সমস্যা থাকিয়া যায় যে, আমি কি একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি, না একটী নিন্দনীয় পুরুষ।

আর একটী বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, আমি ত' আমার প্রশংসা করিয়া আসর গুলজার করিয়া দিয়া গেলাম, তারপরে তোমরা আরম্ভ করিবে, তোমাদের নিজেদের প্রশংসা।

পাঠকেরা কি বিরক্ত হইবেন না? পত্রিকা-প্রকাশ লোকহিত সাধনের জন্য,—আত্ম-কীর্ত্তি প্রচারের জন্য নহে। কত ভাল ভাল লেখা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তদবস্থায় তোমরা আবার শ্রাদ্ধের বিবরণ, অন্নপ্রাশনের বিবরণ প্রভৃতিও পাঠাইয়া থাক, পাঠকেরা যেই বিবরণগুলি একেবারেই চাহেন না। অথচ না ছাপিলে তোমরা মনে ক্লেশ পাও।

সমগ্র পৌষ মাস ব্যাপিয়া নানা স্থানে যেই সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা সর্ব্বজীব-শুভকর হইয়াছে বলিয়াই আমাকে আনন্দিত করিয়াছে। ভবিষ্যতে তোমরা শুধু পৌষ মাসটী নহে, সমগ্র বৎসরই এই ভাবে সর্ব্বজীব-শুভ-সাধনার প্রয়াসের মধ্য দিয়া কাটাইতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ আমি করিতেছি।

গীর্জ্জায়, মসজিদে, গুরু-দ্বারায় বা এই জাতীয় ধর্ম্মস্থানে 'তত্তৎ সম্প্রদায়ের শিষ্যদিগকে নীরবতা' পালনের এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় রত থাকিতে দেখা যায়। নীরবতার অর্থ কর্ম্ম-সূচীর বহির্ভূত অন্য বিষয়ে রসনা চালনা না করা। আর শৃঙ্খলার অর্থ এই যে, যেভাবে কাজটী হইবে বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন না করা, এই দুইটী বিষয়ে তোমরা প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই একেবারে অমনোযোগী। কেহ এবিষয়ে তোমাদিগকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিলে, তোমরা ইহাকে ফোপর-দালালি বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাক, নীরবতা ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে কেহ তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিলে সে যে একটী কর্ত্তব্য পালন করিল, একথা ভাবিয়া তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা তোমরা হও না। এইরূপ ঘটার মূল কারণ যে তোমাদের আত্মাভিমান বা অহংকার, ইহা তোমাদের বোঝা উচিত। মূল কারণটীকে ধরিতে পারিলেই তোমাদের আত্ম-সংশোধন হইয়া যাইবে। নিজেকে অত্যন্ত মহৎ বলিয়া মনে করিলে পৃথিবীতে কেহ ভুল-সংশোধন করিতে পারে না। নিজের ভুলের প্রতি দৃষ্টি-সম্পন্ন লক্ষ লোকও একত্র মিলিতে পারে, কিন্তু আত্মাভিমানী দুইটী লোক একত্র মিলিয়া কাজ করিতে পারে না।

পত্রলেখা, যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষাদান, গান গাওয়া ও রচনা করা, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের কার্য্য আমি আজীবন করিয়া যাইতেছি। সব কিছুরই একমাত্র লক্ষ্য মানব-জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। আমি যদি ভাল কাজ কিছু করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা শুধু পৌষ মাস ব্যাপিয়া নহে, সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া সেই কাজগুলি করিয়া যাইতে পার। আমার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা থাকিলে তাহা করা অসম্ভব নহে।

অখণ্ড সংহিতা পাঠ-কার্য্যটী করিবার সময়ে স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। পাঠক বা পাঠিকার ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার যে, যতগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছে, সকলেই শুনিতে পারিতেছেন কিনা কিম্বা বুঝিতে সমর্থ

হইতেছেন কিনা। ভুল উচ্চারণে বা দুর্ব্বোধ্য ভাবে যাহারা পাঠ করে, তাহাদের উচ্চারণের শুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। রাম পাঠ করিল, কিন্তু শ্যাম, যদু, মধু, শুনিতে পাইল না, অথবা শুনিলেও কিছুই বুঝিল না,—এইরূপ ব্যাপারে কোনও লাভ নাই।

কাছাকাছি অঞ্চলে পাঁচটী, দশটী বা বিশটী মণ্ডলী থাকিলে, তাহাদের মণ্ডলীগত আলাদা অনুষ্ঠানের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন আবার সবগুলি মণ্ডলী কখনো কখনো নিজেদের সর্ব্বশক্তি এক স্থানে নিয়োগ করিল, এইরূপ দৃষ্টান্তেরও বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। যখন শেষোক্ত এইরূপ কোনও অনুষ্ঠানের কর্ম্মসূচী, প্রচারিত হইয়া যায়, তখন কাছাকাছি সবগুলি মণ্ডলীর কর্ম্মসূচী ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য সঙ্কুচিত করা সঙ্গত। পঞ্চাশ জায়গায় পঞ্চাশটী লক্ষ্মীপূজার যে প্রভাব, পঞ্চাশ জায়গার সকলে মিলিত হইয়া একটী স্থানে একটী দুর্গোৎসব করিলে, তাহার প্রভাব যে আরও বেশী হয়, ইহা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। কেন্দ্রীয়-সমিতি কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট তারিখে একটী সভা বা শোভাযাত্রা ডাকিলে সেই একটী দিনের জন্য সেই সভা বা শোভাযাত্রাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব্বব্যাপক করিবার জন্য প্রত্যেক স্থানের কর্ম্মসূচী বাতিল বা সঙ্কুচিত করা বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখিও, তোমরা চাহিতেছ যে, বিশ্বের মানুষ এক হউক।

স্থানিক সঙ্কীর্ণতা, যাহাকে আমি নাম দিয়াছি স্থানিকতা-বোধ, দূর করিতে না পারিলে তোমাদের অনেক সৎসংকল্পই মরুভূমিতে বীজ-বপনের মতন ব্যর্থ হইবে।

তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দিকে যত নজর, লক্ষ্য-ভেদের দিকে তেমন লক্ষ্য নাই। ইহাই তোমাদের ঐক্য-সাধনার পরম বিঘ্ন হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি প্রেম থাকিলে সকলের সহিত সকলে অবাধে মিলিতে পারে। প্রেম না থাকিলে ঘাড়ে ধরিয়া মিলাইতে হয়। কিন্তু গলাধাক্কা দিয়া মিলাইবার রাস্তা আমার নহে। তোমরা সাধক হও, তাহা হইলেই প্রেম আসিবে। সাধক হইলেই অহঙ্কার মরিবে। অহং দূর হইলেই মিলন আসিবে।

সকলে যদি সকলের সহিত মিলিতে না পার, তাহা হইলে নানা ঘটনার আঘাতে ও প্রত্যাঘাতে একদা তোমরা বিলুপ্ত হইবে এবং যাহাদের মিলিবার অভ্যাস আছে, পৃথ্বীবক্ষে একমাত্র তাহারাই শোভা পাইবে। তাহাদের এই সৌভাগ্যের জন্য তাহাদিগকে আমি ঈর্ষ্যা করি না, কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া আমি কল্পনাতীত দুঃখ পাইতেছি। তোমাদিগকে ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিলেও যদি তোমাদের তন্দ্রা না ঘোচে, তবে বুঝিতে হইবে যে, যাহারা তোমাদের জন্য কাঁদিয়াছেন বা কাঁদিতেছেন, তাঁহারা, অরণ্যে রোদনই

করিয়াছেন। তাঁহারা আকাশে কুসুম চয়ন করিছেন। ইতি,—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪

২৪শে মাঘ, সোমবার, ১৩৮৩

(৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি তোমাদের প্রত্যেকের কথা সমান স্নেহ সহকারে স্মরণ করিয়া থাকি। তরুণ কুমারদের চেয়েও তরুণী কুমারীদের কথা আমি বেশী করিয়া ভাবিয়া থাকি। প্রকৃতিরই স্বাভাবিক নিয়মে কুমারেরা নানা ভাবে কুমারীদের চেয়ে অনেক বিষয়ে অধিকতর নিশ্চিন্ত, কারণ, তাহারা অধিকতর স্বাধীন। যাহাদের স্বাধীনতায় বিপদের ঝুঁকি কম, তাহাদের স্বাধীনতা তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে অপরাধ ও অপবাদ হইতে মুক্ত রাখে। কুমারীদের পক্ষে ব্যাপারটা সকল সময়ে তদ্রূপ নহে। নহে বলিয়াই তাহাদের জন্য আমার চিন্তা বেশী। আমি অনেক সময়ে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি যে, আমি কেন পুরুষ হইবার বদলে স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলাম না। কারণ, তাহা

করিতে পারিলে আমি দেশের সর্ব্বত্র কুমারীদের সহিত অবাধে মিশিতে পারিতাম এবং তাহাদিগকে সেই সকল বিপজ্জনক পরিস্থিতি পরিহার করিয়া চলিবার জ্ঞানগর্ভ-উপদেশ দিতে পারিতাম, যাহা না পাওয়ার দরুণ অনেক সরলা অবলা ভুল করে বা বৃথা অপবাদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়। জীবনে পাপের প্ররোচনা যেই গুপ্তশত্রু দিয়া থাকে সর্ব্বপ্রথম, তাহার নাম অপবাদ। কোনও অবস্থাতেই জীবনেরমধ্যে অপবাদকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার মতন হিতকর নিয়ম আর কিছু নাই। অন্যে যে ভাবে চলিলে তাহার সম্পর্কে আমার সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, আমি যদি সেই ভাবে চলি, তবে কেন অপবাদ আমাকে ঘিরিয়া ধরিবে না? অন্যের আচরণ সম্পর্কে উন্নাসিক হইয়াও অনেকে ঠিক সেই আচরণগুলি নিজে করিয়া থাকে এবং ইহার ফলে অপবাদ আসিলে মেজাজ খারাপ করে। মানুষটা যদি প্রভাবশালী বা ধনবান্ হয়, তাহা হইলে নানা রূপ ক্ষতির ভয়ে মুখ খুলিয়া কথা অনেকেই বলে না বটে কিন্তু তাহাদের অন্তরের অশ্রদ্ধাকে শাসন করিবে কে? বহুজনের সংগুপ্ত অশ্রদ্ধা আস্তে আস্তে একত্র হইলে এক দাবানলের সৃষ্টি ঘটিবার আয়োজন হয় এবং পরিণামে বেপরোয়া মানুষটী দগ্ধ হইয়া মরে। পুরুষের পক্ষে এই অবস্থা কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিতও হইয়া যাইতে পারে কিন্তু নারীর

পক্ষে এই অপবাদ স্থায়ী কুকীর্ত্তি-রূপে রহিয়া যায়। সমাজের ক্ষমাহীন রোষ নারীকেই চিরকাল বেশী ক্লেশ দিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কোনও অসামান্যা নারী সমাজের রক্তচক্ষু উৎপাটন করিয়া দিয়া নারীজীবনের প্রত্যেকটী ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে একেবারে প্রসন্ন অক্ষিগোলকের কলম বাঁধিয়া দিতে পারিবেন কিনা, আমি জানি না। কিন্তু ক্ষমতাবলে অত্যন্ত উত্তুঙ্গ হইয়াও যদি কোনও নারী অসৎ জীবন যাপন করে, তবে মনুষ্যসমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত পথের ভিখারীটাও যে তাহাকে অন্তর দিয়া ক্ষমা করিতে পারিবে না, এই বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নাই। কারণ, নারীরাই ত' সেই মঙ্গলমাধুরী-মাখা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা, যাঁহাকে আমরা "মা" বলিয়া ডাকি, "মা" বলিয়া পূজা করি। মায়ের অধঃপতন কোনও সন্তান সহিতে পারে না।

পুরুষজাতিকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ, উৎসাহ, প্রেরণা ও পরামর্শ বিগত ছয়টী দশক ধরিয়া দিয়া আসিতেছি। মেয়েদিগকে সেই উপদেশ কে দিবে মা? তোমরাই নহ কি? তোমরাই যদি অপবাদের ঊর্দ্ধে না থাকিতে পার, তাহা হইলে এই কাজটুকুর ভার আমরা তাহাদিগকে দিতে পারি বল না! ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪
১৪ই মাঘ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কিছু দিন যাবৎই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে অনেকের ভিতরে চাল বাড়িয়া যাইতেছে। তোমরা ধনার্জ্জনে সক্ষম না হইয়াও ধনীর মতন চলিতে চাহ। ধনীর স্বাভাবিক আড়ম্বর-প্রিয়তার প্রতি তোমাদের রুচি কেন হইল, তাহা আমি ঠাহর করিতে পারি নাই। পিতা, মাতা, গুরু বা শিক্ষক কাহারও নিকট হইতেই তোমরা এই বিষয়ে প্রশ্রয় পাও নাই। তাই, অনুমান করিতে হইতেছে যে, জাতির নেতা বলিয়া যে-সকল ভদ্রলোক ও মহিলারা দেশমধ্যে বিশেষ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আচার, আচরণ, ব্যবহার, রুচি ও প্রকৃতির মধ্যে যে সকল উন্মার্গগামিতা লক্ষ্য করা যায়, তাহারই প্রতি আকর্ষণ হেতু তোমাদের এই বিকারসমূহ আসিয়াছে। ইহা আমার অনুমান, প্রমাণ নহে। তোমরা একবার খুঁজিয়া দেখিবে কি, তোমাদের এই জাতীয় আচরণের প্রকৃত কারণ কি? পিতা বা পিতৃব্য কায়ক্লেশে যে অর্থ অর্জ্জন করিবেন, সেই অর্থ তোমরা জামা, জুতা, ফ্যান্সি রুমাল কিনিতে খরচ করিবে কেন, একটা জামায় যাহার কাজ চলে, সে কেন তিনটা, চারিটা, পাঁচটা জামা তৈরী করাইবে? যার ছোটভাই

ও বড়ভাই শাদাসিধা জামা-কাপড় পরিয়া তুষ্ট থাকে, তার মেজো ভাই কেন নিত্যনূতন ফ্যাশানের আমদানী করিয়া সকলের প্লীহার চমক লাগাইবে? যাহার অর্থ ব্যয় করাইতেছ বিলাসিতা করিয়া, তাহার আর কত ক্ষতি করিবে? ক্ষতি ত' করিবে নিজের ভবিষ্যতের। বিলাসী বজ্জাতেরাই ত' বার্দ্ধক্যে পরের পায়ের নখ খুঁটিয়া ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করে।

কড়া কথা বলিলাম বলিয়া রাগ করিবে। কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে এই ভাবিয়া যে, তোমাদের মত অমানুষদিগকে মানুষ করিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমরা মানুষ হইলে ধরিত্রীর আতঙ্ক দূর হইত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪
২৪শে মাঘ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের ওখানে সমবেত উপাসনার প্রথা নিয়া নাকি আত্মকলহ চলিতেছে। ইহা অন্যায়। শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী বহিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ব্যক্তিগত উপাসনাতে মন্ত্র-রাজির কি ক্রম এবং সমবেত উপাসনাতেই বা কি। একখানা লং-প্লেয়িং

রেকর্ডে সমবেত উপাসনার পদ্ধতিটি অনুকরণীয় ভাবে ধরা আছে। তারপরেও কলহ বা মতবিরোধ একান্তই অস্বাভাবিক। তোমরা স্থানে স্থানে জনে জনে এক একটা নূতন প্রথা সৃষ্টি করিয়া ঝগড়া-কলহের পত্তন করিবে আর প্রতি ব্যাপারেই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে, ইহা আমি পছন্দ করিতে পারিতেছি না।

সমবেত উপাসনার পরে কেহ আলাদা স্থানে গুরুর পূজা করিলে তাহাতে দোষ হয় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি ঝগড়া-কলহ আসে, তবে কাহার মর্জ্জি রাখিবে? কাহার পক্ষ লইবে? এক এক জনে ব্যক্তিত্বের অভিমান নিয়া কাজ করিতেছ। এই অভিমান কি পরিহার করা যায় না?

আমি ত' নিশ্চিতই তোমাদের পূজা চাহি না। কিন্তু কেহ আমাকে পূজা করিলে যদি চিরসন্তোষ লাভ করে, তবে তাহাতে আমি বাধা দিব কি করিয়া? আমি নিজেই নিরন্তর নিজের পূজা করিতেছি। সেই পূজা আমার এত অকপট যে, তাহার পরে তোমাদের পূজার জন্য আমার কোনও আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। আমি নিজেকে শ্রীবিগ্রহ ওঙ্কারের সহিত অভেদ জানিয়া পূজা করিতেছি এবং পূজা লইতেছি। পূজা দেওয়া বা পূজা নেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও লোকাপেক্ষা নাই। তোমাদের সকলের সহিত সমভাবে সম্পর্কিত

এবং যুগপৎ নিঃসম্পর্কিত থাকিয়া আমার নিজের পূজা আমি নিজে করিতেছি এবং পাইতেছি।

একক উপাসনার কালে কেহ যদি নিজ ঘরের বিগ্রহের পাশে আমার প্রতিচিত্র রাখে, তবে সে দোষ করিল বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, সে বুঝিতে পারে নাই যে, ওঙ্কারের ভিতরেই আমি আছি। অতএব ওঙ্কার বিগ্রহ বসান হইলে পরে আমার প্রতিচিত্র রাখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সে এই নিষ্প্রয়োজনীয় কাজটুকুই প্রাণের গরজে করিয়াছে বলিয়া তোমারা তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিবে, এমন ধর্ম্মীয় শিক্ষা আমি তোমাদিগকে দেই নাই। সমবেত উপাসনার স্থানে সকল উপাসকদের সম্মুখভাগে আমার জন্য নিজস্ব একটী আসন থাকে। সেই সময়ে আমি তোমাদের সমসাধক। সেখানে আমার একটী প্রতিচিত্র বসান নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। সমবেত উপাসনা যখন সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে নিয়া করিতে বসিয়াছ, তখন কেন তুমি তোমার গুরুর প্রতিচিত্রটী সেখানে বসাইয়া অন্য গুরুর শিষ্যদের ভাবভঙ্গ করিবে? এমন একটীও অনুষ্ঠান কি জগতে থাকিবে না, যেখানে সকল সম্প্রদায়ের নরনারী দল-মত-নির্ব্বিশেষে একত্র বসিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে তৃপ্তি পায়? সমবেত উপাসনারূপ সেই অসামান্য অনুষ্ঠানটী আমি জগদ্বাসীকে দান করিয়াছি এবং এই জন্যই আমি সকল জগদ্বাসীর সহিত সমসাধক হইয়া ইহাতে এককণা আসন নিয়াছি। তোমরা ইহার তাৎপর্য্য না

বুঝিয়া এক গুরুভাই অন্য গুরুভাইবোনদের মনে ক্লেশ, পীড়া, উদ্বেগ ও অশান্তিই কি সৃষ্টি করিয়া চলিবে?

আমি একটী স্বচ্ছ, সুন্দর, পবিত্র পৃথিবীর আবির্ভাব-সম্ভাবনার কথা ধ্যানে রাখিয়া প্রতিটি কাজ করিতেছি। সম্প্রদায়-বুদ্ধি আমার লক্ষ্য নহে। মানুষকে মিলনের পথে টানিয়া আনাই আমার প্রয়োজন এবং অভীপ্সা। তোমরা এখানে দীক্ষিত হইবার পরেই মণ্ডলী গঠন করিতেছ। ইহা খুব ভাল কথা কিন্তু মণ্ডলী গঠন করিবার পরেই এমন সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া ঝগড়া-কলহ শুরু করিয়াছ, যাহা উপরে বর্ণিত পবিত্র উদ্দেশ্যের চরিতার্থতা সাধনের একান্তই পরিপন্থী। অন্য গুরুর শিষ্যদিগকেও উপাসনায় আমাদের সাথে এক সঙ্গে পাইবার উদ্দীপনা হেতুই আমি সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনার কালে আমার প্রতিচিত্রটীকে বেদীতে রাখার নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছি। অর্থ বুঝিয়া কাজ কর, উদ্দেশ্য বুঝিয়া শ্রম কর, আসল লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হও। তোমাদের প্রতি স্থানে নিত্য নূতন ঢংয়ের মতান্তর মনান্তর অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করিতে চলিয়াছে।

আমি যে সুন্দর ধরণী চাহি, তাহাতে বাস করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে হইলে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে বিপুল উৎসাহে সুদীর্ঘ কাল পরিচালিত করিয়া যাইতে হইবে। এই জন্যই আমি পুপুন্‌কীর স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠের ছোট্ট ছোট্ট বালক-বিদ্যার্থীদিগকে প্রচার-বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মানুষের সাধন-শীলতা যেমন প্রয়োজন, প্রচার-শীলতাও তেমন প্রয়োজন। তবে, সাধন-শীলতারই প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। এই কাজটীতে অবহেলা আসিলেই মানুষ বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। তোমরা দীক্ষা নিয়াও অনেকে সাধন করিতেছ না। তাই তোমরা বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িতেছ। তাই তোমাদের অল্পেই কথা-কাটাকাটি, অকারণে আড়াআড়ি, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া পরগণা-ব্যাপী অশোভন আচরণ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ যখন সাধন করিতে থাকিবে, প্রচার-শীলতার তখন সার্থকতা আসিবে। অসাধকের কথা কে শোনে? তাহা জলবুদ্বুদের মতন ক্ষণিকে লয় পায়। সাধন-নিষ্ঠ মানুষ বা সঙ্ঘ বা জাতি বা জগৎ যখন প্রচার-নিষ্ঠ হইবে, তখন জগতের অধিকাংশ অশান্তি অল্প চেষ্টায় দূর হইয়া যাইবে। প্রচারশীলতা একটা বহির্ম্মুখ গুণ। তথাপি, শিক্ষা-জীবনে এই জিনিষটীরও প্রয়োজন আছে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বা প্রবচন-শৈলী নিশ্চয়ই কাব্য লেখার মত, চিত্রাঙ্কনের মত ভাস্কর্য্যবিদ্যার মত বা সূচীশিল্পের মত এটা অনুশীলনযোগ্য বিদ্যা। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ইহার দ্বারাও মনুষ্যসমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করা যায়। তাই আমি দশ, এগার, বারো বছর বয়সের শিশুকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া পুপুন্‌কীর বিদ্যাপীঠে ভাষণ-বিদ্যা কিছু কিছু করিয়া শিখাইতেছি।

লোককে উপদেশ দিবার জন্য নহে, নিজেদের অধীত বিদ্যাকে অনুশীলনের দ্বারা অধিগত করিবার উদ্দেশ্যে এই

বালকেরা কেহ কেহ নানা স্থানের চরিত্র-আন্দোলনের সভায় কথা বলিবার জন্য যায়। আগ্রহ করিয়া লোকে ডাকে, তাই যায়। কিন্তু জানিয়া অবাক্ লাগিল, দুই এক স্থানে আমন্ত্রণ-কর্ত্তারা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, ইহারা শিশু, ইহাদের আহার, বিশ্রাম ও শয়নের সাময়িক ব্যবস্থাটুকু ভাল হওয়া প্রয়োজন। আশ্রম হইতে কম্বল নিয়া যায় নাই বলিয়া যদি ককেয়টী শিশুকে বক্তৃতাদানের শহরে শীতে কষ্ট পাইতে হয়, দুই বেলাই খিচুড়ী খাইতে হয় বা অন্যরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তবে এসব ক্ষেত্রে কি শিশুদের পাঠান আমার পক্ষে উচিত কাজ হইবে? শিশুদের বক্তৃতায় লোকজন বেশী ভিড় করিবেন, এই আশাতেই শিশুদের আমন্ত্রণ করা হয়, ইহা আমি বুঝি। কিন্তু সভা-আহ্বান-কারীদের নিশ্চয়ই সকল দিকে যোগ্য প্রস্তুতি রাখিয়া তবে কাজ করা উচিত।

ত্রিপুরা ও কাছাড়ে প্রশিক্ষণ-শিবিরের মাধ্যমে কিছু কিছু তরুণ বক্তা তৈরী করা হইতেছ। বনপুকুর (মেদিনীপুর) সেবাশ্রমের প্রশিক্ষণ-শিবিরের ন্যায় দুই মাস ধরিয়া ত্রিপুরা বা কাছাড়ে শিক্ষাদান করা হয় নাই, স্বল্প সময়ের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা সেখানে হইতেছে। এই সকল ভাবী বক্তারা নিজ নিজ জীবনে যাহাতে সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা যেন আসল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিহীনতার দোষে অকালে নষ্ট না হইয়া যায়। যার জীবনের অনুশীলনে

এক আনাও সত্য আছে, তাহার কথার মধ্যেও কিছু না কিছু শক্তির স্ফুরণ ঘটে। যাহার জীবনে সত্যের অনুশীলন আট আনা বা দশ আনা, তার শক্তি ত' অসাধারণ হয় আর যে চেষ্টা করিতেছে প্রাণপণে ষোল আনা সত্যপরায়ণ হইতে, তাহার বাক্য হয় বজ্রসার, ওজঃপূর্ণ, মন্ত্রের মত নিরেট এবং অমোঘ। সেই অমোঘ বক্তার দলই আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্ত্তমানে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন আগের চেয়ে অনেকটা ব্যাপক হইতেছে। এই সময়কার অনুষ্ঠানগুলিকে ভাবী বক্তাদের অনুশীলন ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ কর। দিকে দিকে ছোট সভা, মাঝারি সভা, বড় সভা, বিরাট ও ব্যপক মহাসভা করিয়া করিয়া যোগ্য হইতে যোগ্যতর বক্তাদের আবির্ভাবকে সম্ভব করিবার জন্য আনুকূল্য দাও। প্রতি সভাতেই দশ বিশ পঁচিশ হাজার লোক চাই, এমন জিদ করিও না। প্রত্যেকটী সভাকেই সফল হইতে হইবে, এমন জিদেরও দরকার নাই। ছোট, বড়, মাঝারি, সফল, অর্দ্ধসফল ও অসফল সবগুলি সভাই সমান স্নেহ, প্রেম, মমতা ও আগ্রহ নিয়া করিয়া যাও। কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এই খবর সর্ব্বত্র ছড়াও। তোমাদের প্রচারণার সুফলে দুশ্চরিত্রেরা থমকিয়া দাঁড়াউক এবং সৎপথে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতে বাধ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪
২৪শে মাঘ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে যে কয়জন বক্তার উপরে বর্ত্তমানে আমার অধিক দাবী, তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন, মহীতোষ, হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় কাবু হইয়া শিলচরে চিকিৎসা করাইতেছে। অপরেরা, সুপ্রিয়, সুকুমার, মৃণাল, নিজেদের জেলা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে সুযোগ অর্থাৎ ছুটি পাইলেই ছুটিয়া যাইতেছে। বাঁকুড়ার সুধাংশু ও দুর্গাপুরের রণজিৎ সম্প্রতি কয়েকটী স্থানেই গিয়াছে এবং বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের কয়েকজনকে ছোট দুইটী প্রচারক-দলে বিভক্ত করিয়া ভুবনেশ্বর-কটক হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্য্যন্ত এবং ধানবাদ-পুরুলিয়া-কাটিহার হইতে আরম্ভ করিয়া তিনসুকিয়া-ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত কাজ করিতে পাঠাইব বলিয়া মনে মনে ধারণা করিতেছি। তবে, ইহারা প্রত্যেকেই চাকুরীজীবী। সুতরাং ছুটি-ছাটার সুযোগ নিয়াই কাজ করিতে হইবে। ইহারা বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া যাইতে প্রস্তুত বলিয়াই আমি জানি। তোমরা নিজ নিজ স্থানে যোগ্য ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিলেই ইহাদের যাতায়াত-শ্রম সার্থক হইবে। সুতরাং স্থানীয় ছোট ছোট বক্তার দ্বারা তোমরা

প্রাথমিক হল-কর্ষণ শুরু করিয়া দাও।

এসব সভায় একমাত্র তাহারাই যেন কথা কহিতে দাঁড়ায়, চরিত্র যাহাদের ভাল। সৎ জীবন যাপন করিবার অকপট আগ্রহ যাহাদের আছে, সৎ চেষ্টার পূর্ণ বিজয়ে যাহাদের অপরিমিত আস্থা আছে, সমাজের প্রকৃত মঙ্গল যাহারা মনে প্রাণে কামনা করে, কথা শুধু তাহারাই কহুক। যাকে তাকে সভাস্থলে দাঁড় করাইয়া দিয়া সস্তায় বাহবা লুটিবার লোভে কেহ যেন প্রশ্রয় না দেয়। আমার প্রবর্ত্তিত আন্দোলনকে খাঁটি সোণা নিয়া কারবার বলিতে পার। ইহার মধ্যে ভেজাল ঢুকিতে দিও না। আমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সংস্পর্শে যে-কোনও প্রকারে যে-কেহ আসিবে, সে-ই যেন জীবনের এক পরম সম্পদ আহরণ করিয়া নিয়া যায়, এই লক্ষ্য হইতে আমরা যেন ভ্রষ্ট না হই।

আমাদের অর্থবল নাই, এই জন্য আমাদের সভাসমিতিতে জাক-জমক বা নকল ঝিলিক থাকিতে পারে না। শাদা-মাঠা ভাবে আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাইব। সত্য যতই অনাচ্ছাদিত থাকে, ততই তাহার উজ্জ্বলতা। খাঁটি সত্য, উলঙ্গ সত্য, নির্ভেজাল সত্য আমাদের পরমাদরণীয় সামগ্রী হউক। আমরা যেন গিল্টি করা অলঙ্কারের ঝলক দেখিয়া অপলক-নেত্র না হই। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে মাঘ, বুধবার, ১৩৮৩
(৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গতকাল প্রাতে চারিটায় উঠিয়া করিয়াছি স্নান। ছয়টায় হাওড়া হইতে রওনা হইয়া পুপুন্‌কী আশ্রমে বেলা একটায় পৌঁছি। বিকাল বেলা স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠের তরুণ শিক্ষার্থীদের লইয়া মাঠে নামি। মন্দির-বাঁধটী এবার আমাদের শেষ করিতেই হইবে। কত বাধার মধ্য দিয়া বিগত উনপঞ্চাশ বৎসর কাজ করিয়াছি, আজ আর তাহা স্মরণ করিয়া স্তিমিত-বিক্রম হইবার অবকাশ নাই, একাজ তোমরা আসিয়া দেখিবে, ইহাই ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু কর্ম্মীর দল অর্থাৎ কাজের লোকেরা পিঠের দিকে হাত মুড়িয়া অনেক দূরে দাঁড়াইয়া শুধু আকাশের মেঘ দেখিতেছে, গগনের তারা গুণিতেছে। যে-কাজটায় কাল হাত দিলাম, তাহা আমার বিবেচনায় দুঃসাধ্য। কিন্তু বিদ্যাপীঠের বালখিল্যদের মনে আমি এই প্রত্যয় জাগাইতে পারিয়াছি যে, তাহারা ইহা সুসাধ্য করিয়া নিতে পারিবে। কুলী-মজুর অর্থাৎ বেতনভোগী শ্রমিক অবশ্য লাগাইয়াছি কিন্তু

এই জিনিষটী যাহাতে স্বাবলম্বী বিদ্যার্থীদের নিজেদের শ্রমের গৌরব ও সেবার দাবী করিতে পারে, ইহাই আমার লক্ষ্য। একদা প্রায় ছয় বৎসর শারীরিক শ্রম নিয়া এক কূপ পুপুন্‌কী আশ্রমটীতেই করিয়াছিলাম, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের আধারস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাহা আজ নানা ঘটনার আবর্ত্তে জঙ্গলে আকীর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া অনাদরে পড়িয়া আছে। কিন্তু একা ত' সব দিক দেখিতে পারি না বাছা।

আজই বিকালের ট্রেণে কলিকাতা ফিরিব। কি দুস্তর সাগর এই কয়টা দিনে কলিকাতা আমাকে উত্তরণ করিতে হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না। চক্ষু বুজিয়া একটা মানুষ দশটা লোকের শ্রম করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে অনেক দায় কাটাইবার চেষ্টা করিতে হয়। কত লোকের সঙ্গে রুষ্ট ব্যবহার করিয়া যে কাজ করিবার জন্য আমাকে দুই মিনিট সময় বাহির করিতে হইয়াছে, কি বলিব। অথচ তোমরা প্রায় প্রতি জনে কর্ম্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজে হাত দিতেছ না, দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ।

এই জন্যই পত্র লিখিবার অবসর হয় না। পত্র পড়িয়াই কুল পাই না, ত' জবাব লিখিব কখন? পত্র না পাইলে দুঃখিত হইও না। মন্দির-বাঁধের কাজ কাল বিদ্যার্থীদের দ্বারা শুরু করাইয়াছি, আজও তাহারা কাজে নামিয়া গিয়াছে। বেলা

এগারটা পর্য্যন্ত তাহাদের নিয়া কাজ করিয়া আহারান্তে দুইটায় ধানবাদ রওনা হইব কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা

২৮শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৮৩

(১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দানশীলতা মানুষের মনকে শুদ্ধ করে, ইহা সত্য। কিন্তু দানগ্রহীতারা যদি সেই অর্থের-সদ্ব্যবহার করিতে না পারে, তবে নিরয়গামী হয়। এইজন্য উদার-হৃদয়-দাতাকেও দান করিতে হিসাব করিয়া দিতে হয়। দেশে বিদেশে দানের অর্থের অনেক অপচয় ঘটিতেছে দেখিয়া মানব-দরদী মানুষদের মনে ক্লেশ জন্মে।

একজনকে গুরুভগিনী জানিয়া তাহার প্রতি তোমার প্রাণ স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছে, লিখিয়াছ। ইহাই ত' স্বাভাবিক। সহোদর ভাই-বোনের চেয়েও গুরুভাই গুরুভগিনীরা সম্পর্কের দিক দিয়া অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ এবং অনেক বেশী আত্মীয়। কিন্তু ভাইবোনের এই সম্পর্ক যাহাতে স্বার্থপরতা বা খলতার দ্বারা কদাপি মলিন বা শিথিল না হইতে পারে, তাহার জন্য

সকলেরই সতর্ক থাকা উচিত। এক বোন আর এক বোনের জন্য প্রাণ দিয়া দিতে পারে, এমন আত্মীয়তা তোমাদের মধ্যে সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

আমার শিষ্যসংখ্যা বাড়াইবার জন্য তোমরা কোন কৃত্রিম চেষ্টা করিও না। উহা আমি দোষ মনে করি। যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা যাহাতে দিনের পর দিন অধিকতর সাধনশীল হয়, তার জন্য প্রত্যেককে উৎসাহ দিয়া গেলেই তোমরা আমার অধিকতর প্রীতিভাজন হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৮শে মাঘ, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রায় প্রতি পত্রেই দেখিতেছি যে, কোনও না কোনও সহকর্মীর দোষ-ত্রুটির বিবরণ দিতেছ। উদ্দেশ্য মনে হয় এই যে, আমি যেন এখান হইতে তাহার প্রতিকার বা সংশোধন করি। কিন্তু কোনও অভিযোগ আসিলে তাহার সত্যতা যাচাই না করিয়া আমি ত' কিছু করিতে পারি না।

সুতরাং আমাকে আবার নানাবিধ তদন্তে ও তদারকীতে নামিতে হয়। এই ক্লেশকর কাজটা কি তোমরা স্থানীয় বুদ্ধিমান্ ও সৎলোকদের দ্বারা করাইতে পার না?

অপরের দোষ দেখা একপ্রকারের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা। অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করিয়া নিজ আচরণের দোষগুলিকে ভাল করিয়া খুঁজিয়া বাহির করা এবং নানারূপ অনুশাসনের দ্বারা নিজ স্বভাব হইতে তাহাদিগকে নির্ম্মুল করিয়া দেওয়ার অধ্যবসায়ে নামিয়া যাওয়া কি তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ব্যাপার নহে? তুমিও সর্ব্বদাই ছোট-বড় নানা ভুল কর। সেগুলি সংশোধন করিবার জন্য কি আর এক দল লোক গজাইতেই হইবে, যাহারা অবিরাম তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে রিপোর্ট পেশ করিতেই থাকিবে? ইহা এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, যাহা আমার ধাতে একেবারেই সহে না।

সকলে যদি সকলের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবার কালে নিজ নিজ দোষগুলিকেও নির্ম্মুল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টিত হয়, তাহা হইলে এমন একটী সুন্দর বাতাবরণের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার স্বাভাবিক সুফল হইতেছে প্রত্যেকের মনের শান্তি, আচরণের সৌজন্য ও চিন্তার প্রশান্তি। দোষ-দর্শনের পলাণ্ডু-গন্ধি আবহাওয়া ফুসফুসকে পীড়িত করে, শ্বাসবায়ুকে দুঃখদ করে। তোমরা এই বিপজ্জনক অবস্থা হইতে নিজেদের বলেই নিজেদিগকে উদ্ধার কর।

আমি চাহিতেছি, তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেমালু, দয়ালু, স্নেহালু হও। তাহা না হইয়া একে অপরের কেবলই বিদ্বেষী হইতেছ। ইহার ফলে তোমার জন্য, আমার জন্য, দেশ ও সমাজের জন্য কোন্ কল্যাণ প্রসূত হইবে, ভাবিয়া দেখিয়াছ?

ইতি— আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ রাজগৃহ (নালন্দা)
৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৮৩
(১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এমন সুন্দর ভাবে মেরামত করা অ্যামবাস্যাডার গাড়ীটা বারাণসী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বক্ষণেই বেলা এগারটার সময়ে ঘাড় বাঁকাইয়া বসিবে, এমন ধারণা করি নাই। গাড়ীটাকে তোয়াজ করিয়া ভ্রমণে রাজি করাইতে নিজাম মিস্ত্রী আপ্রাণ যত্ন করিল এবং ঘন্টা দেড়েক সময় নষ্ট হইবার পরে বলিল, আর ভয় নাই। গাড়ীটা শেরঘাটির জংশনটা অতিক্রম করিয়া গোপালপুর পৌছিতেই হঠাৎ এক জায়গায় গর্জ্জন করিয়া ওলট-পালট খাইল। আমি, সাধনা, অসীম ও ড্রাইভার মনতোষ

কেন মারা পড়িলাম না, ইহা আমাদের কাছে আশ্চর্য্যবৎ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্ সহায় হইলেন। একজন বৃদ্ধ মুসলমান ড্রাইভার নিজে আসিয়া বাংলায় কথা বলিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিলেন। দ্বিতীয় বিস্ময় এই যে, তিনি রিক্সা করিয়া ছুটিলেন শেরঘাটিতে সাম্‌সু মিস্ত্রীর কাছে। ঘন্টা আড়াই মেহনৎ করিবার পরে মিস্ত্রী বলিলেন—সব নিরাপদ। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া আমরা সোজা রাস্তা ধরিলাম। পরামর্শটা তাঁহারাই দিলেন। কিন্তু শেরঘাটি হইয়া চেরকি বাজারের দিকে মাইল তিনেক যাইতেই হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ হইয়া গাড়ী থামিয়া গেল। দেখা গেল, এক্‌সেল্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানটা বিপজ্জনক। জনমানব নাই, অনেক দূরে গ্রাম। কত ট্রাক, কত বাসকে অনুনয় করিলাম, কেহ থামিল না। রাত্রি দশটায় গয়াগামী একটা বাস থামিয়াই বলিল, ইহা বিপজ্জনক স্থান, দিনের বেলাও লুঠ-তরাজ চলে। আপনারা বাসে উঠুন, গয়া চলুন, আপনাদের গাড়ীটা আমরা চের্‌কি বাজার পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া রাখিয়া যাইব। শহরে টানিয়া নিতে আমাদের কুণ্ঠা আছে। চের্‌কি বাজারে চোর-ডাকাতের ভয় নাই। আমি, সাধনা, অসীম বাসে চাপিয়া বসিলাম, গয়া আসিয়া ট্যাক্সি করিয়া হরিপদ ও তপন চ্যাটার্জ্জিকে পাঠাইলাম চেরকি বাজার। ভোর চারিটায় গাড়ী আসিয়া পৌছিল গয়ায়। পরশু সারাদিন এবং কাল বেলা বারোটা পর্য্যন্ত চলিল মেরামত। গয়ার বিখ্যাত মেরামতকারী বাসদেও মিস্ত্রী কাজটা

করিয়া দিলেন। তবে কাল আমরা রাজগীর পৌছিয়াছি। এই প্রসঙ্গে গয়ার বাসওয়ালাদের কথা কৃতজ্ঞতা সহকারে না জানাইয়া পারি না। আমাদিগকে বিপদের সময়ে এত বড় একটা সেবা দিয়াও তাহারা বিনিময়ে কিছুই নিলেন না। সারারাত্রি ঐ জনহীন প্রান্তরে, যেখানে নাকি দিনের বেলাও রাহাজানি হয়, সেখানে শীতের মধ্যে অনিশ্চিত অবস্থায় কাল কাটানোর উদ্বেগ হইতে তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্ন করিতে পার যে, গয়ায় আসার কি প্রয়োজনটা ছিল? ছিল, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে। জীবনে যেখানে একবার দুবার গিয়াছি বা দুঘন্টা পাঁচ ঘন্টা অবস্থান করিয়াছি, কোনও ভাষণ না দিলেও, উপদেশ বর্ষণ না করিলেও সেখানে মানুষে মানুষে সৌহৃদ্য বাড়িয়াছে, সম্প্রীতি জন্মিয়াছে, যাহার ফলে ওখানে জগন্মঙ্গলোদ্দেশ্যে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। গয়াতে তাহা হইতে পারে নাই। যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষগুলি মিলিত হইত, সেই লোকটী চাকুরী-জীবনের অবসান ঘটাইয়া চিরতরে গয়া ত্যাগ করিতেছে। তাই, তাহাকে অন্তরের স্নেহ জানাইবার জন্য গয়ার প্রগ্রাম করিয়াছিলাম।

তোমরাও ত', তোমাদের স্থানে আমার প্রগ্রাম চাহিতেছ। এত বেশী বার তোমরা তোমাদের অন্তরের অভিপ্রায় আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছ যে, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, তোমরা স্থানীয় প্রচেষ্টায় মানুষের মনকে শুদ্ধতর ও তাহার

দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর করিবার জন্য নিজেরা কি কোনও উদ্যোগপর্ব্ব কদাচ গ্রহণ করিয়াছ? সংঘে দানা বাঁধিলে তবে ত' সংঘ সম্প্রসারণশীল হয়। চিনি যখন টগবগ্ করিয়া গলন্ত, তখন যদি তাহাতে এসিড-বিশেষ পতিত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহা দানাদার হইয়া মিশ্রিখণ্ডে পরিণত হয়, নতুবা নহে। প্রেমে, অনুরাগে, প্রতীক্ষায় ও প্রত্যক্ষ প্রয়াসের দ্বারা প্রত্যেকের মনের শর্করাকে গলন্ত অবস্থায় আনিবার দায়িত্ব তোমাদের। তারপরে আমি গিয়া তাহাকে মিশ্রিপিণ্ডে পরিণত করিবার চেষ্টা দেখিতে পারি। ভ্রমণের পদক্লেশকে আমি গ্রাহ্য করি না, ভ্রমণের অনিয়ম আমার সহিয়া গিয়াছে, ভ্রমণের আপদ-বিপদে আমি অভ্যস্ত কিন্তু কষ্ট করিয়া এক এক স্থানে যাইব আর দেখিতে পাইব কে তোমরা নীরব, নীরস, নির্দ্দয় পাথর ছাড়া আর কিছুই নহ, ইহা প্রত্যাশা করিতে তৃপ্তি বোধ করি না। আমাকে সশরীরে না পাইয়াছ ত' আমার বাণী ত' কোথাও না কোথাও কাহারও না কাহারও কাছে শুনিয়া থাকিবে। আমার আদর্শের কিছু না কিছু পরিচয় কোনও প্রকারে হয়ত পাইয়া থাকিবে। তাহারই পূর্ণ সদ্ব্যবহারটুকু তোমরা নিজ নিজ স্থানে কর না। তারপরে দেখিতে পাইবে, আমাকে দেহে, মনে, আত্মায় পাইয়া যাওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে।

অনেকেই ইহা চাহিতেছেন। তাঁহাদেরই চিন্তায় প্রতিফলনগুলি তোমরা কেহ কেহ স্বপ্নযোগে দেখিতেছ। জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধচিত মানুষেরা নিজ নিজ চিন্তারাশির

যে বিক্ষেপণ বিনা চেষ্টায় সম্পাদন করেন, তোমাদের দ্বারা পরিদৃষ্ট স্বপ্নগুলির অধিকাংশই তাহার প্রতিফলন জানিও। আমার হাতে কোনও প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদ-পত্র নাই বলিয়াই পরমেশ্বর সজীব চিন্তার বিক্ষেপণকারী এই সকল সৎলোকদের দ্বারা আমার প্রচার-কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন। আমি অবতার নহি, ঈশ্বর নহি, পরমেশ্বরের ক্ষীণ দুর্ব্বল একটী সাধারণ-সৃষ্টি মাত্র, তাই আমার সর্ব্ববিষয়ে অক্ষমতা দেখিয়া তিনি নিজের অপার লীলা প্রদর্শনচ্ছলে শুদ্ধচিন্তক সাধকদের চিন্তার সহায়তায় আমার প্রাণের অভীপ্সাকে তোমাদের কাছে স্বপ্নচ্ছায়ায় দেখাইয়া যাইতেছেন। এগুলি যে ঈশ্বর প্রেরিত, তাহা তোমরা বিশ্বাস করিও। তোমাদের দ্বারা পরিদৃষ্ট সৎস্বপ্নগুলির একটীও অলীক নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ রাজগৃহ (নালন্দা),

৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৩

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার মা তোমার বিবাহ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার মতে, তদনুযায়ী চলাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কারণ,

তোমার মাতা তোমার ভাবী জীবনের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিকে যে ভাবে বিবেচনা করিবেন, জগতে অন্য কাহারও তদ্রূপ করার সম্ভাবনা নাই। তোমার মা অশিক্ষিতাও নহেন, অবিবেচিকাও নহেন। তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম, অকপট এবং নিষ্পাপ। স্বার্থবুদ্ধিহীন স্নেহ দ্বারা পরিচালিতা হইয়া তিনি তোমার সম্পর্কে সর্ব্ববিষয়ে ব্যবস্থাদি করিতেছেন, এই কথাটী আমার চেয়েও তুমি নিশ্চয়ই বেশী জানো।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা বলিয়া একটা কথা আমাদের দেশে এখনও চলিত আছে। কথাটা শুধুমাত্র কথার কথাই নহে, কাজেরও কথা, প্রাণেরও কথা। যে দেশের সভ্যতা মাতৃ-পিতৃভক্তির বনিয়াদে নির্ম্মিত নহে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস কেহই নিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। প্রাচীন ভারত কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিল এবং মানুষ তাহার জীবনে সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য তাহার মাতা ও পিতার নিকটে। এই জন্যই জীবনের সাধারণ ও অসাধারণ প্রায় সকল ব্যাপারে তাঁহাদের পুণ্যময় অভিলাষের মুখাপেক্ষী হইয়া চলা ভাল। তাঁহারা যদি কোনও দুষ্ট অভিলাষ তোমার ঘাড়ের উপরে চাপাইয়া দিতে চাহেন, অবশ্যই তুমি তাহার প্রতিরোধ করিতে পার। দৈত্যরাজপুত্র প্রহ্লাদের জীবন দিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রহ্লাদ তৎসত্ত্বেও মাতৃপিতৃভক্তি হইতে কদাচ বিচ্যুত হন নাই।

তুমি বিবাহ করিবে একটী ব্রাহ্মণের ছেলেকে, না একটী কৈবর্ত্তের ছেলেকে, ইহা নিয়া দুশ্চিন্তা করিবার আমার কোনও গরজ নাই। সার্ব্বাঙ্গিক যোগ্যতাসম্পন্না পাত্রী সার্ব্বাঙ্গিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন পাত্রের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইলে, তাহাদের জাতিভেদ পার্থক্য আমার চোখে বালি নিক্ষেপ করে না। কিন্তু পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের ফলে সংসারের অধিকাংশের মনে সন্তোষ, তৃপ্তি, আনন্দ ও আহ্লাদ পরিপ্রসারিত হউক, ইহা কে না কামনা করিবে? দেহগত যোগ্যতাই বিবাহের একমাত্র কথা নহে, চিন্তাগত সাদৃশ্য, অনুশীলনগত নৈকট্য, অভ্যাসগত একমুখিনতা প্রভৃতি অনেকগুলি জিনিষ চাহিবার থাকে এবং সেই দাবী সুন্দর রূপে পূরণের সহায়তা অনেক সময়ে মাতাপিতার সৎপরামর্শ দ্বারা সাধিত হয়। এই ক্ষেত্রে পিতামাতার পছন্দ-অপছন্দের দিকে তাকানো প্রত্যেক বিবাহার্থীর কর্ত্তব্য।

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের পুঞ্জীকৃত ইতিহাস ধরিয়া রাখিয়াছে মহান্ আকরগ্রন্থ মহাভারত। তাহাতে জংলী জীবনের আমল হইতে শুরু করিয়া উন্নততর ভারত-সভ্যতার যুগে আচরিত সকল রকমের বিবাহ-প্রথার দৃষ্টান্ত-সমূহ রহিয়াছে। কত অনাচরণীয় নিকৃষ্ট জাতির গর্ভে কত কত নামী নামী ঋষিরা অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন, তাহার তালিকা করা এক অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ধীবর-কন্যার গর্ভে পরাশর মুনির যে পুত্র হইল, তিনি ধীবর হইলেন না। তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণ

হইলেন। ব্রাহ্মণ্য বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠাধিকারী হওয়া এখানে পরম লক্ষ্য, পরাশরের ইন্দ্রিয়সেবা এক্ষেত্রে গৌণমাত্র। সেই মৎস্যগন্ধাই পুনরায় শান্তনুর ঔরসে পুত্রবতী হইলেন। সেই সকল পুত্র ধীবরও হইল না, ব্রাহ্মণও হইল না, হইল বীর্য্যধর ক্ষত্রিয়, ধরণীকে অত্যাচারীর নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া চলা যাহার জীবন-ব্রত। এখানেও ফলটা হইল ক্ষাত্র-শক্তির চর্চ্চার অনুকূল। অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ চলিয়াছে কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য নিম্ন মান হইতে নবজাতককে উচ্চতর মানে টানিয়া তোলা। এভাবে বিবাহ প্রাচীনকালে মানুষকে ক্রমশঃ অভ্যুদয়মুখী অভিব্যক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছে।

তোমার কি সেই লক্ষ্যটী আছে? ভাবিয়া দেখ, বিচার করিয়া দেখ। এক জাতির কন্যা অপর জাতির পাত্র বিবাহ করিলে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু সমগ্র মানব-জাতির ভাবী অভ্যুন্নতিই কি তাহার লক্ষ্য?

জাতিভেদকে দূর করিয়া দিবার জন্য অনেক প্রশংসনীয় চেষ্টা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে কিন্তু মানব-জাতির সামগ্রিক অভ্যুন্নতি যদি তাহার লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে এই হুজুগ চিরকাল একটা হুজুগই থাকিয়া যাইবে, সফল হইবে না। জাতিভেদ দূর করিবার প্রয়াসের পশ্চাতে এই একটী আদর্শের প্রেরণা থাকা একান্তই প্রয়োজন। আদর্শবাদ যদি প্রেরণা না দেয়, তাহা হইলেও জাতির গণ্ডী বারংবার উল্লঙ্ঘিত হইবে নিশ্চয়ই এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে কিন্তু তাহা

মানব-সমাজের কোনও স্থায়ী কল্যাণের হেতুভূত হইবে কিনা, ভাবিবার বিষয়। তোমাদের জাতিভেদ বিদূরণের চেষ্টার পশ্চাতে ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাই কাজ না করিয়া মানবজাতির স্থায়ী অভ্যুন্নতি বা দ্রুততর ক্রমোৎকর্ষ করুক, ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়তর হইবে। ব্রাহ্মণ্য একটা জাতিত্ব নহে, ব্রাহ্মণ্য একটা আদর্শ। এই আদর্শের মূলকথা জগৎকল্যাণ, দেহ-মন-প্রাণে জগতের হিতসাধন। জগতের হিতসাধন-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যখন চণ্ডালিনীর গর্ভজাত পুত্র মানব-সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখন মানব-সমাজ তাঁহাকে এই বলিয়াই প্রণাম করিবে যে, —"তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি নিঃস্বার্থ, তুমি নমস্য।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৩

(৮ই মার্চ, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। বিশেষ আশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে এই জন্য করিতেছি যে, তোমরা অতীব স্বল্প সময়ের খবরে বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত প্রস্তুত হইতে পারিয়াছ এবং তোমাদের

একদিনব্যাপী অনুষ্ঠানকে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতার সাফল্যদান করিতে পারিয়াছ। অর্থাৎ, অন্যত্র যে সাফল্য তিন দিন থাকিলে হয়ত মিলিত, তাহা তোমরা কেহ কেহ অর্দ্ধ দিনের স্থিতিতে, কেহ কেহ মাত্র একদিনের স্থিতিতে সুসম্পাদন করিতে পারিয়াছ। দানাপুর, চিত্তরঞ্জন ও কুলটীতে মণ্ডলী তিনটীর একতা, কর্ম্মশীলতা ও দ্রুতগামিতার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই তিন স্থানের কর্ম্মীরাই, আমার স্বাভাবিক আশাশীলতাকে উৎসাহিত করিয়াছ। স্বল্প সময়ের খবরেও যে সকল অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা তোমরা নিজেদের দৃষ্টান্ত হইতেই ত' শিখিলে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা পুনরায় আমার প্রগ্রাম প্রত্যাশা করিতে পার। যাহারা বলে যে, অনেক দিন আগ হইতে প্রগ্রাম না জানিলে কাজ করিতে পারিবে না,স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এতকাল তাহারা আমার একটা পত্রও পড়ে নাই এবং একমাত্র আত্মকলহ করিয়া পরমায়ু হরণ ব্যতীত অন্য কাজও করে নাই। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ গিয়া বিশৃঙ্খল কোলাহলে পড়িলে কাহার কি লাভ হইবে, বল।

আমি আমার এক একটা দিনকে এক একটা শতাব্দী বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। এই জন্যই একটা দিনও বৃথা অতিবাহিত হউক, ইহা আমি চাহি না। অধিকাংশ স্থলে তোমরা এক একটা শতাব্দীতে এক একটা দিন বা এক একটা ঘণ্টা মাত্র

মনে করিয়া হেলায় হারাইতেছ। আজ যেই কথাগুলি আমরা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি, তাহা কি বর্ত্তমান যুগেই শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া অবহেলিত হইয়া আসিতেছে না? সময়কে বৃথা ক্ষেপণের অভ্যাস ভাল জিনিষ নহে। তোমাদের আজ কৃপণের মতন প্রত্যেকটা মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। সঙ্ঘ কখনও হুজুগের দ্বারা বলশালী হয় না। ভক্তিমান্, নিষ্ঠাবান্, শ্রদ্ধাশীল, নিয়ত-কর্ম্ম-পরায়ণ দুই দশটী কর্ম্মীর ধারাবাহিক প্রযত্নের ফলে সঙ্ঘ শক্তিমত্তার আধার হয়। তোমাদের প্রয়োজন লাগিয়া থাকার মতন কর্ম্মী, ধৈর্য্যশীল কর্ম্মী, নাছোড়বান্দা কর্ম্মী।

দানাপুর, চিত্তরঞ্জন এবং কুলটী এই তিন স্থানেই শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। শৃঙ্খলা সহজাত সংস্কারের মত স্বাভাবিক ও সাবলীল হয় সেইখানে, যেখানে শ্রদ্ধা গভীর। ভক্তির মাত্রাহীন আবেগ অনেক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে। শ্রদ্ধার মহত্ত্ব শৃঙ্খলাকে স্থায়ী করে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্যে এই যে একটুকু পার্থক্য, তাহ বুঝিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। এই জন্যই শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে আবশ্যকতা আসে নিয়মের, নির্দ্দেশের, ও দ্বিধাহীন প্রতিপালন-বুদ্ধির। নিয়ম করিলেই হইল না, তাহা পালনের নির্দ্দেশও চাই। নির্দ্দেশ আসিলেই হইল না, তাহা প্রতিপালনের ইচ্ছা এবং বাধ্যবাদকতাও চাই। নিয়ম সকলের জন্যই নিয়ম। প্রজারা চুরি করিলে জেল আর রাজারা

চুরি করিলে পুষ্পমাল্য অর্জ্জন করিবে, ইহা হইতে পারে না। নিয়ম সকলের জন্যই এক। এই একটী মাত্র কথা সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন ঘটিয়া যাইতে পারে। কিছু কিছু লোকের আত্মগরিমাবোধ তাহাদিগকে অপরাপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করিতে প্ররোচিত করে। জগতে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ইহারাই সৃষ্টি করে। আমার হাতে সময় অতি কম, সুতরাং যেখানে অল্প সময়ে বেশী কাজ সম্ভব, আমাকে সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানেই দেখিবার প্রত্যাশা করিও। বড় জায়গার প্রতি আমার কোনও মোহ নাই, ছোট জায়গার প্রতি আমার কোনও বিরাগ নাই। বড় বড় স্থানে যাইবার সহস্র সুযোগ সত্ত্বেও চিরকাল আমি ছোট ছোট স্থানই পছন্দ করিয়া লইয়াছি।

মানুষ পছন্দ করিতেও আমার নজর ছোটদের প্রতিই বেশী সহজে ধাবিত হয়। বড়দের অহমিকা থাকে, যোগ্যতার অহঙ্কার থাকে, নানা রকমের অভিমান ও অভিনয় থাকে। ছোটদের মধ্যে স্বভাবতই বেশী থাকে সরলতা এবং প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে অসহায়তা। অসহায়েরই ত' সহায় হইতে হইবে। নিরহঙ্কার ব্যক্তির সহিতই ত' সহজে মেলামেশা করা যায়। দুঃখের বিষয়, ছোটদের শিক্ষা বড় অল্প, কিন্তু প্রাণটাতে ত' অপ্রসার নাই। যেখানে যাহাকে যত ছোট দেখিব, সেখানে তাহার কাছে আমি তত আবেগভরে ছুটিয়া যাইব। ইহাই আমার মানস

প্রকৃতি। অবহেলা করিয়া ছোট জায়গায় যাই না, এইরূপ ভাবিও না। সময়ে কুলাইতে পারি না বলিয়াই যাই না। যাতায়াত থাকিলে সকলের সহিত দেখাশুনা ঘটে, ফলে অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে ভ্রমণ আমার দৃষ্টিতে এই জন্যই বিশেষ লাভজনক। সাধ আছে, সাধ্যে কুলায় না। অতিশ্রম আমাকে বাঁধিয়া রাখে, ইহা আমার দোষ নহে।

তোমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রেমভরে আকৃষ্ট হও। নিজেরা পরস্পরকে ভালবাসিতে, সম্মান দিতে, বিশ্বাস করিতে, কার্য্যভার দিতে, কর্ম্মদায়িত্ব নিতে অভ্যস্ত হও। যেখানে তোমাদের মধ্যে দিব্য প্রেম, আমার স্থিতি সেখানেই অক্ষয়।

আমি নিজেকে মহাপুরুষ বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও অতিমানব, অথবা দেবতা, অবতার বা পরমেশ্বর বলিয়া দাবী করি না। কিন্তু তোমাদের প্রতি জনেরই মতন আমার ভিতরে অতিমানবিক একটী সত্তা আছে, যাহা পুরুষাতীত বলিয়া নিশ্চয়ই মহাপুরুষ, লৌকিক হিসাবের পরিধির বাহিরে বলিয়া নিশ্চয়ই অলৌকিক, যাহা মানবিক বুদ্ধি-বিবেচনা, মানবিক বিকাশ-বিলয়, মানবিক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ঊর্দ্ধে বলিয়া নিশ্চয়ই দৈবী সম্পদ এবং একই পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে আছেন বলিয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বর-পদবাচ্য। সুতরাং আমি যে কখনো কখনো অথবা সর্ব্বদা অলৌকিক ভাবে স্থূল-শরীর-বিরহিত তোমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে পারি, তোমাদের কাহারও

কাহারও মধ্যে এইরূপ অনুভূতি কদাচ জাগ্রত হইলে আমি কদাচ বলিব না যে, উহা ভ্রম বা মিথ্যা, কদাচ বলিব না, উহা অসার কল্পনা বা অসত্য। যাহারা নিজ-কৃতিত্ব বলে ঐরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বারংবার বলিব যে, তোমরা যখন পরস্পরের সহিত সমবেত এবং একান্তই মৈত্রী-ভাবে সন্নিহিত, তখন আমিও তোমাদের নিঃশ্বাস-বায়ুর সহিত অভিন্ন হইয়া তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করি। ইহাই তোমাদের প্রতি অর্পিত আমার প্রেম।

তোমরা প্রেম লইয়া কাজ কর। কাজ যে করিতেছ, ইহাই তোমাদের একটী বিশেষ শক্তি। প্রেম লইয়া যদি, কর, তবে তাহাতে বিশেষ শক্তির উদ্বোধন ঘটিবে। পুরাতন কর্ম্মীরা ঝিমাইয়া পড়িলেও কাজ কখনও বন্ধ রাখা যায় না। তখন নূতনদের প্রয়োজন পড়ে আত্মপ্রকাশ করিবার। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই আত্মপ্রকাশ নহে, পরন্তু নিরলস দেশসেবার জন্যই ইহা প্রয়োজনীয়। মানুষ যখন মানুষের প্রতি প্রেম লইয়া কাজে হাত দেয়, তখন তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা প্রেমিক হও। তোমরা যখন পরস্পরের প্রতি প্রেমিক হইয়া কাজের জন্য হাতে হাত মিলাইবে, তখন আমি অযুত হস্তীর বল তোমাদের হাতের কব্জিতে সঞ্চারিত করিব। প্রেমকে লক্ষ্য এবং উপায়, দুইটাই মনে করিবে। প্রেম যেন তোমাদের পক্ষে ফাঁক হইয়া না দাঁড়ায়, প্রেম যেন তোমাদিগকে মুক্ত-পিঞ্জর

বলাকার মত অনন্ত আকাশে উড়িয়া চলিবার সামর্থ্য দেয়। প্রেম চখের নেশা না হইয়া যেন প্রাণের আহার হয়। প্রেমকে জড়ীয় বস্তুর সহিত তুলিত বা ম্রক্ষিত হইতে দিও না। প্রেম অবাস্তব বস্তু নহে কিন্তু ইহা অজড়ীয়, ইহা অধিকারী, ইহা অদৃশ্য-শক্তিধর, ইহা সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতায় পরিপূর্ণতাবিধায়ক। প্রেমকে সেই দৃষ্টিতে দেখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্র পড়িতে বা লিখিতে আমায় ক্লেশ হয়। চক্ষুর বয়স হইয়াছে এবং কাজে তার রুচি কমিয়া গিয়াছে। তবু তোমার পত্র পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। তুমি শ্রীমান্—রহিত শ্রীমতী—র অখণ্ডমতে বিবাহের সংবাদ দিয়াছ। অখণ্ডেরা বিশ্বাস করে যে বর্ত্তমান ঘটনাবলির সহিত অনন্ত ভবিষ্যতের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ মানব-জীবনের ক্রম-দিব্যায়নের অভিব্যক্তির প্রয়োজনেই অবিচ্ছিন্ন। সাধারণ বিবাহ পুত্রার্থে,

কারণ, পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনম্। কিন্তু অখণ্ডের বিবাহ তারও অতিরিক্ত আর একটী উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যটী হইল নবদম্পতীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে বহুপুরুষব্যাপী ঐকান্তিক অনুশীলনের দ্বারা ভাবী কালের মানুষের ভিতরে পূর্ণ ও নিষ্কলঙ্ক দেব-ভাবকে স্বাভাবিক নিয়মেই বিকশিত করিয়া দেওয়া। যে সকল সৎসম্ভাবনা আজিকার নবদম্পতীতে উকিঝুঁকি মারিতেছে, তাহার প্রত্যেকটীকে ভাবীকালের মানবাধারে ও মানবী-আধারে পরিপূর্ণ-রূপে যুগপৎ অভিব্যক্ত করিয়া তোলা। ইহার বাস্তবায়ন যে সম্ভব, তাহা আমি ধ্যাননেত্রে দেখিয়াছি। তাই আমি বলিয়া বেড়াইতেছি যে, সকলে মিলিয়া এমন এক তুমুল আন্দোলনে নামিয়া যাও, যাহার ফলে মানবের মধ্যে আদিম পশুত্ব আর মাথা চাড়া দিয়া না উঠিতে পারে। এই জন্যই বিবাহ-অনুষ্ঠানটীকে আমি নিরতিশয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি এবং বিবাহিত দম্পতীকে শিবপার্ব্বতীর কৌলীন্য প্রদান করি।

নববিবাহিতদিগকে আলাদা করিয়া পত্র লিখিবার আমার অবসর নাই। তাহাদিগকে গিয়া আমার পত্রখানা দেখাইও এবং আশীর্ব্বাদ জানাইও। রিপুর তাড়নায় নহে, মানবজাতির সামগ্রিক রূপান্তরের প্রেরণায় সর্ব্বত্র বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটুক, ইহাই আমার কাম্য।

বিবাহ এমন একটা প্রথা, যাহা মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্রমবিকাশের সম্ভাবনাকে বহু প্রকারের বিনাশ-সম্ভাবনা

হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ, জীবদেহের প্রতিটি জীবকোষে বাঁচিয়া থাকিবার, শাশ্বত পরমায়ু পাইবার যে আকূতি রহিয়াছে, তাহাই প্রকারান্তরে রমণেচ্ছার রূপ ধরিয়াছে। এক একটী জীবের দেহে কোটি কোটি রমণেচ্ছু জীবকোষের যুগপৎ অবস্থান এক অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেই দেহটার মধ্যে এতগুলি জীবকোষ একত্র অবস্থান করিয়াও প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আত্মবিকাশের পরিতৃপ্তি দাবী করিতেছে, একটা মাত্র জীব তাহাদের সকলের সকল দাবী একই সঙ্গে পূরণ করে কি করিয়া? এক সঙ্গে পূরণ সম্ভব নহে বলিয়াই মানুষটীর একাঙ্গীন পরিতৃপ্তিতে সকলকে শূন্য মুখে তৃপ্ত হইবার ভাণ করিতে হয়। অথচ, উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত গর্ভে আহিত হইয়া সঙ্গত কাল ধরিয়া পুষ্টি পাইবার পরিস্থিতি পাইলে ইহারা প্রত্যেকে এক একটা আলাদা মানুষ বা আলাদা জীব হইতে পারিত, যেই জীবের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে জীবিত থাকা, নিজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা। নিজেকে বহুর স্রষ্টা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং জীবনপ্রবাহকে অবারিত রাখা। জীবকোষগুলির তৃপ্তিলাভের অত্যাগ্রহ নিয়ত তাহাদিগকে অধীর করিতেছে বলিয়াই আশ্রয়দাতা দেহটীর মধ্যে নিয়ত কামসম্ভোগের নিদারুণ তাড়না। এই যৌন তাড়নাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য নহে, স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি দান করিয়া শান্ত করিবার প্রয়োজনেই বিবাহ-প্রথার পত্তন হইয়াছে। বিবাহ-প্রথা তাহার কর্ত্তব্য এত

কাল ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণেই পালন করিয়াছে কিন্তু আরও অধিক যোগ্যতার সহিত তাহা পালন এখন হইতে প্রয়োজন হইবে। কারণ, এতদিন মানুষ চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, সাধারণ সুখ-দুঃখের অধীন মানুষ-জাতি ক্রমিক অনুশীলনের ফলে বহু বংশাবতংসদের অবতারণের পরে ক্রমান্বয়ে দেবামানব বা মানবরূপী দেবতায় পরিণত হইতে পারে। বিবাহ-প্রথা মানব-সমাজকে স্থিতিশীলতা দিয়াছে। সাধন-পূত বিবাহিত জীবন সেই স্থিতিশীলতার মধ্যে একদা দেবত্বের সমাবেশ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার বাক্যকে আপ্তবাক্য জ্ঞান করিয়া তোমরা অনায়াসে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পার। বিবাহিত জীবন যাহাতে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার বেপরোয়া লাইসেন্স না হইয়া সাধন-চর্চ্চার জীবন হয়, তদ্বিষয়ে পরিবেশ সৃষ্টির কাজে তোমরা মন দাও। কীটপতঙ্গ হইতে শুরু করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত অবিরাম কামনা করিতেছে,—"আরও বাড়িব, আরও বাড়িব।" এই কামনার প্রকৃত সার্থকতা হইবে তখন, যখন যাহারা বাড়িবে, তাহারা স্বার্থপর পশু না হইয়া পরার্থচেতা দেবতা হইবে।

মৃত্যু এমন একটা জিনিষ, যাহাকে অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। তুমি মৃত্যুকে ভয় না পাইতে পার কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না, পরাক্রম কমে না। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি যদি বিবাহের সাধারণ সুফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোকসংখ্যা হরণও মৃত্যুর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যু কিছুই দিতে পারে না কিন্তু সব প্রাণীকে কাড়িয়া নিয়া নিজের করাল ও ব্যাদিত মুখবিবরে ঢালিয়া দিতে পারে। এই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মৃত্যুর ফল ধ্বংস। কিন্তু মৃত্যুকে আমরা সত্য সত্যই দারুণ ফাঁকি দিতে পারি। তাহা পারি, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মধ্যে নবতর গুণ-সংক্রমণের মধ্য দিয়া। মৃত্যু তাহার তাণ্ডব নাচিয়া যতই পরিতৃপ্ত হউক না কেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়ের আগমনকে প্রতিরুদ্ধ করিবার তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবার পরেও সৃষ্টি আবার ঘটিবে, মৃত্যু ইহাকে আটকাইতে পারিবে না। ভবিষ্যতের মানব-সমাজকে নিত্য নবতর গুণবিকাশনের মধ্য দিয়া মৃত্যুর হস্তমুষ্টির এক ফাঁক দিয়া আমরা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার রণকৌশল পরিচালন করিতে পারি। সেই জন্যই আমার চখে তোমাদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ এক পবিত্র যজ্ঞ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা-

সংগ্রামের গৌরবময় দিনগুলিতে তোমরা বিলনিয়া প্রভৃতি স্থানে দলে দলে আসিয়াছিলে দীক্ষা নিতে। তোমাদের অধিকাংশের কথা আমার স্পষ্ট ভাবেই স্মরণ আছে। আমি তোমাদিগকে এমন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছি, যাহা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকে নিজের স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করে, যাহা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে আদরণীয় ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, যাহা পৃথিবীর সকল ভাষার শব্দ ও রচনাবলীকে বেদমন্ত্র-তুল্য পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহা সকল মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যোগ্য ভূমিকা নির্ম্মাণে সমর্থ বলিয়া দাবী করে। এমন উদার মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পরে জগতের কাহাকেও মিত্র ব্যতীত শত্রু বা পর বলিয়া ভাবিবার তোমাদের অবসর যে আদৌ নাই, এই কথাটী প্রতিজনে মনে রাখিও।

তোমরা সমবেত উপাসনা নিয়মিত চালাইয়া যাইতেছ এবং শুদ্ধ চিত্তে যে-কেহ আসিতেছে, তাহাকেই সমাদর সহকারে নিজেদের পাশে বসাইয়া পরমেশ্বরের ভজনা করিতেছ, এই সংবাদে হৃষ্ট হইলাম। সমবেত উপাসনা উপলক্ষ্যে তোমরা কেহ এমন কিছু করিও না, যাহার প্রত্যক্ষ বা গৌণ কুফল হইতেছে মনান্তর, বিরোধ, বিদ্বেষ, সংঘর্ষ এবং অশান্তি। বিশ্ব জুড়িয়া পরমা প্রীতির অনুশীলনই তোমাদের সমবেত উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-ধামে হরিনাম-কীর্তনের প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত তাহার

বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু হাতের কাজ ছাড়িয়া দেন নাই। হজরৎ মহম্মদ যখন মক্কা-শরিফে নমাজের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন পৌরোহিত্য-তন্ত্রী কোরেশীরা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টায়ও কসুর করে নাই। কিন্তু তিনি থামিয়া যান নাই। যীশু যখন ইহুদীদের উপাসনা-মন্দির পীডাগগে গিয়া বলিতেছিলেন,—"দূর কর টাকার থলি আর ভণ্ডামি, দূর ক'রে ধর্ম্মের ভাণে বিষয়-চর্চ্চা,"—তখন ইহুদী পৌরোহিত্য-তন্ত্রীরা তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে দেখে নাই বরঞ্চ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাসটী নিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার আরব্ধ মহাকার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। অন্তরের নিষ্ঠা উল্লিখিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের প্রেমময়, জ্ঞানময়, কর্ম্মময় ধর্ম্মকে বিশ্বতোব্যাপী করিয়াছে। তোমরাও এইরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠাকেই অবলম্বনীয় কর।

সমবেত উপাসনা দ্বারা জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত, মৃত-সৎকার, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য অখণ্ডমতে করিলে, যে অঞ্চলে ইহার প্রবর্ত্তন হইতেছে, সেই অঞ্চলের পুরোহিত মহাশয়দের আর্থিক ক্ষতি হয়, ইহা আমি বুঝি। যাজনিক ব্রাহ্মণ বৃত্তিচ্যুত হইলে অন্য কি উপায়ে তাঁহার সংসার পালিত হইবে? সুতরাং, ইঁহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন মন লইয়া যতটা পার ইঁহাদিগকে আর্থিক ভাবে সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিও। একটা ছেলের একবারই ত' অন্নারম্ভ বা বিদ্যারম্ভ

হয়। একটা মানুষের একবারই ত' মৃত-সৎকার হয়। বারংবার ইহা হয় না। পৌরোহিত্য-ব্রতী ব্রাহ্মণেরা একদা প্রাচীনের চিন্তাধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রশংসনীয় চেষ্টাটী বহু শতাব্দী ধরিয়া যে করিয়া আসিয়াছেন, এই দামী কথাটা হঠাৎ করিয়া ভুলিয়া যাইও না। অতীতকে ইঁহারা কোনও প্রকারে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই না আজ তোমরা স্বরূপানন্দের কাছে ওঙ্কার ও ব্রহ্মগায়ত্রীতে দীক্ষা পাইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছ। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সাধুসন্ত ও পুরোহিতদিগকে তোমরা কদাচ অবজ্ঞা করিও না। ইঁহাদের দৃষ্টি তোমরা আমার প্রবর্ত্তিত চরিত্র-আন্দোলন তথা ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট কর। ইঁহাদের মুখ দিয়া তোমরা পল্লীতে পল্লীতে সভায় সভায় ব্রহ্মচর্য্যের মহিমার কথা বিঘোষিত করিবার ব্যবস্থা কর। এখনও শতকরা আশি জন হিন্দু অশিক্ষিত পুরোহিতকে বা অজ্ঞান ব্রাহ্মণ-সন্তানকে যথেষ্ট সন্মান করে, গভীর ভাবে বিশ্বাস করে, স্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধা করে। ইঁহাদের মুখ দিয়া তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল আন্দোলন সৃষ্টি করাও। ইঁহাদের কণ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের মহিমায় ঋষিকণ্ঠে পরিণত হউক। ইঁহারা তোমাদের গ্রামে যাওয়া, পথে হাটা, সভা করা বন্ধ করিয়াছেন ত'। ইহারাই তোমাদিগকে আদর করিয়া ঘরে ঘরে ডাকিয়া নিবেন, যদি উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা করিতে চেষ্টা কর।

সত্যের প্রতি বিরোধ চিরকাল কেহ করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ বারাণসী

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার লিখিত এবং তোমার বাবার লিখিত দুইখানা পত্রই আমি পাইয়াছি। তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে, তুমি সাধন-জগতে কোনও এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িয়াছ। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট হইল যে, তুমি অতীতে নিজ পথে থাকিয়াই কিছু কিছু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করিতেছিলে এবং তাহা তোমার পক্ষে হিতপ্রদ হইয়াছে। নিজ পথে থাকিয়াই যখন কিছু না কিছু কুশল-লাভ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তখন ভিন্ন পথের দিকে দৃষ্টি দিবার তোমার যে প্রয়োজন নাই, ইহাও বুঝা যাইতেছে। সুতরাং, সর্ব্বসঙ্কটে নিজ পথকে আশ্রয় করিয়া থাকিবার চেষ্টাই তোমার পক্ষে বেশী কল্যাণকর হইবে বলিয়া মনে করিতে পারি। নূতন নূতন পথের অভিনবত্বই তাহাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ কিন্তু নূতন হইলেই সব জিনিষ শুভপ্রদ নাও হইতে পারে। মাতৃভাবের সাধনা আমি আবাল্য করিয়াছি,

এইরূপ মনে করা খুব অসঙ্গত অনুমান হইবে না। কিন্তু আমার মাতৃভাবের চর্চ্চা বা অনুশীলন কদাচ আমাকে বিহ্বল করিয়া যুক্তিহীন পথে পরিচালিত করিতে পারে নাই। যে সকল পীঠস্থানে বা পীঠতুল্য পুণ্যময় তীর্থে মাতৃভাবের সাধনার বিশেষ অনুশীলন আছে, সেই সকল স্থানের ভৈরবী-মায়েরা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও পথচ্যুতি ঘটাইতে পারেন নাই। আর, প্রকৃত প্রস্তাবে নিজ নিজ স্বভাবে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ভৈরবী-মায়েরা অন্যের ছেলেকে সন্দেহজনক পথের দিকে কদাচ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টাও করেন না। নারী মাত্রের প্রতি মাতৃভাব যাহাদের স্বভাবজাত ও সুপুষ্ট, তাহারা আলেয়া দেখিয়া মুগ্ধ হয় না বা পতঙ্গের মত আগুনে পুড়িয়া তারপরে হা-হুতাশ করে না। নিজ পথটীকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রাখ এবং সেইরূপ চেষ্টাই তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত। কেহ কোনও ভিন্ন পথ আশ্রয় করিলে আমি কদাচ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করি না। কিন্তু তুমি নিজেই যখন নিজেকে বিপন্ন মনে করিতেছ, তখন তোমাকে আমার বক্তব্য বলিয়া রাখা সঙ্গতই জ্ঞান করিলাম। সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বব্যাপারে, সর্ব্বক্ষণ খোলা দৃষ্টিতে তাকাইও, ঘোলা দৃষ্টিতে নহে। যাহাকে যাহা দেখিতেছ, তাহা কি সত্যই তাহা,—এই বিচার করিও। সর্ব্ববিপদে আমি

তোমার কাছে আছি, এই বিশ্বাসটী রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ বারাণসী
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৮৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কৃতবিদ্য, শিক্ষিত, উপার্জ্জনশীল পুত্র শক্তি-সাধিকা মায়েদের পাল্লায় পড়িয়াছে বলিয়া তুমি খুবই আতঙ্কিত হইয়াছ, দেখিতেছি। সাধারণতঃ শক্তি-সাধিকাদের সম্পর্কে জনগণমনে যে বিভীষিকার ভাব রহিয়াছে, তাহাতে তোমার মতন পুত্র-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মনে উদ্বেগ নিশ্চয়ই আসিতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত সাধিকা রমণী কদাচ তাঁহার শরণাগত পুরুষ ভক্তকে কোনও নৈতিক বিপদে বা আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয়ে ফেলিবেন না। তবে, জগতে কে প্রকৃত, কে অপ্রকৃত, কে প্রকৃতিস্থ, কে অপ্রকৃতিস্থ, কে স্থিতপ্রজ্ঞ, কে অস্থিরপ্রজ্ঞ, তাহা বুঝিবার সাধ্য তোমার আমার মতন সাধারণ মানুষের নাই। তাই, উদ্বিগ্ন হইলে তাহা অস্বাভাবিকও হয় না। তবু

বলি, উদ্বেগ পরিহার কর এবং অন্যান্য সন্তানদের সম্পর্কে সাবধান হও।

নগাঁও জেলার এক বিশিষ্ট ভক্ত আমাকে বলিয়াছিল যে, পুত্র যখন বড় হইবে এবং নিজের বিচারের দ্বারা সুপথ ও বিপথ বুঝিতে পারিবে, তখন পুত্রের দীক্ষা দেওয়াইবে। সে ভাবিয়া দেখে নাই যে, পুত্র বড় হইতে হইতে কত দেশের কত রকমের মানসিক বিকারের বীজাণু তাহার মস্তিষ্কে কীটের বাসা বাঁধিয়া ফেলিতে পারে। এই সেই দিন চিত্তরঞ্জন শহরে আর একজন নামকরা ভক্ত বলিল, ছেলে বড় হইলে আপনার কাছে পাঠাইব। সেও ভাবিয়া দেখে নাই যে, ছেলে বড় হইতে হইতে তাহার সম্পদের থলিতে কয়টা ইন্দুরের দাঁত বসিয়া যাইতে পারে। এইগুলি পিতা বা অভিভাবকদের অদূরদর্শিতারই নিদর্শন। তোমার ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। তুমি পুত্রকে সময় থাকিতে এখানে দীক্ষিত করিয়াছিলে।

তোমরা প্রত্যেকে জান যে, আমি আমার দীক্ষিতদিগকে মতান্তর ও পথান্তর গ্রহণ করিবার ঢালাও স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখিয়াছি, যে পথেই যাও, ব্রহ্মচর্য্যটী পালন করিও। যে যাহার শিষ্য হইতে চাহে, হউক গিয়া, শিষ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিতে বা শিষ্যদের সকলকে শিকল দিয়া আমার সঙ্গেই বাঁধিয়া রাখিতে আমি আগ্রহী নহি। কারণ, আমার শিষ্যচ্যুতিতে দেশের কোনও লাভ বা ক্ষতি দেখি না।

কিন্তু সে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইলে সমগ্র দেশের লাভ। যাহাতে দেশ ও জগতের সামগ্রিক লাভ ও ব্যাপক কল্যাণ, আমার দৃষ্টি সেই দিকে।

ভৈরবী-মায়েদের সঙ্গে পড়িয়া তোমার ছেলের মতান্তর ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে বলিয়া শঙ্কিত হইও না। তাহাকে প্রতিটি পত্রে লিখিতে থাক,—মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিও না, ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইতে স্খলিত হইও না, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইও না। পুত্রকে নিয়ত হিতোপদেশ বিতরণ করা পিতামাতার অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত জীবন মানুষকে যেই কথাগুলি শুনাইতে শুনাইতে আজ বৈতরণীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সেই কথাগুলি পুত্রদের, কন্যাদের, আত্মীয়-পরিজনদের পুত্রকন্যাদের তোমরাও শুনাও বাবা, তোমরাও শুনাইতে থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ — গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৯শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮৪
(৪ঠা জুলাই, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার এবং অন্যান্য কয়েকজনের পত্র একই সময়ে পাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইলাম। দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনেকের মনে প্রেরণা জাগিয়াছ, ইহা ত' খুব ভাল কথা কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে যে এক এক জনে দৈত্যের আয়তন ধরিয়া ঝগড়া-কলহের ঝাপটা চালাইতে শুরু করে এবং এইভাবে মণ্ডলীর স্বাভাবিক শান্তি বিনষ্ট করে, ইহাই ত' তাজ্জব ব্যাপার। সমসাধনে দীক্ষিত হইবার যদি ইহাই হয় পরিণাম, তাহা হইলে তোমাদের এক জনেরও আমার নিকটে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা এমন অন্য কাহারও নিকটে যাও, যিনি ঝগড়া-কলহ দেখিয়া দুঃখ পাইবেন না, যিনি মানবে মানবে মিলন-সাধনের ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়াও সুনিদ্রা উপভোগ করিতে পারিবেন। বিশ্ব-মানবের মিলনকামী মানুষটির কাছে আসিবে, অথচ দীক্ষিত হইবার পরেই নিজেরা নিজেরা শুম্ভ-নিশুম্ভের সংগ্রাম শুরু করিবে, এই কথা বড়ই অনুপাদেয়।

কেহ কেহ আবার স্বপ্নেও আমাকে বারংবার দেখিতে পাইয়া বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছ। এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনক কিছুই নাই। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বপ্নে আমাকে বারংবার দেখিতে পাইতেছ বলিয়াই আমার মন্ত্রশিষ্য তোমাকে হইতেই হইবে, এমন মাথার দিব্যি তোমাকে কে দিয়াছে? আমি ত' শিষ্যলোভাতুর নহি। তুমি আমার শিষ্য যদি আগামী কোটি জন্মের মধ্যেও না হও, তথাপি তোমাকে আপনার আপন,

পরমপ্রিয়জন জানিয়া নিয়ত আমি তোমার সঙ্গে থাকিবই থাকিব। আমার শ্রম শিষ্য করার জন্য নয়, মানুষ করার জন্য। আমার ভ্রমণ শিষ্য খোঁজার জন্য নয়, মানুষ খোঁজার জন্য।

তোমাদের মধ্যে যে যতটা আদর্শবান্ হইতে চেষ্টা করিবে, সে ততটা আমার হৃৎস্পন্দনের নিকটতর হইবে, তত সে প্রিয়তর হইবে। আমি ত' ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ভালবাসিতে চাহি। একজনকেও ত' বাদ দিতে চাহি না। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে চাহিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু ইহাই বিস্ময়কর যে, তোমরা আমারই কাছে আসিতেছ অথচ নিজেদের মধ্যে মিলন-সূত্র গ্রথিত হইতেছে না।

বর্দ্ধমান জেলার একটা অখণ্ডমণ্ডলী বিগত বারো তের বৎসরের মধ্যে শান্তিসুখ আস্বাদন করিতে পারিল না। খবর পাইলাম, অন্যত্র আবার একদল স্বরূপানন্দ-ভক্ত নিজেদের ঘরের কোণে আর একটি মণ্ডলী করিবার জন্য পরিপ্রেক্ষি সৃষ্টিতে বিপুল প্রতিভার প্রয়োগ করিয়াছে। এ কি সংক্রামক রোগ তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, বলিতে পার?

ভাল ভাল কথা আমরা অনেক কহিয়াছি বা কহিতেছি। ভাল ভাল কাজও ত' আমাদের দুই-চারিটা করা দরকার। যে ভাল কাজের ফল ব্যাপক হইবে, গভীর হইবে, স্থায়ী হইবে, সেই রকম ভাল কাজ করিতে হইলে চারিদিকে শান্তির, সম্প্রীতির, ভালবাসার, বিশ্বস্ততার, আনুগত্যের ও সহযোগবৃদ্ধির আবহাওয়া সৃষ্টি করা আবশ্যক। তোমাদের ঐ

অঞ্চলে পরপর কয়েকটী বড় বড় অনুষ্ঠান অবহেলে সফল হইয়া যাইবার পরে, সেই সফলতার ফলকে পূর্ণতর পরিণতির পথে পরিচালিত করিবার কি প্রয়োজন নাই? বড় বড় ঘটনার পরে অনুরূপ আদর্শের ছোট ছোট অনেক ঘটনা ঘটান যে দরকার, তাহা কি তোমরা বুঝিতেছ না?

বাঁকুড়ার অনুষ্ঠানের বিবরণ কলিকাতা হইতে অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও নাকি প্রচার করিয়াছেন। আরও শুনিলাম, বর্দ্ধমানের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে ষ্টেটস্‌ম্যান প্রচারিত সুসফল নির্ব্বাচনী সভাগুলির বর্ণনাকেও হেয় করিয়া দিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত খবর দুইটী সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক সত্য এই যে, বর্দ্ধমান হইতে শুরু করিয়া দুর্গাপুর পর্য্যন্ত সাতটী স্থানের চৌদ্দটী বিরাট জনসভা কয়েক লক্ষ লোকের চক্ষে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। এই তাক্ শুধু বিস্ময়ের নহে, অনুরাগমিশ্রিত শ্রদ্ধার। তোমরা এই সুযোগে চারিদিকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কাজ করিতে আগ্রহী কেন হইবে না? বড় বড় অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের একটা আমেজ থাকে। সেজন্য তাহাদের স্থায়ী ফল অল্প হয়। কিন্তু ছোট ছোট সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে চমৎকারিত্ব না থাকিলেও স্থায়িত্ব-সম্ভাবনা অধিক। ছোট অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা করিও না।

মণ্ডলীর কাজ ঝগড়া করা নহে। মণ্ডলীর প্রথম কর্ত্তব্য সাপ্তাহিক উপাসনাটী ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ করা

এবং ইহাতে যত অধিক-সংখ্যক সমভাবের ভাবুকের উপস্থিতি সম্ভব, তাহাদিগকে একত্র করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অখণ্ড-সংহিতা পাঠ-প্রকল্প চালু করা। তৃতীয় কর্ত্তব্য মাঝে মাঝে হরিওঁ-কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা করিয়া মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে, হরিওঁ, ঈশ্বর আছেন। অন্য কোনও কাজ করিবার সাধ্য না থাকে ত' নাই হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সুদূর বিদেশে গিয়াও জন্মভূমিকে ভুলিতে পারিতেছ না। ইহাই ত' স্বাভাবিক। জন্মভূমিকে ভুলিয়া যাওয়াটা তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হইত। জন্মভূমিকে ভালবাসা আর জন্মদাত্রী জননীকে ভালবাসা এক কথা। জননী দিয়া জন্মভূমির পরিচয়, জন্মভূমি দিয়া বিশ্বভূমির পরিচয়। আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ জন্মভূমির প্রতি প্রণত হউক এবং জন্মভূমির কল্যাণ-সাধনে নিয়ত ব্রতী থাকুক। বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রতি করণীয় কর্ত্তব্যের অবিরোধে যাহারা জন্মভূমির সেবা করিতে পারে, তাহাদের সেবাই পরমোৎকৃষ্ট এবং সার্থক।

স্বদেশপ্রেম কমিয়া গেলে মানুষ স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর মানুষ আর পশুতে ভেদ অতি অল্প। অর্থাৎ প্রকৃতিতে উভয়েই পরম পশু, কেবল আকারের পার্থক্য। সাপ, বাঘ, শকুনি আদির মন পাইয়া বিচরণ করিলে, লোকে আমাকে মানুষ ভাবিলেও, পশুই ত' রহিয়া গেলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাম মানুষের এক হিসাবে দারুণ শত্রু কিন্তু অন্য হিসাবে বন্ধু। কামকে রূপান্তরিত করিতে জানিলে সে হয় মানুষের সর্ব্বশক্তির বিকাশক। কামকে নির্ম্মূল করার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইতেছে কামকে নির্ম্মল করার। ব্যায়াম, কীর্ত্তন, শারীরিক নানা অধ্যবসায় কামকে রূপান্তরিত করিবার সহায়তা করে। কামবস্তুতে ইষ্টদর্শনের চেষ্টা করিলে কাম পরাভূত হয়। তবে কামের সহিত যদি নেশার আবার হয় সংযোগ, তবে ব্যাপার অতীব দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এখনও ভারতীয় নারীরা মদ খাইতে শিখে নাই। তবে তুমি নেশার ভয় করিতেছ কেন?

আমি আশীর্ব্বাদ করি, আমার লিখিত পত্রখানা পাঠ মাত্র

তোমার দেহ ও মন ঈশ্বরীয় প্রেমে স্নিগ্ধ হউক, শীতল হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্বপ্ন অধিকাংশ সময়ে মনের গোপন কোণে সঞ্চিত বাসনাগুলিকে প্রকাশ করিয়া ধরে। সুতরাং তাহা এক হিসাবে স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মপরিচয়।

দেখিয়াছ, ঠাকুরঘরের সামনে পরদা। মানে তোমাকে সাধন করিয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে। আবরণ খুলিয়া গেলেই সত্যদর্শন হইবে।

দেখিয়াছ, শনি ও সত্যানারায়ণের পূজা হইতেছে। এই দুই পূজার প্রতি তোমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল বলিয়াই হয়ত ইহা দেখিয়াছ। কিন্তু যে সাধন তুমি আমার কাছে পাইয়াছ, তাহাতে আর শনি প্রভৃতি বহু দেবতার পূজার তোমার প্রয়োজন হইবে না। স্বপ্ন দ্বারা তোমার পূর্ব্বসংস্কারের ক্ষয় হইতেছে মাত্র।

দেখিলে বড় বড় রুই-কাতলা মাছ ভোগে চড়িয়াছে। যে দেবতার ভোগে এসব লাগিবে, সেই দেবতা ত' প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি। তোমার মনের রুচি ঐ সকল বস্তুর প্রতি অনুকূল। এই স্বপ্ন দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

স্বপ্নে যখন যাহাই দেখ, তাহা নিয়াই দুশ্চিন্তার চেষ্টা করিতে যাইও না। নিশ্চিন্ত হও এবং কেবল গুরুদত্ত নাম কর। আস্তে আস্তে মনের আকাশ পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও আশিস নিও।

ধনবল তোমাদের নাই, অধ্যবসায়ই তোমাদের একমাত্র বল। তাই আমি বলিতেছি যে, ঐ অঞ্চলে আনাচে কানাচে ছোট ছোট সভা করিয়া গণ-মানস এমন ভাবে তৈরী কর, যাহাতে তোমাদের পরিচালিত যে-কোনও বড় অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোকদের সমাবেশ দ্বারাই দর্শককে চমকিত করিয়া দেওয়া যায়। দিল্লী আর লাহোর হইতে প্রচুর অর্থব্যয়ে লক্ষ লোক আসিয়া একটা সঁহরে উপনীত হইবে, এমন ভরসা করিয়া কোনও

আয়োজনে নামিও না। ছোট ছোট সফলতাকে আমি বড় দামী মনে করি। অনেকগুলি ছোট সভার যোগফল একটা দুইটা বড় সভার চেয়ে অনেক বেশী। অবশ্য আমার সভায় জনতার অল্পতা আমি এক যশোর বা চক্রধরপুর ছাড়া অন্যত্র দেখি নাই। তবু তোমরা বড় বড় সভা করার চেয়ে ছোট ছোট অনেকগুলি সভা করিবার দিকেই বেশী মনোযোগ দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৪শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮৪

(৯ই জুলাই, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্প্রতি কতকগুলি ব্যাপার আমাকে বড়ই বিচলিত করিতেছে। তোমরা নানাস্থানে সুযোগ পাইলেই অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিতেছ, ইহা যেমনই সুখের কথা, তেমনই আবার নানা ছলছুতা উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের মধ্যে কলহ এবং গৃহবিবাদ সৃষ্টি করিতেছ, যাহা আবার তেমনই অনুপাদেয়।

গেলাম পশ্চিমবঙ্গের একটা নামী শহরে। দেখিলাম, মণ্ডলী দ্বিধাবিভক্ত। কারণ কি? কারণ এই যে, সমবেত উপাসনার

পরে কিছুলোক উপাসনার আসর হইতে একটু দূরে যাইয়া গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে মাল্যার্পণ করে, স্তোত্রপাঠপূর্ব্বক প্রণাম করে। এইরূপ করিলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিরক্ত বা অসুবিধাগ্রস্ত হইবে—এই আশঙ্কাতে কলহ।

আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনা সকল সম্প্রদায়ের সকলকে এক মঞ্চে মিলাইবার জন্য। সুতরাং নির্দ্দিষ্টভাবে কোনও গুরুর প্রতিচিত্র সেখানে থাকে না। সেখানে আমি তোমাদের সমসাধক বলিয়া আমার জন্য পৃথক্ একটি আসন থাকে। তখন আমি কাহারও পূজার বিগ্রহ নহি। সকলের সাথে এক পথের পথিক মাত্র। যেহেতু সেখানে আমার একটী আসন রহিয়াছেই, সেইহেতু কাহারও আগ্রহ থাকিলেও পূজার বেদীতে আমার একটী প্রতিচিত্র থাকা অনাবশ্যক। পরন্তু আমি আমার নিজ পূজা-প্রবর্ত্তনে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নহি বলিয়া প্রতিচিত্র সেখানে রাখার উপযোগিতা নাই।

কলিকাতায় ছায়া সিনেমায় থাকিবার কালে দেখিয়াছি, সমবেত উপাসনা শেষ হইয়া গেলে কেহ কেহ আমার ঘরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া যাইত। আমি যখন কলিকাতায় থাকিতাম না, তখন তাহারা আমার স্থিতির আসনের সম্মুখে প্রণাম নিবেদন করিয়া যাইত। ইহার মধ্যে নরপূজার গন্ধ পাইয়া তিনটী এম্-এ ডিগ্রীধারী এক কুল-তিলক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল "এসব কাজ কি অন্যায় হইতেছে না?" আমার উত্তর মাত্র এইটিই ছিল,—"এখন যে তুমি আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, একাজটী কি অন্যায় হয় নাই?"

খাঁটি অখণ্ড বলিয়া পরিচয় দিবার উদ্ধত অভিমানে এভাবে অনেকেই মণ্ডলীগুলির ভিতরে ভেদ সৃষ্টি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেই আমার উপদেশগুলি পাঠ করে না। উত্তরবঙ্গের এক কুলতিলক তো গোলমাল সৃষ্টি করিবার দিনটী ছাড়া সারা বৎসরে কোনও সমবেত উপাসনায় যোগদান করে নাই। ইহাদের যুক্তির সহিত নিষ্ঠার কোনও সম্পর্ক নাই।

একটী মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া তিনটী মণ্ডলী করিবার দিকে তোমাদের প্রতিভার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অথচ দশটী মণ্ডলী মিলাইয়া একটি শক্তি-কেন্দ্র সৃষ্টি করিতেই তোমাদের প্রতিভার বিনিয়োজন বিশেষ প্রয়োজন। ভাঙ্গিতে ওস্তাদ, গড়িতে অক্ষম, —ইহা কোনও উচ্চ প্রশংসার কথা নহে। আত্মাহংকার খর্ব্বিত করিয়া তোমরা এই বিষয়ে একটু ভাবিতে শিখ।

আমি কোথাও গেলে দীক্ষার ঘরে তোমরা দলে দলে লোক পাঠাও অথচ বারংবার আমি বলিয়া আসিতেছি যে, আমার চিন্তার জগতের সহিত যাহাদের কোনও পরিচয় ঘটে নাই, তাহাদিগকে আমার নিকট দীক্ষা নিতে উৎসাহিত করিও না। কারণ, একবার পরিশ্রম করিয়া দীক্ষা দিব, আর একবার তুমুলতর মেহনৎ করিয়া আমার চিন্তার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইব, এত অবসর আমার নাই। অতীব রুগ্ন শরীরেও আমি মত্ত-হস্তীর বিক্রমে কাজ করিয়া যাইতেছি কিন্তু সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নির্দ্দিষ্টকালেই ঘটিয়া থাকে। ঘড়ির কাঁটাগুলি আমার জন্য 'স্লো' হয় না। তাহারা বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে। আমি কি বিধাতার সৃষ্টির বাহিরে?

গঠনমূলক কাজ তোমাদের কত আছে, সেগুলির দিকে তোমাদের মন নাই। মণ্ডলীর ভিতরে ঢুকিয়া কেবল কলহের অছিলা সৃষ্টি করিতেছ। উদ্দেশ্য পদাধিকার। সুতরাং প্রবীণদিগকে মানিবার প্রয়োজন নাই, নবীনদিগকে উৎসাহ দিবার আবশ্যকতা নাই, আবশ্যকতা শুধু শুম্ভ-নিশুম্ভের গৃহযুদ্ধের। প্রবীণদিগকে সম্মান না করিলে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাওয়া যায় না, নবীনদিগকে কার্য্যভার না দিলে তাহাদের শ্রম ও সেবার প্রত্যাশা করা অনুচিত। সুতরাং নবীনে-প্রবীণে সহাবস্থান আবশ্যক। তোমরা অনেকেই নিজ নিজ পিতামাতাকে সম্মান কর নাই। ইহারই ফলে তোমাদের মেজাজের অধোগতি হইয়াছে। ইহারই ফলে প্রবীণদিগের মান-ইজ্জত নষ্ট করাকে তোমরা বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান কর। নিজ নিজ গৃহে কর্ত্তৃত্ব করিতে করিতে প্রবীণদের আধ্যাত্মিক দম্ভ এত বাড়িয়াছে যে অনেক প্রবীণ নবীনদের ছোটখাট দোষত্রুটী হাসিয়া উড়াইয়া দিতে অক্ষম থাকেন। উভয়েরই আত্মসংশোধনের একান্ত আবশ্যকতা পড়িয়াছে। এই সংশোধনটুকু করিতে পারিলে তোমরা যে দুর্জ্জেয় হইবে, এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তোমাদিগকে আমি ব্রাহ্মণ্যের সাধনা দিয়াছি। এইজন্য দেই নাই যে, তোমাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ এখনই বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য দিয়াছি যে, এই সাধন করিলে সাধনোচিত গুণাবলী তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইবে। কোনও কোনও

ধর্ম্মরহস্যের প্রজ্ঞাতারা কলকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে, স্ত্রীলোক ও শূদ্র প্রণব জপ করিলে কামুকের কাম বাড়ে, ক্রোধীর ক্রোধ বাড়ে, দুষ্টের দুষ্টামি বাড়ে, নষ্টের নষ্টামি বাড়ে। শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারা জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন করিতেছেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সৎকার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ইহা অসাধারণ এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। এই সকল প্রচারণা তোমাদের মতিভ্রম জন্মাইতে পারে নাই, ইহা সুখের কথা। তোমরা আমার কাছে প্রণব গায়ত্রী নাম নিতে আসিয়াছ নিজেরা বুঝিয়া, সুঝিয়া, নিজেদের প্রাণের গরজে, আমার প্ররোচনায় নহে। আমি জগতে সম্ভবতঃ একটী প্রাণীকেও আমার কাছে দীক্ষিত হইতে ইঙ্গিত মাত্রও করি নাই। যে দীক্ষা নিয়াছে, স্বেচ্ছায় নিয়াছে। এই দিক্ দিয়া তোমরা অন্য যে-কোনও গুরুর শিষ্যকূলের চেয়ে ভাল। কিন্তু সাধন ত' করিতেছ না। সাধন করিলে ত' সাধনের ফল দেখিবে। ওঙ্কার-সাধনা সমতা, মমতা, হৃদ্যতা, প্রীতি ও সর্ব্বালিঙ্গনকারী প্রেম প্রদান করে। সাধন পাইয়াও তোমরা সাধনা কর না, ইহাই ত' আমার আফশোষ। সাধন করাই ত' তোমাদের প্রধান কাজ। সেই দিকে মন না দিয়া কেহ কেহ উদাসীন রহিয়াছে, কেহ কেহ ঝগড়া-কলহে লিপ্ত হইয়াছ। গুরুভাই ছিল না বলিয়া কাল যে তোমার অপরিচিত ছিল, গুরুভাই হইবার পরেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিল এবং সেই পরিচয়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলে তুমি ঝগড়া-কলহ দিয়া। সেই ঝগড়া-কলহ আবার অতি তুচ্ছ

কারণে। বল, ইহার অপেক্ষা অধিক অধঃপাত তোমার আর কি হইতে পারে? যাহারা গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে এবং ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করে, যাহারা গুরুকে অবতার বলিয়া পূজা করে, তাহাদের মধ্যে গুরুভ্রাতায় গুরুভ্রাতায় সম্প্রীতি লক্ষ্য করিয়া দেখ। তোমরা তাহাদের তুলনায় এই বিষয়ে একান্তই নিকৃষ্ট। আমি তোমাদের কাছ হইতে পার্থিব কোনও কিছু চাহি না। আমার মত ও পথ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, গতানুগতিকতা আমার রীতি নহে। এই জন্যই কি তোমরা নূতনত্ব দেখাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে কলহ-কচায়ন শুরু কর আর দশ বিশ বছর ধরিয়া কেবল পুরাতন কাশুন্দী ঘাঁট? আমি ত' দেখিতেছি, তোমরা আমাকে জীবন্তে কবর দিবে।

স্ত্রী-শূদ্রে প্রণবাধিকারের বিরোধী মহাজনেরা বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধনবল, জনবল, উত্তেজনা এবং জেহাদ্‌তুল্য রণোন্মদনা লইয়া শত শত রথী মহারথী দ্বারা কলিযুগের এই অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য কত শরজাল, কত মায়াজাল, কত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছেন। এই অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে জীবন্তে কবর দিতে পার, তাহা হইলে তাঁহাদের আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। অভিমন্যু নিজের লোকের শরজালে নিপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে রণক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিয়া ত্রিজগতের ধন্যবাদভাজন হইবে।

প্রণব পাইয়াছ, ব্রহ্মগায়ত্রী পাইয়াছ,—এখন প্রয়োজন সাধন

করার। সাধন করিলে চরিত্রে ক্ষমা আসিবে, সহ্যশক্তি বাড়িবে, প্রীতি আসিবে, বৈর-ভাব প্রশমিত হইবে, সরলতা বাড়িবে, ছল-চাতুরীর প্রতি আস্থা কমিবে। সাধন করিয়া নিজেকে উন্নত কর, দেখিবে অপরের অদোষদর্শন কত সহজ হইয়া যায়। তখন হাজার লোকে একসঙ্গে কাজ করিলেও কলহ আসিবে না।

আমি চাই কাজ, দল নহে। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আধ্যাত্মিক আশ্রয় নিতে পার, ইহাতে আমার মন কুণ্ঠিত হয় না। তবু তোমরা জগতের কাজ কর। যাহারা কাজ করিবে না, কেবল কলহ করিবে, তাহারা নিকৃষ্টচেতা। কাজও করিবে, কলহও করিবে, তাহারাও অবাঞ্ছনীয়। কাজই করিবে, কলহ করিবে না,—এমন লোকই আমি চাই। আমাকে প্রচার করা তোমাদের কাজ নহে। আমার আদর্শ প্রচারই তোমাদের কাজ। আমার আদর্শ—ত্যাগ, সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্য।

আসামের একটি শহর হইতে একজন পত্র লিখিয়াছে যে, আমাদের চরিত্র-আন্দোলনের বক্তারা বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমার নামটা বারংবার উল্লেখ করায় ওখানকার বিবুধমণ্ডলী মনে করিতেছেন যে, আমাকে প্রচার করাই বক্তাদের উদ্দেশ্য। এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, চরিত্র-আন্দোলন নামে একটা আন্দোলন আমার পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। এই আন্দোলনকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চালাইতে

চালাইতে নানারূপ পরীক্ষা, নিরীক্ষা করিতে করিতে বর্ত্তমান রূপটী দিয়াছি। বাংলা, বিহার, আসাম ও ত্রিপুরায় এই আন্দোলন বিস্তারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমার নাম উল্লেখ না করিয়া প্রচারকার্য্য চলিতে পারে না। কোনও বক্তাই ত' বলে নাই, স্বরূপানন্দকে পূজা কর। কোনও গায়কই ত' বিবুধমণ্ডলীর নিকট যাইয়া বলে নাই, টাকা দিন। স্বরূপানন্দকে টাকার ব্যবস্থাও করিতে হইতেছে। বক্তৃতাকালে বক্তাদের মুখে স্বরূপানন্দ নামটা উচ্চারিত হইলে এমন দোষ কিছু হয় না। কিন্তু লোকেরা এ নামটা পছন্দ করে না ভাবিয়া যদি এইরূপ প্রচার করিতে থাক যে, ইহা হইতেছে যমলানন্দের প্রবর্ত্তিত আন্দোলন বা কমলানন্দের আন্দোলন, তবে তাহার কি মূল্য হইবে? তোমাদের এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের পশ্চাতে পটভূমিকা-হিসেবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অখণ্ড-সংহিতার বাইশটী খণ্ডের সুমুদ্রিত সাড়ে আট হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী নৈতিক দর্শন। কোনও আন্দোলনই তাহার দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না। যমলানন্দের বা কমলানন্দের যদি চরিত্র-আন্দোলন থাকিয়া থাকে, তবে তাহার মূলদেশে সাড়ে আট হাজার পৃষ্ঠার কোনও বনিয়াদ আছে কি? যমলানন্দের বা কমলানন্দের যদি এইরূপ কোনও বনিয়াদ থাকিয়া থাকে, তবে তাহার সভাগুলিতে আট হাজার দশ হাজার লোক হয় তো? সেই সভাগুলি অনুষ্ঠানের জন্য জনসাধারণকে কেহ চাঁদা দানের প্রস্তাব দিয়া উৎপীড়ন করে না তো? সভাভঙ্গের পরে

ডেকরেটারের পাওনা মিটাইবার জন্য, ছাপাখানার দেনা চুকাইবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না তো? স্বরূপানন্দ এই জায়গায় অসাধারণ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তহীন। সুতরাং বক্তারা স্বরূপানন্দের নাম দু-চারবার উচ্চারণ করিলে শ্রোতাদের ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতেই হইবে। তোমরা অবশ্য সভাস্থলে আমার নামটা একটু কম উচ্চারণ করিও। কিন্তু আমার কথার 'কোটেশান' অন্যের নাম দিয়া উদ্ধার করিও না। কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশের (পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনে আমার লেখা পুস্তকাবলি হইতে বাক্যাবলী আহরণ করিয়া অন্য একজন মহাপুরুষের উপদেশ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল। অখণ্ড-শ্রোতারা বিষয়টা বুঝিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করে নাই। প্রতিবাদ করিলে অশোভন হইত। এমন দুচারিটি কথা পরমেশ্বর আমাকে দিয়া এমনভাবে বলাইয়াছেন, যাহা সম্পর্কে বলিতে গেলে আমাকেই স্মরণ করিতে হয়।

এইরূপ ধ্রুপদী-চিন্তা যদি আমার কিছু পাইয়া থাক, তবে লোকনিন্দার ভয়ে আমার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাহা পরিবেশন করা ভুল হইবে। তবে এই বিষয়ে কোনও গোঁড়ামি ভাল নয়। লোকে কি বলিবে বলিয়া কর্ত্তব্য করিব না, ইহা ঠিক নয়।

বহু বৎসরের আংশিক সঞ্চয়নের ফলে উত্তাল সমুদ্র-তলে দাঁড়াইবার দ্বীপমালা সৃষ্টি হইয়াছে। এখন যে-কোনও নবীন বক্তা তাহার বক্তব্য বিষয়, তাহার বিন্যাস, তাহার ক্রম ও

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

তাহার পরিবেশন-প্রণালী অতি সহজে ধরিয়া নিবার মত শক্তিশালী সাহিত্য পাইয়াছে। চরিত্র-আন্দোলনের প্রসারকল্পে কল্পনাতীত অর্থব্যয়ের পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, কি করিয়া দ্রুত নূতন নূতন তরুণ বক্তা সৃষ্টি করা যায়। আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই প্রশিক্ষণ-প্রণালী, যাহা দ্বারা চরিত্রের সাধনাকে কিশোর-কিশোরী-জীবনে আকর্ষণীয় ও অনুসরণীয় করিয়া তোলা যায়। ওড়িশাতে তো আমাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াই একদল ক্ষমতাশালী বাগ্মীর আবির্ভাব ঘটিতেছে, দেখা যাইতেছে। এখন তোমাদের অনেককে হিন্দী শিখিয়া খাস হিন্দীভাষী অঞ্চলেও যাইতে হইবে। হিন্দুস্থানীদের এই একটা সদ্‌গুণ আছে যে, অশুদ্ধ হিন্দীতেও কথা বলিলে বা ভাষণ দিলে, তাঁরা অভিযোগ করেন না যে, হিন্দী ভাষাকে অপমান করা হইল। সম্প্রতি আমি সব বক্তাদের নির্দ্দেশ দিয়াছি, এমন ভাবে হিন্দী শিখ, যেন দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর আরা, সারন গোরক্ষপুর, বালিয়া, মুঙ্গের, পাটনা আদি স্থানে দ্রুত সেই কাজ সেই ভাবে আরম্ভ করা যায়, যেমন কাজ আমরা বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় করিয়া আসিলাম, যেমন কাজ শ্রীমান্‌রা ধুবড়ী, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর পাণ্ডু, লামডিং, নগাঁও আদি স্থানে করিতেছে। পৃথিবীর সকল দেশের লোককে আমাদের আপন করিতে হইবে এবং আমার এতদিনের শ্রমে গড়া প্রতিষ্ঠান অযাচক আশ্রম এবং মালটিভারসিটি যে দিক দিয়া

যাহা করিবার, প্রাণ দিয়া করিবে। অযাচক আশ্রম কিছু কিছু অর্থ দিতে পারিবে, মালটিভারসিটি ছাত্রবক্তা তৈরী করিয়া দিতে পারিবে। আমাদের প্রধান বক্তারা হিন্দী ভাষা রপ্ত করিয়া আনিয়াছেন, জানিতে পারিলেই আমাদের এই দিকের উদ্যোগ শুরু হইয়া যাইবে। বিশ্বময় প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অলস হইবার উপায় নাই।

সুতরাং আবার বলি, আগে প্রত্যেকে সাধনশীল হও। সাধনে জোর করিয়া মন বসাও। সাধনে বসিতে বসিতে তোমার কলহ প্রবৃত্তি, কর্ত্তৃত্ব-লাভের লোভ আপনা আপনি অপসারিত হইবে। তোমরা সাধন করিবে, এই জন্যই দীক্ষা নিয়াছ, লোক ঠকাইবার জন্য নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ
গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৪শে আষাঢ়, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পুত্রের উপরে শনিগ্রহ প্রভৃতির উৎপাতের ভয়ে তুমি তটস্থ হইয়াছ, জানিলাম। এক সময়ে শনি, রাহু ও কেতুকে সবাই ভয় করিত। কেননা, সে যুগে শনি, রাহু ও কেতুরও যে

অধীশ্বর পরমেশ্বর রহিয়াছেন, এ সংবাদ কেহ জানিত না। কেহ খোঁজ পায় নাই যে, শনি, রাহু, কেতুর ক্ষমতা অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর এবং পরমপ্রভু পরমেশ্বরের কৃপাই সর্ব্বশক্তির আধার-স্বরূপ। তোমরা পরমেশ্বরের পরমশ্রেষ্ঠ মন্ত্রের খোঁজ পাইয়াছ। তোমাদের আবার শনি, রাহু, কেতু লইয়া ভাবিত হইবার কোন্ প্রয়োজন আছে? মন দিয়া ভক্তি-সহকারে সমবেত উপাসনা করিবে। তাহাতেই সকল গ্রহকোপ দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে শ্রাবণ, সোমবার ১৩৮৪
(৮ই আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আর জানিও, আমার সান্ত্বনা ও সমবেদনা।

তোমরা তোমাদের পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য অখণ্ডমতে সম্পাদন করিয়াছ জানিয়া হৃষ্ট হইলাম। কিন্তু ইহার সহিত গুরুদেবের আর্থিক প্রাপ্তিযোগ ঘটিলে গুরুর মন মলিন হইয়া যায়, কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। একটী প্রিয় সন্তান পরলোকে পাড়ি দিলে তার খেয়া-ভাড়া কি গুরুদেবের নেওয়া উচিত? এই

প্রশ্নটী মনে বড় জাগে। বরং এই অর্থ দিয়া, এই বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা দিয়া তোমরা যদি দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে, তাহা হইলে তোমাদের নির্লোভ গুরুদেব অধিকতর তুষ্টি লাভ করিতেন। যাহা দিয়াছ, তাহা যদি জগৎ-কল্যাণে লাগাইতে না পারি, তাহা হইলে আমি স্বার্থপর আত্মসেবীর অপবাদ বহন করিব, যাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। মানুষের চখে ধূলা দেওয়া সহজ, সুতরাং অপবাদ হয়ত এড়ানো যায় কিন্তু আমার বিবেক আমাকে কি বলিবে? আমার নিজের হাতে না হইয়া জগৎ-কল্যাণের অর্থব্যয় ও শ্রমবিনিয়োগ তোমাদের শত শত জনের হস্তে হউক, ইহাই ত' অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে এই ব্যবস্থাটিরই প্রচলন হউক, ইহা আমি কামনা করি। এই পৃথিবীতে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন অতি অল্প। সেই প্রয়োজনটুকু আমার চিন্তার অগোচরে সর্ব্বদাই পূরণ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সত্য সত্যই কাহারও কোনও ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। তবু লোকে করে তাহাদের হৃদয়ের সরলতার ফলে। এই দিক্ হইতে গেলে ইহা তাহাদের পক্ষে পরম পুণ্য কিন্তু আমার পক্ষে বিষয়ের বোঝা।

এই যে তোমরা শ্রাদ্ধাদি কর, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার মুক্তি হইলেও ফলিত উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁহাদের অনুশীলিত সদ্‌গুণ-সমূহের ব্যাপক বিকাশ, যাহা তোমার ও তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তোমার গর্ভ-প্রবেশকালেই

সঞ্চারিত হইয়াছিল। মাতা-পিতার সদ্‌গুণ জন্মদ্বারাই বিসর্পিত হয়। জন্মদ্বারাই তাঁহাদের তপস্যা সন্তানে সংক্রামিত হয়। কেহ জানুক বা না জানুক, ইহা হয় এবং হয় বলিয়াই অতীতের অর্দ্ধ-জড় বুদ্ধিহীন নিতান্ত তুচ্ছ জানোয়ারেরা বংশানুক্রমিকতার ক্রমবিকাশে আজিকার প্রতিভাদীপ্ত ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট মানবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত শুধু স্বভাবেরই নিয়মে ঘটিয়াছে। কিন্তু মানুষ যদি ইচ্ছা করে, যদি তাহার এই ইচ্ছা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলিতেই থাকে, তাহা হইলে অতি দ্রুত অর্থাৎ তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে নূতন এক মানব-জাতির সৃষ্টি ঘটিতে পারে, যাহাদের নাম দেওয়া সঙ্গত হইবে দেব-মানব বলিয়া। পিতামাতার শ্রাদ্ধ এই ভবিষ্যৎকে সম্ভাবনীয় করিয়া দিতেছে। এই জন্যই আমি শ্রাদ্ধ-বিধির এত অনুরাগী।

শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের প্রাণ। যে বিধিতেই কর, শ্রাদ্ধ করিবেই। সব বিধিরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক, সব বিধিরই গৌণ ফল সাধারণ মানব-গোষ্ঠীর দেবত্বে উত্তরণ।

আমার প্রবর্ত্তিত চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের মুখ্য শিক্ষা-সূত্রগুলির মধ্যে মাতৃপিতৃভক্তি একটী প্রধান স্থান পাইয়াছে। তোমরা এই চরিত্র-আন্দোলনকে দিগ্বিদিকে ব্যাপক ভাবে সহযোগ দিবার চেষ্টা কর এবং মনুষ্য-মাত্রকেই ইহার সংগঠন-কর্ম্মীতে পরিণত কর। প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষদের

ভিতরে এই আন্দোলনকে প্রসারিত করিবার জন্য দেহে মনে প্রাণে চেষ্টা করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পারিবারিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানিলাম। বৎসরাধিক কাল ধরিয়া পত্নী-বিয়োগ ব্যথায় কাতর হইয়া বিরহানলে দগ্ধ হইতেছ এবং নিজেকে নিতান্তই নিঃসঙ্গ বলিয়া ভাবিতেছ। স্নেহাধার পুত্র বা বাৎসল্যের পুত্তলী তনয়া তোমাকে আনন্দ দিতেছে না। এক নিরানন্দ ঘন অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া তুমি অন্তরের জ্বালা নিবারণের জন্য প্রকৃত পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আন্দাজে অত্যন্ত সন্দেহজনক পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছ। তুমি যে নিজের কাছে ছোট হইয়া যাইতেছ, তুমি যে আত্মীয়-পরিজনদের চক্ষে হেয় হইয়া পড়িতেছ, তুমি যে নিজ পুত্রকন্যাগণের নিকটেও আর শ্রদ্ধেয় গুরুজন থাকিতে পারিতেছ না, এই সহজ সরল কথাটাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।

অন্ধকারে যে পাপ করিতেছ, একদা আলোকে তাহা প্রকাশ পাইবে। যে অভিপ্রায় ও আচরণ পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া রাখিতেছ, তাহা একদা ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। যাহাদিগকে ঠকাইতে চাহিতেছ, তাহারা একজনেও ঠকিবে না, কিন্তু তুমি নিজে ঠকিবেই ঠকিবে।

কেহ স্ত্রী হারাইলে নিশ্চয়ই তাহাকে খোঁজে, তুমি তোমার স্ত্রীকে খুঁজিতেছ কিন্তু তাহাকে দেহ দিয়া পাইবার আর উপায় নাই। আত্মা দিয়া তাহাকে খুঁজিতে হইবে, আত্মা দিয়াই তাহাকে পাইতেও হইবে। তাহা পাইতে হইলে মনকে দেহাতীত রাখিবার সঙ্কল্প করিতে হয়। তোমার বয়স পঞ্চাশ। তুমি এখন স্ত্রীকে পাইবার জন্য নারীর দেহ খুঁজিয়া বেড়াইবে কেন? যাহাকে ঘরে আনিবে, সেও কি আবার প্রথমটীর মত মরিতে পারে না? এটীও যদি মরিয়া যায়, তখন আবার কাহাকে খুঁজিবে? যৌনসুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষা কখনও কাহাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। সঙ্গত পরিমাণ ভোগের পরে নিবৃত্তিমার্গ পরিগ্রহণই প্রকৃষ্ট পন্থা।

কেহ বলে, ভালবাসিয়াছি, তাই ঘরে আনিলাম। কেহ বলে, সে আমাকে ভালবাসে, না আনিয়া পারি কি? কেহ বলে, সবাই ধরাধরি করিল, প্রত্যাখ্যান করি কি করিয়া? কেহ বলে, প্রথমার মধুর সেই মুখখানি ইহার মধ্যে দেখিয়াছি। কিন্তু এসবই মায়ার ছলনা। তুমি ত' আরো এক ধাপ নীচে নামিয়াছ। লোক-নিন্দিতা পর-স্ত্রীকে তুমি আহরণ করিতে যাইতেছ। জীবনে যে কত বড় ভুল করিতে যাইতেছ, তাহা

কল্পনাও করিতে পারিতেছ না। তোমার পুত্রকন্যা তোমাকে আদর্শবান্ পিতা বলিয়া জানিত, মানিত এবং বিশ্বাস করিত। দেখিও, তাহারা দুদিনেই তোমার পর হইয়া যাইবে। তুমি অন্যায়-ভাবে তাহাদিগকে তোমার স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, তুমি তখন তাহাদিগকে নিয়মিত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইবে। বুকের মধ্যে জলহীন মরুভূমি লইয়া উহারা তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ করিতে করিতে এক কণা করুণার জন্য কাতর হইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিবে, আর আমরা সে দৃশ্য দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইব। অতি সাধারণ লোকেরাও তোমার মতন দেহ-চরিত্রের ব্যক্তিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া ধিক্কার দিবে। আর আমরা তাহা শুনিয়া লজ্জায় মাথা হেট করিব।—ভাবিতে বড় ক্লেশ লাগে।

জীবকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তুমি মানুষ। অন্য প্রাণীরা কাম দমন করিতে জানে না, মানুষ জানে। অন্য প্রাণীরা সমাজ গড়ে নাই, সভ্যতার সৃষ্টি করে নাই, জীবনের কোন মূল্যবোধের সন্ধান পায় নাই, কিন্তু মানুষ তাহা করিয়াছে এবং পাইয়াছে। অতীতের জ্ঞানের উত্তরাধিকার মানুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, আয়ত্ত করিতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য নব-নির্ম্মাণ-কল্পনা সে করিতে পারে, অন্য জীবেরা তাহা পারে না। অন্যান্য নানা প্রকারে ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা হেয় হইয়াও এই জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তুমি তাহাদেরই একজন। তুমি

কামকাতর কুক্কুর নহ, ইন্দ্রিয়-সুখাতুর শূকর নহ, নিয়ত রমণশীল মর্কট নহ, তুমি সর্ব্বব্যাপারে আত্মশক্তি প্রয়োগক্ষম বিচারশীল মানুষ। প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি অন্ধও হইতে পার, আবার তুমি প্রবৃত্তিকে হস্তমুষ্টির মধ্যে সবলে নিষ্পেষণ করিয়া দমন করিতেও পার, ইহা শূকর, কুকুর, মর্কট, কুক্কুট, হস্তী বা কেহই পারে না। যাহা তুমি অনায়াসে পার, তাহাই ত' তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা তোমাদের অবসর সময়ে যেভাবে গ্রাম-গ্রামান্তরের মহিলাদের এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে আত্মগঠনের যে প্রেরণা বিলাইয়া যাইতেছ, তাহার শুভফল বছর ত্রিশেক পরে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। বীজ বপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কেহ অঙ্কুরোদ্গম বা শাখা-প্রশাখার বিস্তার আশা করিতে পারে না। আমি ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে যে কাজ শুরু করিয়াছিলাম, তোমরা আমার প্রিয় সন্তানেরা তাহারই অবশ্যম্ভাবী অমৃতময় ফল। কিন্তু এই ফলের মুখ দেখিবার জন্য আমাকে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল কঠোর শ্রম করিতে

হইয়াছে,—এমন কঠোর শ্রম, যাহাতে সহকারী দু-তিন জন ছাড়া ছিল না, এবং যাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অন্ন আমাকে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইয়াছে। সেই তুলনায় তোমাদের কাছে সমস্যাটী সরলতর। আমি তখন লেখক ও বক্তা তৈরী করিয়াছি এবং সেই লেখকেরা ও বক্তারা অন্যত্র চাকুরী পাইয়া সরিয়া গিয়াছে। এখন তোমরা নিজেরা বক্তা হইতেছ, প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতেছ এবং নিজ নিজ অবসর সময়ে সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া মানুষের কাছে আত্মগঠনের বাণী পৌঁছাইয়া দিতেছ। তোমাদের পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

কল্যাণীয়া সাধনা আশ্রম-প্রবেশের পর দিন হইতেই এই কার্য্যের জন্য শ্রম করিয়া আসিতেছে। কল্যাণীয় স্নেহময় ও প্রেমাঞ্জন আশ্রমের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। এখন তোমরা নবাগত ও নবাগতারা আশ্রমবাসী না হইয়াও নিজ নিজ গৃহে বসিয়া অবসর সময়ে যাহা করিতেছ, তাহা আমাকে বিশেষ ভাবে আশ্বস্ত করিতেছে। তোমাদের জয়-যাত্রা সফল হউক। তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে প্রত্যেকটী প্রেমশীল মনকে পবিত্রতার পথে ধাবিত করার চেষ্টা করা· এবং প্রতিজনের হাতে কিছু না কিছু সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মযজ্ঞে দীক্ষিত করা। অর্থাৎ ছোট বা বড় প্রত্যেকেই চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কে কিছু-না-কিছু কাজ করুক এবং নিজ-নিজ কর্ম্মের দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবে লাভবান্ হউক।

পুরুষ-কর্ম্মীদের ন্যায় প্রতিটি স্থানে নারী-কর্ম্মীরাও যে আগ্রহ করিয়া কর্ম্মের পথে আগাইয়া আসিতেছে, ইহা অতীব সুলক্ষণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সাধনে মন বসিতেছে, রুচি বোধ করিতেছ, ভাল লাগিতেছে, ইহা অপেক্ষা প্রিয়তর সংবাদ তুমি আমাকে আর কি দিতে পারিতে?

জন্মিয়াছ বিংশ শতাব্দীতে। বাস করিতেছ সভ্যতার সঙ্কটে বিপন্ন বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত দেশে ও সমাজে। আধুনিকতার অতি সঙ্গত কতকগুলি দাবী ক্লেশকর হইলেও তোমাকে পূরণ যে করিতেই হইবে। ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা অন্য কর্ত্তব্যগুলির সবই তুমি উপেক্ষা করিতে পার না। সাধন-জীবনে পূর্ণতা লাভের পক্ষে ইহারা অন্তরায় হইলেও এই যুগে জন্মিবার দায় বা ঋণ একটুও কি শোধ করিবে না?

শত অসুবিধার মধ্য দিয়াও যতটুকু পার, সাধন করিয়া যাও। ইহারই ফলে আপনা আপনি প্রশস্ততর পথ খুলিয়া যাইবে। হঠাৎ সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়া অনেক সময়ে অসময়ে কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার মতন হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হয়।

তোমার পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষরে আমি তুষ্ট হইয়াছি। কলিকাতায় একদিন বিকালে দেখা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ছোট্ট একখানা কার্ডে তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। অন্তরে ভাব জমিয়া জমিয়া বাষ্পাকার ত্যাগ করিয়া একেবারে মিশ্রী না হইয়া গেলে এত সংক্ষেপে এত গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবস্থা হইয়াছিল। তাই তিনি অতি গভীর তত্ত্বকে অতীব সরল কথায় প্রকাশ করিতেন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও শ্রীরামকৃষ্ণের মতন হও। অতীতে কেহ কেহ যাহা হইয়াছেন,

ভবিষ্যতে অনেকে যে তাহা হইবেন বা হইতে পারেন, এই স্বাভাবিক সত্যটীকে বিশ্বাস করিও।

যীশু বলিয়াছিলেন,—I and My father are one,—আমি ও আমার পিতা ঈশ্বর এক। তুমিও বলিয়া বসিয়াছ, তুমি ও তোমার গুরু এক অভিন্ন অভেদ। আমি তোমার উপলব্ধির সত্যতা স্বীকার করি। আমি আমার প্রত্যেক সন্তানের সহিত নিজেকে তখন অভিন্ন মনে করি, যখন আমি গুরু। তবে কি শিষ্য যাহারা নহে, তাহাদের কাছ হইতে আমি ভিন্ন? কদাচ নহে। যখন আমি গুরু-সত্তায় বিরাজমান, তখন জগতে কেহই আমার শিষ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তখন আমি তাহাদের প্রতি জনের সহিত অভেদ, অভিন্ন, একাত্ম, অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় আমি একজন সদাচারী ভদ্রলোক, যিনি প্রতি জীবে নিজ ইষ্টকে দর্শন করেন এবং প্রত্যেকের ভিতরে নিজ প্রভুকে পাইয়া সেবক-রূপে যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করেন। তখন অভিন্নতা প্রশ্নের বাহিরে। কারণ, অভিন্ন হইলে কে কাহার সেবা করিবে?

এগুলি উপলব্ধি-জগতেরই কথা নহে, তর্ক-জগতের কথা নহে, অনুমান-জগতের কথা নহে। তুমি যখন তোমার গুরুর সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিতেছ, তখন ইহা নিয়া কাহারও তর্ক করিবার অধিকারও নাই, প্রয়োজনও নাই। কিন্তু যখন নিজেকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে না, তখন নিশ্চয়ই তুমি তোমার গুরুর সেবক এবং তখন তোমাকে

প্রতি জীবে গুরুর উপস্থিতি বা অধিষ্ঠান ধ্যানে জাগাইয়া প্রত্যেকের সেবায় রত হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব আসে সেবাব্রতী হইবার।

সম্প্রতি আপামর জন-সাধারণকে লইয়া তোমাদের সকলের উপরে একটী মূল্যবান্ সেবা-কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছি। তাহা হইতেছে দেশব্যাপী চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ও জনশিক্ষা- প্রসারণের কাজে সেবক, কর্ম্মী, সহযোগী ও মুখপাত্র হওয়া। সবাই সবাইকে প্রীতিভরে বলিতে থাক, আসুন, আমরা প্রত্যেকে দিনের পর দিন পরিচ্ছন্নতর, পবিত্রতর, মার্জ্জিততর ও সুন্দরতর হইবার অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করি। * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

ঝরিয়া

২৭শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৮৪

(১২ই আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে চিরস্থায়ী প্রসার প্রদান করিতে হইবে। যে সংগঠন-কার্য্য তোমরা শুরু করিয়াছ, তাহাকে কদাচ থামিয়া যাইতে দিও না। একাজের আরম্ভ আছে কিন্তু সমাপ্তি

নাই। যতকাল মানুষের সভ্যতার অভিমান থাকিবে, (যাহা মানুষের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়), ততকাল চরিত্র-গঠন-সাধনাকে সুপ্রচলিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুসম্প্রসারিত রাখিবার জন্য চিন্তাশীল মানুষদিগকে সুষম প্রয়াস চালাইতেই হইবে।

তোমাদের জেলায় প্রবীণ কর্ম্মীরা কাজ করিতে করিতে পীড়িত। আগেকার উদ্যম এবং দুঃসাহস তাহাদের কাছে প্রত্যাশা করা সঙ্গত হইবে না। অবশ্য নিষ্ঠাবান্ প্রবীণ সেবকেরা কেহই কাজে ঢিলা দেন নাই। তাঁহারা বিশ্বাসী সেবকের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দ্দেশ পালন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া তোমরা নিজেরা প্রাগ্রসর উৎসাহ (Initiative) নিয়া চতুর্দ্দিকে কার্য্য-বিস্তার করিতে থাক। কর্ম্মক্ষেত্রে নেতার নির্দ্দেশ পালন যেমন অত্যাবশ্যক, অবিদ্রোহী স্বাধীন-বুদ্ধি পরিচালন করিয়া কর্ম্মকে বৈচিত্র্যময়ী লীলায়িতা শোভা প্রদানও তেমন অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।

আরব্ধ চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে চিরস্থায়ী প্রসার প্রদানের প্রয়োজনে কি কি নূতন পরিকল্পনা করিয়া কাজ করা যায়, তদ্বিষয়ে তোমরা তোমাদের সুচিন্তিত ধারণা ও মন্তব্য ইচ্ছা করিলে আমার নিকটে প্রেরণ করিতে পার। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে ত্রিপুরা, বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ির প্রচারক-দল এবং বর্দ্ধমান ও কাছাড়ের গায়কেরা আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ করিয়া নব নব অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তার যে নূতন দিগন্ত নিয়া স্বস্থানে ফিরিয়াছে, তাহাদিগকে নিজ নিজ নবতর সম্ভাবনার ধারণা আমাকে দিতে নির্দ্দেশ দিতেছি।

অপর কয়েকটী বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। যথা,—

(ক) কর্ম্মের নূতন নূতন সম্প্রসারণ ঘটিলে ব্যয়াধিক্যও ঘটিয়া থাকে। দেখিতে হইবে যে, অপব্যয় বা অসদ্ব্যয় না হয়, কোন সন্দেহজনক অর্থাপচয় না ঘটে।

(খ) দেখিতে হইবে, তরুণ-তরুণীদের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা অসামাজিক আচরণে বা সামাজিক অপরাধে অথবা সাংঘিক অপবাদে পর্য্যবসিত হইতে যেন না পারে।

(গ) দেখিতে হইবে, একই কর্ম্মীদের দ্বারা বারংবার একই অঞ্চলে কাজ চালাইলে কর্ম্মে যে একঘেয়েমি আসিয়া থাকে, তাহার প্রতিষেধ-কল্পে নূতন নূতন কর্ম্মী সৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য উৎপাদন করা যায় কিনা।

গত কয়েক মাসে ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া সুযোগ্য প্রচারকগণ পাঠাইয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নানা স্থানে মানুষের মনে যে শ্রদ্ধা, যে বিস্ময়, যে সহযোগ-বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বক্তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জেলার গৌরব নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত করিয়াছে। আমি চাহি, এই সকল জেলা নিজ নিজ জেলা হইতেই নব নব কর্ম্মি-দল সৃষ্টি করিয়া প্রচার-কর্ম্মের শুভফল নিজ নিজ জেলায় অকৃপণ ভাবে বর্ষণ করুক। লক্ষ লক্ষ চরিত্রবান্ ও চরিত্রবতীর আবির্ভাব সেই সেই স্থানে ঘটুক।

আমি আমৃত্যু এই একটী কাজই করিয়া যাইব। অন্য কাজ

যদি হয়, তবে তাহা ফাও মাত্র। আমার আসল কাজ চরিত্র-গঠন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩২শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪

(১৭ই আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া তোমার ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। নিশ্চয়ই দীক্ষা দ্বারা তোমার নবজন্ম লাভ হইয়াছে। কারণ, ইহার পূর্ব্বে তুমি নিজের আধ্যাত্মিক কুশল কামনা করিতে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য আর দীক্ষা লাভের পর হইতে তুমি তোমার ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ববিধ কুশলকে জগদ্বাসী সকলের কুশলের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিতে শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়াছ। এই দীক্ষা দুর্ল্লভ, তাই তোমার পক্ষে এই দীক্ষা নবজন্মের চাইতেও অধিকতর তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই দীক্ষার কার্য্যক্রমকে তুমি আগামী নয়টী প্রজন্ম পর্য্যন্ত তিনশত বৎসর জুড়িয়া বংশানুক্রমে চালু রাখিবার দিকে অধ্যবসায় নিয়োগ কর। তোমার বংশেই দেবমানবের শুভ

আবির্ভাব যেন ঘটিতে পারে। নিজের স্বার্থে সাধন-কর্ম্ম জগতে সবাই করিয়া থাকে, বিশ্ববাসী প্রতিজনের স্বার্থে সাধন তোমরা করিবে।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ঈশ্বর-করুণাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া সাধন-কর্ম্মে ব্রতী হও এবং সাধন-পথে অগ্রসর হইতে থাক, এই আশীর্ব্বাদই করিতেছি। সমস্ত ভুবনকে প্রেম দিয়া আপন করিবে, ইহাই ত' চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এমন চাকুরী নিয়াছ যে, নিত্য নূতন অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। নিত্য নূতন অপরিচিত পুরুষ ও নারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। নিত্য নূতন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এমতাবস্থায় তুমি তোমার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়া পত্র দিয়াছ। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

চরিত্র-ধন তোমার বক্ষ-পঞ্জরের ভিতরে যত্ন করিয়া রক্ষা কর। কেহ যেন খাতির করিয়া, খোশামোদ করিয়া, খলতা

করিয়া বা সুকৌশলী প্রখর-বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া ইহা অপহরণ করিতে চেষ্টা না করিতে পারে, তাহাদের সম্পর্কে সচেতন এবং সতর্ক তোমাকে থাকিতেই হইবে। চরিত্র-ধন যাহারা অপহরণ করে, তাহাদের অধিকাংশেই অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং তোমার ভ্রাম্যমাণ জীবনে প্রতিটী প্রথম পরিচয়কেই সর্ব্বদা নয়নের প্রহরায় রাখিবে। কাজ করিতে বাহির হইয়াছ বৈষয়িক, তাহাকে সামাজিক কুটুম্বিতায় পরিণত করিলে পরিণামে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতে পারে। এই কথা মনে রাখিয়া চলিও। সকলের সহিত হাসি মুখেই কথা বলিও, কিন্তু অপরের মুখের হাসি দেখিলেই গলিয়া যাইও না। রূপের মোহ যেন তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম না ঘটাইতে পারে। জীবিকার্জ্জনের জন্য মানুষকে দূরদূরান্তরে কতই না পরিচিত, অপরিচিত কতই নিরাপদ ও বিপজ্জনক স্থানে পা বাড়াইতে হয়। ইহা হইতে গত্যন্তর নাই। কিন্তু কোমরের কৌপীন শক্ত রাখিও, হস্তের মুষ্টি দৃঢ় রাখিও, সৎ-সঙ্কল্প সজাগ রাখিও। অনেক মূর্খ অকারণ ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে গিয়া নিজের অনিষ্ট নিজে সম্পাদন করে। মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটী থাকে। অভ্রান্ত, নির্ভুল, নির্দ্দোষ মানুষ জগতে অতি অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা নিজের ত্রুটী খুঁজিয়া বেড়ায় এবং চোখে পড়া মাত্র সেই ত্রুটীকে টুটি চাপিয়া ধরে, জগতে তাহারাই বীর্য্যবান্ মহাপুরুষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আমি চাহি যে

তুমি তাহাই হও। একবার হঠাৎ ভুল করিয়া বসিলে দ্বিতীয়বার যেন সে ভুল আর না করিতে হয়। তোমার জীবন জগৎ-কল্যাণের জন্য, জগৎবাসীর সকলকে প্রেম দিতে হইবে, সুতরাং তুমি দিগ্‌ভ্রান্ত পথচারীদের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে পার না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

গুরুধাম; কলিকাতা-৫৪

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যাহারা দীক্ষা নিবার পরে নামের সাধন করিয়া জীবনে তাহার কিছু হইলেও প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছে, খুঁজিয়া পাতিয়া তাহাদিগকে বাহির কর এবং তাহাদের সঙ্গ কর।

নাম করিয়া যদি ফল না পাও, তবে নাম করিবে কেন, ছাড়িয়াই ত' দিতে হইবে, তোমার এই যুক্তি ভুল নহে। তবে নাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রকে উন্নত মানে তুলিবার জন্য একটা পৌরুষ-প্রদীপ্ত চেষ্টাও চাই।

অনেকেই হুজুগে দীক্ষা নেয়। অথচ দীক্ষা নিবার প্রকৃত

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

শর্ত্ত হইতেছে মনের ব্যাকুলতা। অন্তরে প্রবল আগ্রহ না জন্মিলে দীক্ষা গ্রহণের প্রহসন করিতে নাই। ব্যাকুলতা নিয়া দীক্ষা নিলে গুরূপদিষ্ট সাধনে মন বসাইবার জন্য স্বাভাবিক আনুকূল্য আসিয়া যায়। জগতের প্রতি কার্য্যই স্বাভাবিক আনুকূল্যে দ্রুত সফলায়িত হইয়া থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন বল, সামাজিক আন্দোলন বল, ধর্ম্মপ্রচার আন্দোলন বল সব আন্দোলনেরই সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সময়ে, যেই সময়ে চতুর্দ্দিকের জনগণের মনোগগনে অনুকূল হাওয়ার জমাট মেঘ ধারাবর্ষণ-মুখরিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। গণ-বিবেচনায় ইহা যেমন সত্য, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ইহা তেমন সত্য। আমার নিকটে দীক্ষা নিতে আসিলে দীক্ষার্থীর ব্যক্তি-সুখ-কামনালুব্ধ মনটীকে বিশ্বসুখকামনামুগ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে আমি জগন্মঙ্গল-চিন্তার সহিত নিত্যযুক্ত করিয়া দেই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের দীক্ষার ব্যাপারের সহিত আমার প্রদত্ত দীক্ষার ব্যাপারে রহস্যগত এই পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং আমার কাছে আসিবার আগে প্রকৃত ব্যাকুলতার জাগরণকে আমি অত্যাবশ্যক একটা সর্ত্ত বলিয়া মনে করি। ব্যাকুলতা নিয়া যে আসে নাই, সাধনে মন তাহার বসে না। দীক্ষা লইব, অথচ সাধন করিব না, ইহা একটী অলাভজনক ব্যাপার। তাই আমি বারংবার বলিয়াছি, শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি। শিষ্যের আজ প্রয়োজন

নহে, প্রয়োজন সাধকের। তবে আমি শিষ্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করি, সম্মান করি। সুতরাং প্রত্যাশা করিও যে, আমি অনুরোধ না করিলেও সে স্বেচ্ছায়ই সাধনে বসিবে। সে সাধন করিলে জগদ্‌বাসী লাভবান্ হইবে, তাহার সাধন-নিষ্ঠায় এইটুকুই আমার লাভ। সাধন যদি না করে, তবে সে আমাকে পরিত্যাগ করুক। কেননা, তাহাতে আমি নিজেকে দায়মুক্ত মনে করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাছাড় জেলায় তোমরা সাধ্যমত চরিত্র-গঠনের প্রশিক্ষণ ধারাবাহিক ভাবে গ্রামের পর গ্রামে দিয়া যাইতেছ জানিয়া বড়ই খুশী হইলাম। এক একটী গ্রামে দুই তিনবারও যাইতেছ এবং গ্রামবাসীদের দ্বারা সমাদৃত হইতেছ শুনিয়া প্রশংসমান হইলাম। আমি বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১৩৪১

ইংরাজি ১৯৩৪ এ যে কাজ তোমাদের জেলায় আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং বিশেষ একটী শহরে পাইয়াছি বাধা, ভর্ৎসনা, অসদ্ব্যবহার, অসহযোগ ও অসম্মান, সেই কাজেই স্বাভাবিক অনুষঙ্গগুলি বিস্তার করিতে যাইয়া তোমরা আগ্রহী অভিভাবকদের নিকটে অনুযোগ শুনিতেছ যে, আরো আগে কেন আস নাই, একথা আমার হৃদয়গ্রাহী বা দিল্‌চশ্‌পী লাগিতেছে। গ্রামে গ্রামে আগ্রহী অভিভাবকদের দেখিয়া হঠাৎ লোভ বশত তোমরা তাঁহাদের মধ্যে চাঁদা তুলিতে কখনো যাইও না। * * *

যে সব গ্রামে একবার গিয়াছ, সেই সকল গ্রামে তোমাদের বারংবার যাইতে হইবে। মনে রাখিও, আমার শিষ্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই চরিত্র-গঠন-অভিযান নহে। কোনও প্রকার রাজনৈতিক মতবাদকে প্রাধান্য দিবার বা নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আমাদের এই অভিযান নহে। মানুষ চরিত্রবান্ হইয়া নিজের কর্ম্মপন্থা নিজে বাছিয়া নিবে। আমরা কাহাকেও আমাদের অধীন করিতে চাহি না। আমরা চাহি, প্রত্যেকে চরিত্রবান্ হউক।

কাজের সফলতার জন্য কয়েকটী জরুরী বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিবে। কোথাও ঝগড়া-ঝাটি বা মনোভঙ্গ থাকিলে সেখানে কর্ম্মতালিকা তৈরী হইলেও কাজের বেলা ক্ষতি হইয়া যায়। কোথাও ব্যক্তিগত প্রাধান্যবোধ কাজের ক্ষতি করে।

কোথাও ব্যক্তিগত হীনতাবোধ উদ্যমকে ব্যাহত করে। কোথাও অপরের দুর্ব্বলতা নিয়া অপবাদ-প্রচারে কাজের গতি স্তব্ধ হয়। কোথাও পারস্পরিক ঈর্ষ্যা কাজকে অকাজে পরিণত করে। কোথাও প্রচারশীলতার অভাবে কাজের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়। কোথাও অতিরিক্ত প্রচারোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে কাজ পণ্ড হয়। সুতরাং সকল দিকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ ও অপ্রয়োগের সুষম ব্যবস্থা করিতে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র দেখিলাম। পঞ্চাশাধিক বৎসর ধরিয়া আমরা যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা কহিয়া পল্লীগ্রাম মন্থন করিয়া আসিতেছি এবং শহর-নগর পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছি, তাহারই সমর্থনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কয়েকটী কথা বলায় সনাতনী মনোভাব সম্পন্ন এবং প্রাচীন ভারতের পবিত্রতা-সম্পর্কিত ধারণার অনুরাগী আমরা সকলেই যে তোমাদের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছি, এই

কথাটী স্পষ্ট স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না। কিন্তু মজা এই যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার বিশদ বিবরণ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই অথবা হয়ত তিনি বিস্তারিত কিছু বলেন নাই।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা একক-দম্পতী নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়ার ফলে সন্তান-জনন বন্ধ রাখিতে পারেন, ইহা ধ্রুব সত্য। আমি শত শত দম্পতীর ব্যক্তিগত ইতিহাস হইতে ইহা জানি। কিন্তু ধারাবাহিক প্রযত্নে সুদীর্ঘকাল এবং ব্যাপক প্রয়াসে বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়িয়া অনুকূল প্রচার না চালাইলে সাধারণ গৃহস্থদের মনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগ বা ব্রহ্মচর্য্যের সফলতা সম্বন্ধে আস্থা উৎপাদিত হইবে না। এতগুলি যোগ্য প্রচারক কেন্দ্রীয় সরকার কতদিনে এবং কি উপায়ে তৈরী করিবেন, ইহা বিবেচ্য। পয়সা ঢালিয়া প্রচারক সৃষ্টি করিতে চাহিলে বিনিময়ে ভেজাল নোট সংগৃহীত হইতে পারে, অকৃত্রিম কর্ম্মী পাইবার নির্ভরযোগ্য ভরসা কোথায়? সরকারী অর্থের অপচয় হইয়া যাইবে অথচ ব্রহ্মচর্য্যশালী দম্পতীর আবির্ভাব ঘটিল না, এমন অবস্থা কিছুতেই কাম্য হইতে পারে না। আমরা যে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বাণী দম্পতীদের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি, তাহার আশু ফল সঙ্গে সঙ্গে পাইব বলিয়া কদাচ মনে করি নাই। পাঁচ বৎসরের রাজত্ব-কাল মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এত বড় ব্যাপারটাকে সামগ্রিক সফলতা দিবেন কি করিয়া? এই প্রশ্নটা মনে নিশ্চিতই জাগিতেছে।

ক্লাস বা সেমিনার করিয়া এই ব্যাপারের প্রচারক সৃষ্টি

করা সম্ভব নহে। আর, ক্লাস বা সেমিনার করিয়া কতকগুলি লোককে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিলেও তাহাদের দ্বারা কাজ হইবে না। মাঝখান হইতে কিছু 'কোয়াক্' উপদেষ্টার আবির্ভাব হইবে মাত্র।—এইরূপ অনুমান করিতেছি।

কোনো কোনো যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন করিতে পারেন, ইহা সত্য। কিন্তু রমণ করিবেন, অথচ বীর্য্যক্ষয় করিবেন না, ইহা এক প্রকার আদর্শ-বিরোধী কার্য্য। রমণস্পৃহাকে সম্পূর্ণ রূপে শাসনে রাখিয়া রমণ-বর্জ্জিত পবিত্র জীবন-যাপন করাই দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্যের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই চিন্তাকে জাতির মজ্জাগত করিবার জন্য ধারাবাহিক কয়েক শতাব্দী আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। সস্তায় কিস্তিমাৎ এক্ষেত্রে চলিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪
(১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে যুগে এক পয়সার পোষ্টকার্ড দাম বাড়িতে বাড়িতে পনের পয়সায় পৌঁছিয়াছে, যে যুগে দুই পয়সার একখানা

খাম ডাকে দিতে কমপক্ষে পঁচিশ পয়সা মাশুল লাগে, সেই যুগে পত্র লিখিতে লম্বা করিয়া লিখিতে নাই। কারণ, আমার শরশয্যার চতুর্দ্দিকে এবং উপাধানের পার্শ্বে আড়াই তিনশত পত্র আসিয়া ভিড় করিতেছে, যাহাদের প্রত্যেকটা আমার কাছে সমমূল্য। সংক্ষেপে পত্র লিখিলে পড়িতে সময় কম লাগে এবং একই সময় মধ্যে একজনের পরিবর্ত্তে দশ জনের পত্র পাঠ করিয়া মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। পত্র লিখিতে বসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে, যাহারা কাজও কিছু করিতে চায়। ছোট পত্রেরও আমি বড় বড় জবাব দিয়া থাকি, কারণ পরিশ্রমে আমার আলস্য নাই। কিন্তু আমার অফুরন্ত অবসর কোথায়? তোমরা কল্পনাও করিতে পারিবে না যে অতি অল্প অবসরের মধ্যেও আমাকে কত রকমের কি পরিমাণ কাজ করিতে হয়। পত্র সর্ব্বদা সংক্ষেপে লিখিও এবং স্পষ্টাক্ষরে লিখিও। চখের ক্লেশের জন্য আমার পক্ষে পত্র পড়া এবং পত্রের উত্তর দেওয়া এখন অতীব কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন করিতে হইলে একেবারে হাজার ক্ষমতা জোগাড় করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। প্রচার যখন ব্যাপক করিবার প্রয়োজন হয়, তখন দুই তিন মাইল দূরে দূরে ৩০।৪০।৫০ জন শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই কাজ হইবে। তবে, একই শ্রোতাকে বারংবার নানা বক্তার মুখ হইতে একই তত্ত্ব শুনাইতে হইবে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে hammering বা আঘাতের পর আঘাত চালানো।

বারংবার ঠুক্‌ঠুক করিতে পারিলে অতি শক্ত দেওয়ালেও পেরেক ঢুকিবেই ঢুকিবে। প্রথমে প্রয়োজন নিজ আদর্শে বিশ্বাস, তার সঙ্গে প্রয়োজন হইতেছে আত্ম-বিশ্বাসের। দীর্ঘপ্রযত্নে যাহাদিগকে কাজ চালাইতে হইবে, তাহাদের নিজ নিজ স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া কাজ করা উচিৎ। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি এত মায়া থাকা উচিত নহে যে, কোনও কাজ একটু অসুবিধা-জনক দেখিলেই রণে ভঙ্গ দিতে হইবে।

প্রত্যেককে কর্ম্মে আগ্রহবান্ কর। প্রত্যেকটী ইচ্ছুক কর্ম্মীর হাতে কাজ তুলিয়া ধর। দারুণ ভাবে সক্ষম কর্ম্মী পৃথিবীতে অল্পই থাকে কিন্তু একেবারে অক্ষম মানুষ পৃথিবীতে প্রায় কেহই থাকে না। যার যতটুকু ক্ষমতা, তাকে ততটুকু কাজে উদ্বুদ্ধ কর। পিপীলিকার অন্তরেও আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩রা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৮৪
(২০শে আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে প্রায় এক কোটি

হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান বঙ্গভাষী নরনারী ভারতের অভ্যন্তরে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ভারতীয়দের সৌজন্যে এবং ভারত-সরকারের অকৃপণ সহায়তায় দুঃখময় প্রবাস-জীবন সীমান্তের কাছাকাছি স্থানগুলিতে যাপন করিতেছিলেন। তখন আমি তোমাদের প্রত্যেককে সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম যে, তোমরা ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে লাগিয়া যাও। তোমরা অনেকেই তখন বিনা তর্কে আদেশ পালন করিয়াছিলে। এখন নানা লক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, আরও নিষ্ঠা সহকারে এবং আরও ব্যাপকতা লইয়া আমাদের কাজ করা উচিত ছিল। সৎকাজ করিয়াছি, সুতরাং তাহার সৎফল আছেই আছে কিন্তু আরও কেন মনোযোগের সহিত, আরও কেন গভীরতার সহিত, আরও কেন আত্মবিশ্বাসের সহিত আমরা কাজ করিলাম না, তাহা ভাবিয়া আমাদের মনে আফশোষ জাগিতে পারে।

সম্প্রতি চরিত্রগঠন-আন্দোলন বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে সরকারী উদ্যোগে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, বিভাগীয় সরকারী কমিশনারের ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, যিনি ধর্ম্মে মুসলমান, তিনিও চট্টগ্রাম জেলায় স্বরূপানন্দ-জন্মোৎসবের প্রধান অতিথি রূপে এই কথা প্রকাশ্য সভায় সহস্র সহস্র জনতার সম্মুখে অকপটে ঘোষণা করিয়াছেন যে, চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ব্যাপারে এই

স্বরূপানন্দই বিগত ষাট বৎসর ধরিয়া প্রথম পথিকৃৎ। এই সংবাদ শুনিবার পরে তোমাদের প্রারব্ধ আন্দোলনে শ্রম করিবার দুঃসাহস ও উৎসাহ উত্তরোত্তর নিশ্চয়ই বাড়িবে। রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক বা লোকপ্রথাগত কোনও প্রকার সমস্যার সহিতই জড়িত না হইয়া আমরা বিশ্বমানের অবিমিশ্র হিতার্থে এই আন্দোলন-মহাযজ্ঞের আহুতি হইতে পারি।

তোমাদের কাছাড় জেলার কাজ একটা ছন্দোবদ্ধ রূপ পাইতে বসিয়াছে। এত দূর হইতেও আমি মধু-আহরণকারী মৌমাছিদের ফুলে ফুলে ফুল্ল গুঞ্জন শুনিতে পাইতেছি। এই মৃদু গুঞ্জন এক মহাসঙ্গীতের রূপ ধরিতে পারে, যদি তোমরা ছোট বড় প্রতিটি ব্যষ্টিকে নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী কিছু না কিছু কাজ তুলিয়া দিতে পার। তুষ্ট মনে উদার প্রাণে যদি ইহারা প্রতিজনে একটু একটু করিয়াও কাজ করে, তবে তাহার সামুহিক ফল হইবে কল্পনাতীত ও অনির্ব্বচনীয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩রা ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * তোমার পুত্র পুনঃ পুনঃ গৃহত্যাগ করিয়া উধাও হইতেছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। গৃহে থাকিবার তাহার এই অনিচ্ছা যদি ঈশ্বরানুরাগ ও সংসার-সুখ-বিরাগ হইতে জন্মিয়া থাকে, তবে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণাদি মহাপুরুষেরা ইহাতে সুনিশ্চিত আনন্দই প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা এবং তত্তুল্য মহাপুরুষ আর যাঁহারা যাঁহারা পার্থিব লোকে আছেন, সকলেই স্বর্গ হইতে বা নিজ নিজ আশ্রম হইতে এমন ছেলেদের আশীর্ব্বাদই করিতে থাকিবেন। এমন ছেলে বংশের গৌরব, দেশের সম্পদ, মানবজাতির শ্লাঘার বস্তু। মানুষের মন কি সহজে রাগ-দ্বেষাদি বর্জ্জন করিতে পারে? তোমার পুত্র যদি এমনই হইয়া থাকে, তবে সে যেখানেই থাকুক, আমি আশীর্ব্বাদ করিব, সে যেন নিজ ব্রতে, নিজ সঙ্কল্পে, নিজ লক্ষ্য-ভেদে অটুট, অক্ষুন্ন এবং সফলকাম হইতে পারে। আর যদি বাল-চাপল্য তাহাকে বাহিরে টানিয়া থাকে, সঙ্গদোষ যদি তাহাকে পিতৃমাতৃ-অঙ্ক হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, নেশা বা ততোধিক অনিষ্টকর কোনও মোহ-মুগ্ধতা যদি তাহাকে কক্ষভ্রষ্ট বা বানচাল করিয়া থাকে, তবে আশীর্ব্বাদ করিব,

বহিঃসংসারের প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তোমাদের বুকের ধন তোমাদের বুকেই ফিরিয়া আসুক।

ফিরিয়া সে আসিবেই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলেও তাঁহাকে পিতামাতার অনুমতি নিতে হইবেই। কিন্তু ভগবৎকৃপায় সে ফিরিয়া আসিলে তোমাদের খোঁজ নিতে হইবে, জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে, তাহার গৃহত্যাগের কারণ কি। কারণ জানিলে প্রতীকার-চেষ্টা সহজ এবং সম্ভব। তোমাদের দোষে যদি সে চলিয়া গিয়া থাকে, তবে তোমাদের আত্ম-সংশোধনের প্রয়োজন হইবে। তাহার নিজ দোষে যদি সে চলিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার অপুর্ণতার পরিপূরণের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা নিতে হইবে। এগুলি তোমাদের দায়িত্ব। এগুলি তোমাদের কর্ত্তব্য। পুত্রের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন না করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে দেখিতে পাওয়া এক বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাবিজ, কবচ, কবিরাজি পাচন বা ডাক্তারি ইনজেক্‌শান এই ক্ষেত্রে কার্য্যকর হইবে না।

অধিকাংশ পিতামাতা পুত্রকন্যা সম্পর্কে নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণে রাখে না। তাহারা দরিদ্রতার দোহাই দিয়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে অবহেলা করে। ইহার ফলে অনেক বুদ্ধিমান্ পুত্রকন্যা নির্ব্বোধ হয়, অনেক বীর্য্যবান্ পুত্রকন্যা নির্ব্বীর্য্য হয়। তোমাদের ত্রুটিটুকু কোথায় তাহার অনুসন্ধান দ্রুত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩রা ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ক্রমান্বয়ে দুই দিন ধরিয়া তোমাদের শহরে দুই দুইটা অতিকায় অনুষ্ঠান হইয়া গেল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল লোকচক্ষে তোমাদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি এবং পরোক্ষ ফল হইতেছে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্নতায় ব্যাপক-প্রসারে সুদীর্ঘকাল চালাইয়া যাইবার প্রচুর সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার মুখে তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে (১) প্রত্যেকটী অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে আগ্রহী কর্ম্মীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করা, (২) কর্ম্মাগ্রহ-সম্পন্ন প্রতিজনের মধ্যে কাহার কতটা কর্ম্মশক্তি আছে, তাহার হিসাব করা, এবং (৩) প্রত্যেকের হাতে তাহার সাধ্যমত, তাহার যোগ্যতানুযায়ী, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক রুচিজনক কাজ তুলিয়া দেওয়া। অর্থাৎ, সম্ভাবনার একটা নিখুঁত হিসাব নিতে হইবে এবং জনে জনে যাহাতে কাজে লাগে, তাহা করিতে হইবে।

সুতরাং কর্ম্মি-স্বভাবের যাহার সহিতই অতীতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সঙ্গত ভাবে বা অসঙ্গত-রূপে মতভেদ বা মনোভঙ্গ ঘটিয়া থাকুক, তাহা নিমেষের মধ্যে ভুলিয়া যাইতে হইবে

এবং একে অপরের হাতে হাত দিয়া, কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কি ভাবে কাজ চালু রাখিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে। কি করিলে কাজ কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, কি করিলে কাজের গতিবেগ বাড়ে, কি করিলে কাজের ব্যাপক সুপ্রসার সম্ভব হইতে পারে আর কি করিলে কাজের শুভফল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী হইতে পারে, এই বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

একটা বড় গ্রামে বা একটা ছোট শহরে তিনটী বা পাঁচটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে, যদি প্রতিটি মণ্ডলী অপর মণ্ডলীগুলি সম্পর্কে সহযোগিতা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হয় এবং যদি নবীনতর মণ্ডলীগুলি প্রবীণতম মণ্ডলীর সহিত সম্প্রীতিবর্দ্ধক সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া গঠিত হয়। একই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে একই গ্রামে বা শহরে তিনটী, পাঁচটী বা সাতটী উপাসনা-কেন্দ্রও স্থাপিত হইতে পারে, যদি ইহার ফলে অধিক সংখ্যক উপাসক উপাসিকার সমবেত উপাসনার যোগদানের সুযোগ বাড়িয়া যায়। এই সব বিষয় নিয়া কলহের কল্পনাও দোষাবহ জানিবে।

ধর্ম্মীয় আন্দোলনেই বল আর সামাজিক আন্দোলনেই বল অনুষ্ঠান এবং সংগঠন সকল সময়ে সমতালে চলিতে পারে না। সংগঠনের ভিতরে প্রচারশীলতা প্রাধান্য পায়। সুতরাং সাংগঠনিক কর্ম্মীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের চেয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রচার-কর্ম্মে যোগদান অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া

অনুভব করেন। সদুদ্দেশ্য লইয়া কেহ কাজ করিলে, এই বিষয়ে ঢংয়ের বিভিন্নতার জন্য তাহাকে দোষী করা অধিকাংশ সময়েই অসঙ্গত। এই বিষয়েও তোমরা চিন্তা করিও।

অতিরঞ্জন না করিয়া যদি কেহ সংবাদপত্রে নিজেদের কৃত-শুভকর্ম্মের প্রচার করেন এবং সংবাদপত্রের অধিকারীরা যদি স্বেচ্ছায় তাহা বিনামূল্যে মুদ্রণ করেন, তবে প্রচারের এই সুযোগটীকে গ্রহণ করা অবৈধ মনে করিও না। মিথ্যা কথা প্রচার করিলে অবশ্যই দোষের হইবে।

সহযোগীদের সৎকর্ম্মের অপব্যাখ্যা কেহ না করিলে তাহাদের সৎকর্ম্মে আগ্রহ বাড়িয়া থাকে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আরও কিছু কথা লিখিবার ছিল। কিন্তু সময়াভাব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৮৪

(২২শে আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পক্ষে অরণ্য পথ অতিক্রম করিয়া গৃহ-শিক্ষকের

নিকটে পাঠ লইবার জন্য যাতায়াত সঙ্গত হইবে না। যদি দেখ যে, তিনি কিছুতেই আসিয়া তোমার গৃহে বসিয়া পাঠ দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজের গৃহে নিজ শক্তিতেই পাঠ আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ইহাতেই তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। আমাদের সময়ে আমরা একেবারে গোড়ার দিকে দুই একটা ক্লাস ছাড়া কদাচ গৃহ-শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। নিজেরাই নিজেদের পড়া বুঝিয়াছি। তবে শ্রম একটু বেশী করিতে হইয়াছে। প্রাইভেট টিউটারের প্রয়োজন যতদিন না লুপ্ত করা যাইবে, ততদিন দেশে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আরম্ভই হইবে না।

কুম্ভীরগ্রামের চরিত্র-গঠন আন্দোলনের সভায় তোমরা সদলবলে যোগদান করিয়াছিলে জানিয়া সুখী হইয়াছি। পারিলে পরবর্ত্তী অন্যান্য সভাতেও যোগদান করিও এবং সভাস্থলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিও,“আমরা দিনের পর দিন অধিকতর চরিত্রবল আহরণ করিব, আমরা এই বিষয়ে কদাচ উদাসীন থাকিব না।” প্রতিজ্ঞা করিও—“আমরা সমবয়সী অন্যান্যদের মধ্যে চরিত্র-সাধনার প্রতিজ্ঞা সঞ্চারিত করিব এবং বর্ত্তমান পৃথিবীকে দিনের পর দিন স্বভাবে সুন্দরতর এবং গৌরবে উজ্জ্বলতর করিতে চেষ্টা করিব।” প্রতিজ্ঞা করিও,—“কোনও প্রকার প্রলোভনে বা ছলনায় আমরা এই দিব্যমঙ্গল পন্থা হইতে

সরিয়া যাইব না, আমৃত্যু আমরা চরিত্র-শক্তিতে সমৃদ্ধ থাকিব।” প্রতিজ্ঞা করিবে,—“নিজেরা চরিত্র-গঠনে ব্রতী হইয়াছি বলিয়া দর্প দম্ভ-অহঙ্কার করিব না কিন্তু প্রাণপণ যত্নে সত্যের সেবা, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, ব্যবহারের নম্রতা প্রভৃতি দ্বারা দিনের পর দিন মহিমোজ্জ্বল হইবার অধ্যবসায় করিব।”

প্রত্যহ ভগবানের কাছে একটু প্রার্থনা করিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিবে এবং কঠোর আশাবদ্ধ সম্বল করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে। দুশ্চিন্তা করিয়া দুর্ব্বল হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী - ২২১০১০

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

পঞ্চত্রিংশতম খণ্ড

Collected by MUKHERJEE TK, DHANBAD